NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৩ যাদবপুর কাণ্ডের শুনানিতে বিচারপতির সঙ্গে বাকবিতণ্ডা কল্যাণের

ফেল করা ওষুধ সরাতে সাফাই অভিযানে স্বাস্থ্যভবন ৩

কলকাতা ৮ মার্চ ২০২৫ ২৩ ফাল্গুন ১৪৩১ শনিবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৬৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 08.03.2025, Vol.18, Issue No. 266, 8 Pages, Price 3.00

ভূতুড়ে ভোটার ইস্যুতে পদক্ষেপ কমিশনের

ভোটার তালিকার ‘ভূত’ তাড়াতে সরবে ডুপ্লিকেট এপিক নম্বর

নিজস্ব প্রতিবেদন: একই এপিক নম্বরে একাধিক নাম! এই নিয়ে গত কয়েক দিন ধরে তোলপাড় জাতীয় রাজনীতি। এ বার এই এপিক নম্বর বিতর্কে কড়া পদক্ষেপ করতে চলেছে নির্বাচন কমিশন। তারা জানাল, ভবিষ্যতে একই এপিক নম্বর আর থাকবে না। তার পরিবর্তে চালু করা হবে ইউনিক এপিক নম্বর। আগামী তিন মাসের মধ্যেই প্রাথমিক কাজ শুরু হবে বলে জানিয়েছে কমিশন।এর আগে কমিশনের তরফে বিবৃতি জারি করে জানানো হয়, একই এপিক নম্বরে একাধিক ব্যক্তির নামে ভোটার কার্ড থাকা মানেই তাঁরা ভুয়ো ভোটার নন।রাজ্য বিধানসভায় দাঁড়িয়ে প্রথমবার ‘ভূতুড়ে’ ভোটার ইস্যুতে সুর চড়িয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর নেতাজি ইন্ডোরে তৃণমূলের মেগা সমাবেশ মঞ্চ থেকেও একই ইস্যুতে সরব হন তিনি। দাবি করেন, ভুয়ো ভোটারদের ব্যবহার করে ভোট বাড়িয়ে ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচন জেতার চেষ্টা করছে গেরুয়া শিবির। নির্বাচন কমিশনের ‘আশীর্বাদে’ বিজেপি নেতারা এই কাজ করছেন বলেও অভিযোগ করেন মমতা। ‘ভূতুড়ে’ ভোটার চিহ্নিতকরণে সুব্রত বক্সির নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। ওই কমিটিতে রয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ দলের একাধিক শীর্ষ নেতৃত্ব। তারই মাঝে আবার কমিশন বিবৃতি জারি করে। জানিয়ে দেয়, একই এপিক নম্বরে একাধিক ভোটার কার্ড থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে কাউকে ‘ভুয়ো’ ভোটার বলে দাগিয়ে দেওয়া যাবে না।যদিও তৃণমূল এই যুক্তি মানতে নারাজ। আধার কার্ড, পাসপোর্টের মতো ভোটার কার্ডেও ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন নম্বর নয় কেন, সে প্রশ্ন তোলে রাজ্যের শাসক শিবির। গত বৃহস্পতিবার এই সংক্রান্ত অভিযোগ নিয়ে কমিশনের দপ্তরে যান চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। ‘ঘুমন্ত’ কমিশনকে জাগাতে তৃণমূলের এই অভিযান বলেই দাবি করেন তাঁরা। তার ঠিক ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নতিস্বীকার জাতীয় নির্বাচন কমিশনের। আগামী ৩ মাসের মধ্যে সমস্যা সমাধান করা হবে বলেই আশ্বাস কমিশনের।

‘ভূত’ তাড়ানোর জন্য গঠিত কোর কমিটি স্থগিত করলেন মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকায় কারচুপি নিয়ে সরব হয়েছে রাজ্যের শাসকদল। খোদ মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার সতর্ক করেছেন দল এবং আমজনতাকে। সম্প্রতি নেতাজি ইন্ডোরে দলের মেগা বৈঠকে ভূতুড়ে ভোটার খুঁজতে রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সির নেতৃত্বে একটি কমিটি গড়ে দিয়েছেন দলনেত্রী। সেই কমিটির প্রথম বৈঠক ছিল ৬ মার্চ, বৃহস্পতিবার। সেই বৈঠকে সুব্রত বক্সির নেতৃত্বাধীন কমিটি জেলায় জেলায় ভোটার তালিকা স্ক্রুটিনির জন্য কোর কমিটি গড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সূত্রের খবর, রাতেই সেই কোর কমিটির কাজ স্থগিত করে দিয়েছেন স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই।

গত ২৭ ফেব্রুয়ারি নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে দলের সর্বস্তরের নেতা, কর্মী, জনপ্রতিনিধিকে নিয়ে মেগা বৈঠকে বসেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুব্রত বক্সিরা। বৈঠকে ভুয়ো ভোটার নিয়ে সকলকে সতর্ক করা হয়েছিল। ভিন রাজ্যের ভোটারদের নাম এ রাজ্যের ভোটার তালিকায় রয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়। দলের জেলা সভাপতি, বিধায়কদের নির্দেশ দেওয়া হয়, তালিকা স্ক্রুটিনির কাজে নামতে হবে। এর সাতদিনের মাথায় ৬ মার্চ ওই কমিটির বৈঠক হয় তৃণমূল ভবনে। অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় সুব্রত বক্সির নেতৃত্বে সেই বৈঠকে থাকতে পারেননি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আগামী ১৫ মার্চ এই কমিটিকে ভারচুয়াল বৈঠকে ডেকেছেন।

বৃহস্পতিবারের ওই বৈঠকে ‘ভূতুড়ে’ ভোটার খুঁজতে প্রত্যেক জেলায় কোর কমিটি গড়ে দিয়েছিলেন সুব্রত বক্সি। দলের সাংগঠনিক জেলার সভাপতি, চেয়ারম্যান, বিধায়ক, সাংসদ, জেলার শাখা সংগঠনের সভাপতি, ব্লক ও টাউনের সভাপতিরা, জেলা পরিষদের সভাধিপতি, সহ-সভাধিপতি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, পুরসভার চেয়ারম্যানদের নিয়ে সেই কমিটি হওয়ার কথা। তারাই ভোটার তালিকা স্ক্রুটিনির কাজ করবেন, এমনই নির্দেশ দিয়েছিলেন সুব্রত বক্সি। কিন্তু সূত্রের খবর, রাতেই সেই কমিটির কাজে স্থগিতাদেশ দিয়েছেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর কারণ নিয়ে দলের অন্দরেই আলোচনা শুরু হয়েছে।

রাজপথে ‘খিলাফত’ মার্চ ঘিরে রণক্ষেত্র ঢাকা

ইউনূসের পুলিশের ব্যাপক লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস

ঢাকা, ৭ মার্চ: সরকারি খাতায় নিষিদ্ধ সংগঠন। রয়েছে জঙ্গি কার্যকলাপের নানা অভিযোগ। এ বার সেই হিযবুত তাহরীর মিছিল ঘিরে রণক্ষেত্র হল ঢাকা। মারমুখী হিযবুত সমর্থকদের ঠেকাতে লাঠি, কাঁদানে গ্যাস, সাউন্ড গ্রেনেড ব্যবহার করল মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের পুলিশ। গ্রেপ্তারও করা হল কয়েক জনকে।

বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম ‘প্রথম আলো’ জানাচ্ছে, নিষিদ্ধ হিযবুতের তরফে আগেই ‘মার্চ ফর খিলাফত’ আন্দোলনের ঘোষণা করা হয়েছিল। শুক্রবারের নমাজের পরে হিযবুতের নেতা-কর্মীরা বাংলাদেশের জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম থেকে ব্যানার-পতাকা নিয়ে মিছিল শুরু করেন। পল্টন মোড়ে পুলিশ মিছিল আটকাতেই উত্তেজনা ছড়ায়। ছোড়া হয় ইট। সে সময় পুলিশ লাঠি, কাঁদানে গ্যাস, সাউন্ড গ্রেনেড ব্যবহার করে মিছিল ছত্রভঙ্গ করে দেয়। গ্রেপ্তারও করা হয় কয়েক জনকে। এর পরে আন্দোলনকারীরা মূল সড়ক থেকে অলিগলিতে ঢুকে বিক্ষিপ্ত ভাবে হামলা চালান বলে অভিযোগ।

প্রসঙ্গত, গত বছর গণআন্দোলনের জেরে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পরে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী আইএসের পতাকা নিয়ে মিছিল করার অভিযোগ উঠেছিল হিযবুতের বিরুদ্ধে। পরবর্তী সময়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ইউনূসের বিশেষ সহকারী তথা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম নেতা মাহফুজ আলমের সঙ্গে হিযবুতের যোগাযোগের অভিযোগ উঠেছিল। কিন্তু ইউনূস সরকারের আমলেও ‘নিষেধাজ্ঞা’ থেকে মুক্তি পায়নি ওই সংগঠন। প্রসঙ্গত, ২০০৯ সালের ২২ অক্টোবর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হাসিনার সরকার হিযবুত তাহরীরকে ‘নিষিদ্ধ সংগঠন’ হিসেবে ঘোষণা করেছিল। সন্ত্রাসবিরোধী আইন-২০০৯ অনুযায়ী, নিষিদ্ধ সংগঠনের কোনও ধরনের সমাবেশ, মিছিল, পোস্টার ও লিফলেট বিতরণ বা প্রচারমূলক কার্যকলাপ চালানো ‘ফৌজদারি অপরাধ’।

উচ্চমাধ্যমিকের রেজাল্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: চলছে উচ্চমাধ্যমিক। এরইমধ্যে ফল প্রকাশের সময় জানিয়ে দিলেন উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য। প্রসঙ্গত, এবার গোটা রাজ্যে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৫ লক্ষ ৯ হাজার। গত বছর পরীক্ষা দিয়েছিলেন প্রায় ৮ লক্ষ পরীক্ষার্থী। কিন্তু, এবার সংখ্যাটা এক ধাক্কায় অনেকটাই কমেছে। সংসদ বলছে, ২০২৩ সালে মাধ্যমিকে উত্তীর্ণের সংখ্যা কম থাকার কারণে এবার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে। এদিকে পরীক্ষা শুরু হতেই একাধিক জেলায় স্কুল পরিদর্শনে যাচ্ছেন সংসদ সভাপতি। ঘুরে দেখছেন যাবতীয় ব্যবস্থা। এদিন গিয়েছিলেন বীরভূমে। সেখানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। মাধ্যমিকের রেজাল্ট বের হওয়ার ৭ দিনের মধ্যেই প্রকাশিত হবে উচ্চমাধ্যমিকের রেজাল্ট। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এদিন এ কথা জানান সংসদ সভাপতি। সূত্রের খবর, মাধ্যমিকের রেজাল্ট বের হতে পারে মার্চের প্রথম থেকে দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে।

-বিস্তারিত শহরের পাতায়

লোহার খনিতে আইইডি বিস্ফোরণে নিহত শ্রমিক

রায়পুর, ৭ মার্চ: ছত্তিশগড়ের বস্তার ডিভিশনে আবার মাওবাদীদের হানা। এ বার তাদের নিশানায় আকরিক লোহার খনি। শুক্রবার সকালে ওই নাশকতার ঘটনায় এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর আহত হয়েছেন আরও এক জন। পুলিশ জানিয়েছে, রাজধানী রায়পুর থেকে প্রায় ৩৫০ কিলোমিটার দূরে ছোটেডোঙ্গার থানা এলাকার পাহাড়-জঙ্গলঘেরা আমদাই ঘাটি লোহার খনিতে শুক্রবার সকাল পৌনে ১১টা নাগাদ বিস্ফোরণ ঘটে। একটি বেসরকারি সংস্থার মালিকানাধীন ওই খনিতে মাওবাদীদের পেতে রাখা আইইডি (ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস)-র সংস্পর্শে আসার ফলেই ওই বিস্ফোরণ বলে পুলিশের দাবি।

বাংলাদেশের উপর চাপ বৃদ্ধি

নয়াদিল্লি, ৭ মার্চ: হিন্দুদের নিরাপত্তার দায়িত্ব বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের। ফের সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে ঢাকার উপর চাপ বাড়াল ভারত। শুক্রবার বিবৃতি দিয়ে মহম্মদ ইউনুসের সরকারকে দায়িত্ব মনে করিয়ে দিলেন বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল। শেখ হাসিনার পতনের পর পদ্মাপাড়ে লাগাতার নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন হিন্দু-সহ অন্যান্য সংখ্যালঘুরা। ভাঙচুর করা হয়েছে শয়ে শয়ে মন্দির। একাধিক রিপোর্টে এই তথ্য উঠে এসেছে। গত পাঁচ মাস ধরে কারাগারে বন্দি ইসকনের সন্ন্যাসী চিন্ময় প্রভুও। কিন্তু হামলা, অত্যাচারের সমস্ত অভিযোগই অস্বীকার করেছে মহম্মদ ইউনূসের সরকার।

হাওড়া স্টেশন থেকে শিশু অপহরণ, সিসিটিভি ফুটেজে চিহ্নিত অভিযুক্ত

প্রশ্ন উঠছে যাত্রী নিরাপত্তা নিয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়া স্টেশনের ব্যস্ত প্ল্যাটফর্মের এক কোণে, এক মা তার দুই কন্যাসন্তানকে নিয়ে বসেছিলেন। রাত কাটানোর পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই তার জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃস্বপ্ন অপেক্ষা করছিল, তার কাছ থেকেই সাড়ে তিন বছরের শিশুকন্যাটি নিখোঁজ হয়ে যায়!

ঘটনাটি ঘটে গত বুধবার, যখন হুগলির এক মা তাঁর দুই সন্তানকে নিয়ে হাওড়া স্টেশনের ওল্ড কমপ্লেক্সে ছিলেন। দুই শিশু কন্যার মধে একজনের বয়স ৭ এবং অন্যজনের বয়স সাড়ে তিন বছর। জানা গিয়েছে, ওই মহিলা দক্ষিণ ২৪ পরগনার লদীকান্তপুরে স্বামীর বাড়িতে যাওয়ার জন্য মঙ্গলবার রাতে হুগলিতে বাপের বাড়ি থেকে হাওড়া স্টেশনে আসেন। তার ইচ্ছে ছিল পরের দিন সকালে শিয়ালদা স্টেশন হয়ে লদীকান্তপুরে যাওয়া। এর জন্য সে রাতে স্টেশনে কাটিয়ে দেয়। প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষারত অবস্থায় এক অপরিচিত মহিলা তাঁর সঙ্গে আলাপ জমায়। প্রথমে সাধারণ যাত্রীর মতো মনে হলেও, ওই মহিলা দ্রুতই দুই শিশুর সঙ্গে খেলাধুলায় মেতে ওঠেন। কিন্তু রাত পেরিয়ে বুধবার সকালে ঘটে অঘটন। মা ক্লান্ত হয়ে স্টেশনে শুয়ে পড়েছিলেন। সেই সুযোগে অচেনা মহিলা সাড়ে তিন বছরের শিশুটিকে নিয়ে চম্পট দেয়। যখন মা জেগে ওঠেন, তখন তাঁর কোলে থাকা শিশুটি নেই! হতভম্ব ও আতঙ্কিত মা দ্রুত হাওড়া জিআরপি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ স্টেশনের ভিতর ও বাইরের সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করে অপহরণকারী মহিলাকে শনাক্ত করে। ফুটেজে দেখা যায়, ওই মহিলা শিশুটিকে নিয়ে এক নম্বর প্ল্যাটফর্মের পাশ দিয়ে সাবওয়ে ধরে বাসস্ট্যান্ডের দিকে চলে যায়। তারপর থেকেই সে উধাও।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, এই অপহরণ পূর্বপরিকল্পিত এবং অভিযুক্ত মহিলা শিশু চুরি চক্রের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে এবং শিশুটিকে উদ্ধারের জন্য হাওড়া জিআরপি সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই ঘটনা আরও একবার প্রশ্ন তুলে দিল রেলস্টেশনের নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপর। ব্যস্ততম স্টেশনগুলিতে রাতের যাত্রীদের নিরাপত্তা কতটা নিশ্চিত? শিশুদের অপহরণ ঠেকাতে আরও কঠোর নজরদারির প্রয়োজন কি না, সে প্রশ্নও উঠছে। পরিবারের আকুতি একটাই, শিশুটিকে দ্রুত উদ্ধার করা হোক। হাওড়া জিআরপি অপহরণের মামলা শুরু করেছে। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, খুব শীঘ্রই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হবে এবং শিশুটিকে ফিরিয়ে আনার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা করা হচ্ছে।

প্রাথমিক মামলায় জামিন অয়ন শীলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতিতে সিবিআইয়ের মামলায় জামিন পেলেন অয়ন শীল। এর আগে ইডির মামলাতেও তাঁকে জামিন দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখনই অয়নের জেলমুক্তি হচ্ছে না। পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলার জন্য এখনও জেলেই থাকতে হবে তাঁকে। ওই মামলায় ইডি এবং সিবিআই; উভয়ের হাতেই অয়ন গ্রেপ্তার হয়েছেন। এখনও তদন্ত চলছে। এই নিয়ে প্রাথমিক মামলায় পঞ্চম জামিন হল। এর আগে নীলাদ্রি দাস, তাপস মণ্ডল, কুন্তল ঘোষ এই মামলায় জামিন পেয়েছেন। অন্যতম অভিযুক্ত ‘কালীঘাটের কাকু’ ওরফে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র অন্তর্বর্তী জামিনে মুক্ত। এ বার জামিন পেলেন অয়ন। শুক্রবার তাঁর মামলাটি ওঠে কলকাতার বিচারভবনে। এক লক্ষ টাকার বন্ড এবং কয়েকটি শর্তের সাপেক্ষে অয়নের জামিন মঞ্জুর করেছেন বিচারক।

-বিস্তারিত শহরের পাতায়

নারী দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে মহিলারাই

নয়াদিল্লি, ৭ মার্চ: আজ আন্তর্জাতি নারী দিবসে নওসারিতে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তার জন্য ঢেলে সাজানো হয়েছে গুজরাতের এই জেলাকে। আর এই মেগা ইভেন্টে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তায় থাকছেন শুধু মহিলা পুলিশ আধিকারিকরা। নারী দিবসের কথা মাথাই রেখেই এহেন আয়োজন করেছে রাজ্য প্রশাসন। ভারতের ইতিহাসে প্রথমবার এমনটা ঘটতে চলেছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হর্ষ সাংভি।

প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে গোটা জেলা। সমস্ত আয়োজন খুঁটিয়ে দেখছেন নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা মহিলা আধিকারিকরা। তালিকায় রয়েছেন আইপিএস, কনস্টেবল ও এসআই। এই বিষয়ে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হর্ষ সাংভি জানিয়েছেন, ‘নারী দিবস উপলক্ষে অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করেছে গুজরাত পুলিশ। ভারতের ইতিহাসে এই প্রথমবার প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠানে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবেন শুধুমাত্র মহিলা আধিকারিকরা। এই বড় অনুষ্ঠানের গোটাটাই তাঁরা খতিয়ে দেখছেন। প্রধানমন্ত্রী প্রথমে ভানসি বোরসি গ্রামের হেলিপ্যাডে নামবেন। তারপর নওসারিতে অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। এই পুরো সময়টায় প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তায় থাকবেন শুধু মহিলারাই।’

হর্ষ সাংভি আরও জানান, ‘২ হাজার ১০০ জনেরও বেশি কনস্টেবল, ১৮৭ জন সাব-ইন্সপেক্টর, ৬১ জন পুলিশ, ১৬ জন ডেপুটি এসপি, পাঁচজন এসপি, একজন ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ এবং একজন অতিরিক্ত ডিজিপি পদমর্যাদার কর্মকর্তা-সহ সকল মহিলা পুলিশ আধিকারিক সেদিন প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করবেন। একজন সিনিয়র আইপিএস অফিসার ও স্বরাষ্ট্র সচিব নিপুনা তোরাওয়ানে সমস্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থার তদারকি করছেন।’ তাঁর কথায়, এই উদ্যোগ নারী দিবসে বিশ্বকে একটি শক্তিশালী বার্তা দেবে। সকলে জানতে পারবেন গুজরাতকে একটি নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নারীরা কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

উল্লেখ্য, গত ফেব্রুয়ারি মাসে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, নিজের সোশাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট দেশের অনুপ্রেরণাদায়ক নারীদের হাতে সঁপে দেবেন। মোদি ভারতীয় সংস্কৃতির গভীরে প্রোথিত নারীর প্রতি সম্মান। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম কিংবা সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা অনস্বীকার্য বলে দাবি করেন প্রধানমন্ত্রী। আর তাই জাতীয় মহিলা দিবসে একটি বিশেষ উদ্যোগ নেবেন তিনি। আগামী ৮ মার্চ নিজের সোশাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট অর্থাৎ এক্স হ্যান্ডেল ও ইনস্টাগ্রাম দেশের নারীদের দেবেন তিনি। তাঁরা তাঁদের কাজ ও অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণ করবেন। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর সোশাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট দেশের অনুপ্রেরণাদায়ক নারীদের জন্য এক মঞ্চ হয়ে উঠবে ওই দিন।

NARSINGHA
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী
শুরু হল আমাদের ফিচার বিভাগ
তবে বর্তমানে আলাদা করে নয় একদিন পত্রিকার
শেষ পৃষ্ঠাটি সাতদিন বিভিন্ন বিষয়ে সেজে উঠবে
রবি — সাহিত্য সংস্কৃতি
সোম — স্বাস্থ্য বীমা
মঙ্গল — শিক্ষা প্রযুক্তি চাকরি
বুধ — ভ্রমণের টুকিটাকি
বৃহস্পতি — বিনিয়োগ ব্যাঙ্কিং
শুক্র — সিনেমা অনুষঙ্গ
শনি — অর্ধেক আকাশ
আপনারা ইউনিকোড হরফে লেখা পাঠান।
শীর্ষকে অবশ্যই “বিভাগ (যেমন গুঞ্জন)” কথাটি উল্লেখ করবেন।
আমাদের ইমেল আইডি : dailyekdin1@gmail.com।

ভাটপাড়ায় বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডের ওপর হামলার ঘটনায় ধৃত মূল অভিযুক্ত টিপুয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ভাটপাড়ার বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডের ওপর হামলার ঘটনায় মূল অভিযুক্ত টিপুয়া এবার তদন্তকারীদের জালে। ঘটনার পর থেকেই অন্যত্র গা ঢাকা দিয়েছিল এই টিপুয়া। শুক্রবার সকালে ভাটপাড়া পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কলাবাগান লাইনে তাঁর বাড়ি থেকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা টিপুয়াকে গ্রেপ্তার করেছে। প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালের ২৮ অগস্ট ভাটপাড়া থানার কলাবাগান মোড়ের কাছে ঘোষপাড়া রোডে বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডের গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি-বোমা ছোড়ার অভিযোগ ওঠে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। পরবর্তীতে সেই ঘটনার তদন্তভার নেয় এনআইএ। ঘটনায় অভিযুক্ত বেশ কয়েকজনকে তদন্তকারীরা গ্রেপ্তার করলেও, পালিয়ে বেরাচ্ছিল ঘটনায় মূল অভিযুক্ত মহম্মদ টিপু ওরফে টিপুয়া। টিপুয়ার গ্রেপ্তারি নিয়ে বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে বলেন, অনেকদিন ধরেই মূল অভিযুক্ত টিপুয়াকে আড়াল করে রাখা হয়েছিল। কিন্তু তদন্তকারীরা এদিন টিপুয়াকে গ্রেপ্তার করেছে। তাঁর দাবি, শাসকদলের নেতারা এতদিন ওকে আড়াল করে রেখেছিল। কাদের মদতে তাঁর ওপর এই হামলার ঘটনা ঘটেছিল, সব এবার প্রকাশ্যে আসবে। প্রিয়াঙ্গুর অভিযোগ, তৃণমূল এবং রাজ্য এজেন্সি মিলে তাকে প্রাণে মারার চক্রান্ত করেছিল। যদিও ভাটপাড়ার উপ-পুরপ্রধান দেবজ্যোতি ঘোষের দাবি, কেন্দ্রীয় এজেন্সি সিবিআই, এনআইএ এবং ইডি বিজেপির শাখা সংগঠনে পরিণত হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, তৃণমূলে সমাজবিরোধীদের কোনও স্থান নেই। তবে সমাজবিরোধীরা নিজেদের প্রয়োজনে যেকোনও রাজনৈতিক দলকে ব্যবহার করে থাকে।

জেটিয়া পঞ্চায়েতের একাধিক রাস্তা বেহাল দশায় পরিণত, উদাসীন পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নৈহাটি বিধানসভার অধীনস্থ জেটিয়া পঞ্চায়েতের একাধিক রাস্তা বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে। নিকাশি ব্যবস্থার হাল তথৈবচ। অভিযোগ, হালিশহর স্টেশন রোডের পূর্ব পাড়ের লেভেল ক্রসিং থেকে জেটিয়ার প্রবেশ পথ বকুলতলা, সেনপাড়া, বড় পুকুর পাড় পর্যন্ত দীর্ঘ এই রাস্তাটি চলাচলের অনুপযুক্ত হয়ে উঠেছে। গোটা রাস্তা জুড়ে ছোট-বড় গর্ত। বেহাল রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে নাকানিচোবানি খেতে হচ্ছে স্কুল পড়ুয়া থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষজনকে। তাছাড়া রাস্তার দু'পাশে খোয়া, পাথর ডাঁই করে রাখা রয়েছে। প্রসঙ্গত, জেটিয়া পঞ্চায়েতের বকুলতলা, সেনপাড়া-সহ বিস্তীর্ণ গ্রামের মানুষের প্রধান ভরসা এই রাস্তা। অথচ উদাসীন স্থানীয় পঞ্চায়েত। স্থানীয়দের অভিযোগ, দু'তিন বছর ধরে বেহাল দশায় পরিণত এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি। দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় রাস্তাটি চলাচলের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। বর্ষাকালে পরিস্থিতি আরও ভয়ঙ্কর। রাস্তায় একহাঁটু জল দাঁড়িয়ে যাওয়ায় যাতায়াত দুষ্কর হয়ে ওঠে। অথচ রাস্তা সংস্কারের ব্যাপারে পঞ্চায়েতের কোনও হেলদোল নেই। যদিও জেটিয়ার প্রধান উজ্জ্বল কুমার পাইনের আশ্বাস, সাংসদ ও বিধায়ক ওনারা বিষয়টির ওপর নজর দিয়েছেন। আশা করছি, খুব শীঘ্রই রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হবে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ৮ ই মার্চ। শনি বার ২৩ শে ফাল্গুন । শুক্লা নবমী তিথি। জন্মে মিথুন রাশি । অষ্টোত্তরি চন্দ্র র মহাদশা, ও বিংশোত্তরী রাহু র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : শারীরিক সুস্থতার দিন। যারা দীর্ঘ সময় ধরে চিকিৎসা তে ছিলেন আজ শরীর আরোগ্য হওয়ার দিন। খাওয়া এবং পথ্য তার দিকে নজর দেওয়া শুভ। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশী সহযোগিতা প্রাপ্তি এবং যারা লৌহ এবং তরল পদার্থের ব্যবসা করেন তাদের অর্থবৃদ্ধি সম্ভাবনা প্রবল। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : জীবনের কঠিন সময়ের একটা নতুন দৃঢ় পদক্ষেপ দেখা দেবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধুদের অন্য শুভ। তবে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তিন মাথার বুদ্ধির প্রয়োজন। বিবাহ বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল তার সম্ভাবনা। চলচ্চিত্র দূরদর্শনের মধ্যে যারা কাজে জড়িত তাদের সাফল্য নিশ্চিত। বাড়ির গৃহ মন্দিরে লাল ফুল দ্বারা দেবী মহাকালীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

মিথুন রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। গৃহ শান্তি থাকলেও তৃতীয় কোন শুক্তিকে নিয়ে বিবাদ এর সম্ভাবনা রয়েছে সতর্ক থাকতে হবে। সেলস রিপ্রেসেন্টেটিভ দের বিশেষত যারা মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেশন করেন তাদের সতর্ক থাকা ভালো। বান্ধব যোগে উপকৃত হবেন। প্রতিবেশীর দ্বারা উপকৃত হবেন। গৃহ পরিবেশ বিষয়ে সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে হলুদ পুদদদ দারা দেব দেবীদের আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কর্কট রাশি : পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। আজ দেখা দেবে দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে হঠাৎ তর্ক বিতর্ক সম্ভাবনা। তৃতীয় একজন ব্যক্তির দ্বারা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাদের কারণ। যারা বেতন ভোগ কর্মচারী তাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে কিছু বিবাদ হবে। কম কথা বলা এবং বৃদ্ধির প্রয়োগে আপনার জয়লাভ। আজকের দিনে নতুন বান্ধব কে বিশ্বাস না করাই ভালো। গুপ্ত শত্রুর চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্র থাকবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জালুন এবং আতপ চাল নৈবিদ্য দিয়ে সর্ব দেব দেবীর আরতি করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : শুভ দিন নতুন কোন সম্ভাবনা আপনার দরজায় টোকা দেবে। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিশেষত জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে যারা কাজ করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তির নতুন দিক। গৃহ শান্তি পারিবারিক শান্তি থাকবে। বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন আজ মন আনন্দে ভরপুর থাকবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ যারা গবেষণা করছেন তাদের জন্য অতীব শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে দুর্বাসহ দেব-দেবীর আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজ শুভ-অশুভ মিলিয়ে দিনটি থাকবে। গ্রহ অবস্থান যা বলছে তাতে যা অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল তা একটু পিছিয়ে যাবে। ধৈর্য ধরতে হবে। ফোন কল ভারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। গৃহবধূদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। বিদ্যার্থীদের দিনটি ঠিক নয়। শুভ-অশুভ নতুন ব্যবসা-বাণিজ্য যারা শুরু করবেন তাদের ধৈর্য ধরতে বলব। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্বলিত করে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ অতীব শুভ দিন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। প্রতিবেশীর সহযোগিতা, বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতা, বন্ধু-বান্ধবের বুদ্ধির দ্বারা নতুন পথ দেখা যাবে। পরিবারের দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে শান্তির পরিবেশ। যে কাজটি করবেন ভেবেছিলেন আজ শুরু করতে পারেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল এবং প্রদীপ প্রজ্জলন করে দুর্গা মায়ের নাম করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে

বৃশ্চিক রাশি : দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ দেখা যাবে। সকাল বেলাতেই বিবাদের সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি টেনশন বৃদ্ধি হবে। গুপ্ত শত্রু চক্রান্ত থাকবে। ছলনাময়ী নারীর দ্বারা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। বিশেষভাবে আজকের দিনটি সতর্ক থাকা উচিত। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন কারে ভগবান শ্রী শিব পূজা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে

ধনু রাশি : আজকের দিনটি লক্ষ্য পূরণের দিন। কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে চাপে রেখেছিল আজ সেখান থেকে মুক্তির পথ। বিশেষত যারা প্রশাসনিক কর্মেরত রয়েছেন। তাদের আজকের দিনটি সৌভাগ্য সূচক। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ কর্মপ্রার্থী কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের জন্য শুভ। আজ বান্ধবযোগে আনন্দিত হওয়ার দিন বাড়ি গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে, হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : যারা বেতনভুক কর্মচারী তাদের সৌভাগ্য যোগ। আজ সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রতিবেশীর দ্বারা কোন সমস্যা মুক্তির দিন। বান্ধবী দ্বারা পুর্ণ সহযোগিতা, প্রেমিক প্রেমিক যুগল শুভদিন বিবাহের বিষয়ে পারা কথা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। ব্যাবসা বৃদ্ধির দিন প্রবীণ নাগরিকদের জন্য নতুন কোন সুখবরে আনন্দ প্রাপ্তি বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে হর হর মহাদেব বলুন। এগিয়ে চলুন।

কুম্ভ রাশি : আজ ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন কোন দিক দেখা দেবে যারা চিকিৎসক তাদের আজ বিশেষ সম্মান প্রাপ্তি। সামাজিক কাজে, যারা তাদেরও সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকদের পূর্ণ সহযোগিতায় আপনার বাধা প্রাপ্ত কাজটি আজ হয়ে যাবে। বেতনভুক কর্ম যারা করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিবাহের বিষয়ে নতুন কথা হতে পারে। যাদের বিচ্ছেদের মামলা চলছে আজ তাদের জন্য নতুন কোন সুখবর প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে আতপ চাল দ্বারা দেবদেবীর পূজা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : সতর্ক আজকের দিনটি থাকা উচিত। বন্ধুর বেশে শত্রু দেখা দেবে। বিবাদ বিতর্কের যারা মানসিক কষ্ট বৃদ্ধি হবে পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকের চিকিৎসার জন্য দুশ্চিন্তা হঠাৎ করেই কোন দুঃসংবাদে মন কষ্ট বৃদ্ধি হবে। বেতনভোগ কর্মচারী যারা তাদের সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ি গৃহ মন্দির এ নারিকেলসহ গণেশ দেবতার পুজো করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ০৭/০৩/২০২৫ নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে ৪১৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Nabamita Banerjee & Nabamita Bhattacharjee W/o. Amit Banerjee R/o. 75, Tewaripara, Balirmore, Chinsurah, Hooghly-712103, W.B. উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার কন্যা Shriya Banerjee.

নাম-পদবী

গত ২৪/১২/২০২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪৭ নং এফিডেভিট বলে Surajit Sarkhel S/o. Haricharan Sarkhel ও Surojit Sarkhel S/o. H. C. Sarkhel সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/০৩/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১২ নং এফিডেভিট বলে Birat Hazra ও Birai Hazra S/o. Biman Hazra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৭/১২/২০২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৮৮০৮ নং এফিডেভিট বলে Rahaman Ali ও Bahaman Ali S/o. Md. Halim সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

By an Affidavit dated 27.02.2025 affirmed before The Notary Public of Serampore Court, Hooghly, I have declared that RITU AGARWALA and Ritu Agarwal are the names of one and same identical person i.e. myself.

CHANGE OF NAME

I, Siddhi Dhandhania/Siddhi Dhandhania Killa/Siddhi Killa D/o Ashok Kumar Dhandhania residing at CK-224 Salt Lake City, Kolkata-700091 have changed her name and henceforth be known as Siddhi Dhandhania as declared before first class judicial magistrate Calcutta vide affidavit 1148 dated 06/03/2025. Siddhi Dhandhania Killa/Siddhi Killa and Siddhi Dhandhania are same and identical person.

গত ০৮.১২.২০২৪ তারিখে একদিন পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি বিজ্ঞাপনে রেফারেন্স এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং. ২৩/২০২৪ যার ১৪ নং লাইনে আদিত্য ট্যাম্পলিং প্রাইভেট লিমিটেড জায়গায় আদিত্য ট্যান্সলিং প্রাইভেট লিমিটেড পড়িতে হইবে।
অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

জরাজীর্ণ দুর্গাপুর ব্যারেজ সম্পূর্ণ মেরামত করার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকার দামোদর নদীর উপর অবস্থিত জরাজীর্ণ দুর্গাপুর ব্যারেজ সম্পূর্ণ মেরামত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জানা গিয়েছে, শীঘ্রই ব্যারেজের প্রতিটি গেট, ব্যারেজের উপরের রাস্তা সহ সামগ্রিক মেরামতির কাজ শুরু হবে। তাই ব্যারেজের উপর দিয়ে যান চলাচল বেশ কিছুদিনের জন্য আংশিক বা সম্পূর্ণ বন্ধ রাখার প্রয়োজন হবে। সে ক্ষেত্রে অন্যান্য রাস্তা দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নবান্নে রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের নেতৃত্বে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বৈঠকে স্বরাষ্ট্র, পূর্ত, সেচ সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সচিবদের পাশাপাশি পুলিশের শীর্ষ কর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। ভার্চুয়াল মাধ্যমে যোগ দেন বর্ধমান ডিভিশনের কমিশনার এবং বর্ধমান জেলা প্রশাসনের কর্তারা।

দামোদর নদীর উপর নির্মিত ব্যারেজটি ইস্পাতনগরী দুর্গাপুর, কয়লাঞ্চল আসানসোল সহ দক্ষিণবঙ্গের একটি বড় অংশকে - বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম ও ঝাড়খণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করে। উত্তরবঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রেও এটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। সেক্ষেত্রে ব্যারেজের রাস্তা বন্ধ থাকলে চাপ বাড়বে বিকল্প পথের উপর। সেক্ষেত্রে ব্যারেজের রাস্তা বন্ধ বা থাকাকালীন যানবাহনের গতিমুখ কোনদিকে করা হবে তা নিয়ে পুলিশের মতামত চাওয়া হয়েছে। ১৯৫৫ সালে তৈরি হয় দু'হাজার ২৭০ ফুট দৈর্ঘ্যের এই ব্যারেজ। ৩৯ ফুট উচ্চতার ৩৪টি গেট রয়েছে।

৩০ এপ্রিল থেকে যাত্রী ভোগান্তির আশঙ্কা হাওড়া খড়গপুর শাখায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: ফের একগুচ্ছ লোকাল ট্রেন ও এক্সপ্রেস বন্ধ থাকার সিদ্ধান্তে ফের যাত্রী ভোগান্তির আশঙ্কা। রেল সূত্রে খবর, আগামী ৩০ এপ্রিল থেকে মেগা পাওয়ার ব্লক থাকবে হাওড়া লাইনে। সেই কারণেই বন্ধ রাখা হতে পারে ট্রেন। তবে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত এখনই নেওয়া হয়নি। আগামী সোমবার এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তবে সূত্রে খবর, ২০০-র বেশি লোকাল ট্রেন অন্তত ৬৪টি এক্সপ্রেস ট্রেনের ক্ষেত্রে প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, এপ্রিল মাসের শেষের দিক থেকে হাওড়া-খড়গপুর শাখার সাঁতরাগাছিতে ইয়ার্ডের রিমডেলিংয়ের জন্য কাজ হবে। এছাড়াও একাধিক উন্নয়নমূলক কাজ হবে বলে রেল সূত্রে জানা গিয়েছে। ফলে, দক্ষিণ-পূর্ব রেলের খড়গপুর ডিভিশনে মেগা ট্রাফিক ব্লক করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই কাজ আগেই হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ও দোলযাত্রার জন্য এই কাজ পিছিয়ে দেওয়া হয়। এরপরই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এই কাজ শুরু হতে পারে ৩০ এপ্রিল। তারই জেরে হাওড়া-খড়গপুর শাখায় এই মেগা পাওয়ার ব্লক দরুন আগামী ৩০ এপ্রিল থেকে অন্তত ১৯ দিন ওই শাখায় পাওয়ার ব্লক থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। সে ক্ষেত্রে বাতিল করা হতে পারে ২১২টি লোকাল ট্রেন। পাশাপাশি বাতিল থাকতে পারে অন্তত ৬৪টি এক্সপ্রেস ট্রেনও। রেল সূত্রে খবর, এতদিনের পাওয়ার ব্লক কমিয়ে সংক্ষিপ্ত করা যায় কি না সে ব্যাপারে চিন্তাভাবনা চলছে। রেল সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, এই কাজের জন্য ১৯ দিনে মোট ২১২টি লোকাল ট্রেন বাতিল থাকবে। ২ মে থেকে ১৮ মে পর্যন্ত আপ ও ডাউন লাইনে ৬৪টি মেল, এক্সপ্রেস ট্রেন বাতিল থাকবে। এছাড়া অনিয়মিত সময়ে চলবে ১৫টি দূরপাল্লার ট্রেন। আগামী ৩ মে থেকে ১৭ মে পর্যন্ত স্বল্প দূরত্বে চলবে ১২ জোড়া এক্সপ্রেস ট্রেন। অর্থাৎ ট্রেনগুলির রুট বদল হয়ে যাবে। একাধিক লোকাল ও এক্সপ্রেস ট্রেন বাতিল থাকলে নিত্যযাত্রীরা ভোগান্তির শিকার হবেন বলেই আশঙ্কা করা হচ্ছে।

সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের 'সি ফর হার'

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস হল ৮৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে প্রতিষ্ঠিত একটি শীর্ষস্থানীয় প্যান-ইন্ডিয়া খ্যাত গয়না বিক্রেতা। এবার আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে 'সি ফর হার' শীর্ষক একটি ক্যাম্পেইন প্রচার করল সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস। এবিষয়ে সেনকোর মার্কেটিং ও ডিজাইনের ডিরেক্টর অ্যান্ড হেড জয়িতা সেন বলেন, নারী দিবস শুধুমাত্র একদিনের উদযাপন নয় বরং ৩৬৫ দিনের উদযাপন। সেনকোতে আমরা প্রতিটি নারীকে প্রতিদিন উদযাপন করি।

সোমবার শুরু হবে বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্ব

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্ব আগামী সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে। দিন দশেকের এই অধিবেশনে মূলত রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরের দফাওয়ারী বাজেট বরাদ্দ নিয়ে আলোচনা হবে। অধিবেশনের কর্মসূচি চূড়ান্ত করতে বিধানসভা ভবনে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরহিত্তে বিধানসভার কার্য উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক বসে। বৈঠকের পর অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, আপাতত দোলের আগে ১৩ মার্চ পর্যন্ত বিধানসভার কর্মসূচি চূড়ান্ত হয়েছে। সোমবার ১০ মার্চ সদ্য প্রয়াত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে অধিবেশনের সূচনা হবে। এরপরে সেদিনই অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের ব্যয় মঞ্জুরি প্রস্তাবের ওপর অধিবেশনে দু'ঘণ্টা আলোচনা হবে। পরের দিন মঙ্গলবার শ্রম দপ্তরের বাজেট প্রস্তাবের ওপর আলোচনা হবে বলে স্থির করা হয়েছে। একই রকম ভাবে বুধবার বিদ্যুৎ দপ্তর এবং বৃহস্পতিবার পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের বাজেট প্রস্তাবের ওপর বিধানসভায় আলোচনা হবে বলে বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

জানা গেছে এছাড়াও এবারের অধিবেশনে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুর ও নগর উন্নয়ন সহ মোট সাতটি দপ্তরের বাজেট নিয়ে আলোচনা হবে। তবে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের বাজেট নিয়ে আলোচনা হবে কিনা তা নিয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। অধ্যক্ষ জানিয়েছেন রমজান মাস চলার কারণে অধিবেশন তাড়াতাড়ি শেষ করার চেষ্টা করা হবে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে দ্য পার্ক হোটেলে আয়োজিত একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে (বাঁদিক থেকে) দীপালি সারাওগী, চেয়ারপার্সন, এমসিসিআই লেডিস ফোরাম, পদ্মশ্রী মৌমা দাস, ভারতীয় টেবিল টেনিস খেলোয়াড় এবং অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত, চুর্ণী গাঙ্গুলি, অভিনেত্রী, পরিচালক এবং লেখক-সহ অন্যান্যরা।

রাজ্যের স্বনির্ভর গোষ্ঠীদের ক্ষমতায়নে নয়া নজির গড়ল রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি তাদের আর্থিক ক্ষমতায়নে রাজ্য সরকার নতুন নজির গড়েছে। ৬ লক্ষ ৪৫ হাজারের বেশি গোষ্ঠীকে ৯৬৮ কোটি টাকার বেশি তহবিল বণ্টন করা হয়েছে। এছাড়া ৬ লক্ষ ৬৫ হাজারের বেশি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ব্যাংক ঋণ বাবদ ১৩ হাজার ৯৪৫ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে । 'জাগো' প্রকল্পের অধীনে, রাজ্য সরকার ১০ লাখ ৫,০০০ টাকা প্রদান করেছে, যার ফলে এক কোটি মহিলা উপকৃত হয়েছেন। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির সক্রিয়তা বাড়াতে পড়ুয়াদের স্কুল তৈরির সরকারি বরাতও তাদের দেওয়া হয়েছে। চলতি বছরে ৮৩ হাজার স্কুলের ১লক্ষ ১৬ হাজার পড়ুয়া ২ সেট পোশাক তৈরির বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া প্রায় ৩১২ টি গোষ্ঠীকে মিড ডে মিলের খাবার রান্না ও সরবরাহের কাজে যুক্ত করা হয়েছে। আইসিডিএস প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে খাদ্য সামগ্রী সরবরাহের জন্য। প্রায় ৫০ খাদ্য সাথী ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। এসএইচজি পণ্যের প্রচারের জন্য ১৬ টি জেলায় 'সৃষ্টিশ্রী' দোকান স্থাপন করা হয়েছে। রাজ্য সরকার তথ্য অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গ স্বরোজগার সহায়ক প্রকল্পের অধীনে ৩০ কোটি টাকা ১,০০,৬৫৯ এসএইচজি-কে প্রদান করা হয়েছে। রাজ্য 'স্বামী বিবেকানন্দ কর্মসংস্থান প্রকল্প' ও বাস্তবায়ন করছে। রাজ্যের এসএইচজি থেকে মহিলারা তাদের হস্তশিল্প প্রদর্শন করতে এবং অর্থ উপার্জনের জন্য 'সবলা মেলা' আয়োজন করা হচ্ছে। রাজ্য সরকার ২২ জেলা স্তরের এবং একটি রাজ্য স্তরের 'সবলা মেলা' আয়োজনের জন্য ২.৬৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, দার্জিলিংয়ে প্রথম আয়োজিত সরস মেলায় ৭ কোটি টাকারও বেশি বিক্রি হয়েছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর নিরিখে এই মুহূর্তে সারা দেশে শীর্ষে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। রাজ্যের মোট স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংখ্যা ১২ লক্ষ ১ হাজার। এর সঙ্গে জড়িত প্রায় ১.২১ কোটি পরিবার। কাঁথা সেলাইয়ের মতো পণ্য, ডোকরা, ঘরে তৈরি চকোলেট, মাদুর ম্যাট থেকে ফুড প্রসেসিং, মিষ্টি হাব- একাধিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা। প্রসঙ্গত, স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির সম্প্রসারণে জেলা ভিত্তিক একাধিক মেলাও চালু করেছে রাজ্য। কলকাতার আদলে চলতি বছর থেকে সরস মেলা শুরু হয়েছে দার্জিলিংয়েও। প্রশাসনের হিসেব অনুযায়ী, চলতি বছরে ২১টি মেলা থেকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির মোট বিক্রয়ের পরিমাণ ১২.২১ কোটি টাকা। আগামী বছরের শুরুতে ১০ জানুয়ারি থেকে দেশবন্ধু পার্কে এবং ২৪ জানুয়ারি থেকে পার্ক সার্কাস ময়দানেও দুটি মেলা অনুষ্ঠিত হবে। রাজ্যের বাইরেও জাতীয় স্তরের একাধিক মেলায় অংশ গ্রহণ করেছে এরাজ্যের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মেয়েরা। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, গুরুগ্রাম, তেলেঙ্গানা, রাজস্থান, ঝাড়খণ্ড, বিহার, দিল্লি। বিক্রয় বাড়ানোর জন্য কৌশলগতভাবেই বিক্রয় কেন্দ্রও চালু করেছে রাজ্য।

লিগ্যাল নোটিশ

আমার মক্কেল ১) পকমন প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড, ০০৫৭৯/২০২৫ নং দলিল মূলে সোবেদার মোল্লা ও অন্যান্যদের পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার সামিম আলী মোল্লা (পাওয়ার নং ০৩৪১৬/২০২৪) এর নিকট হইতে মোল্লাবের মৌজায়, জে.এল. ২২ ভুক্ত, এল.আর ৪১৪৪ শতক এবং ২) সুব্রত পাল, ০৩৩৪৮/২০২১ নং দলিল মূলে ছবি চাঁই এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার অজিত পালুই (পাওয়ার নং ০৬৬২৮/২০২০) এর নিকট হইতে বেলেডাঙ্গা মৌজায়, জে.এল, ৯১ ভুক্ত, এল.আর ৩৫৩৩ নং খতিয়ানে এল.আর. ৬২৪ নং দাগে ২.২৫ শতক এবং ৩) সেখ আফসার আলী, ০৫৫৭৭/২০১৯ নং দলিল মূলে ইব্রাহিম মন্ডল ও অন্যান্যদের পক্ষে নিযুক্ত আম-মোক্তার নজরুল মন্ডল (পাওয়ার নং ০০৪৬৬/২০১৯) এর নিকট হইতে মৃগালা মৌজায়, জে.এল. ১০২ ভুক্ত, এল.আর ৩৮৬, ২৮৪১, ১৫০১ নং খতিয়ানে এল.আর. ৪৫৯, ৪৬০, ৪৬১, ৪৬২ নং দাগে ২.৪৮ শতক সম্পত্তি খরিদ করিয়া শ্রীরামপুর ও চন্ডীতলা ২ বি.এল.এন্ড. এল.আর.ও., অফিসে মিউটেশনের জন্য আবেদন করিয়াছেন। যদি উক্ত আমমোক্তার দাতা বা অন্য কোনো ব্যক্তির কোনো রকম অভিযোগ থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞাপন প্রকাশনের দিন হইতে আগামী ০১ মাসের মধ্যে উক্ত ভূমি দপ্তরে অভিযোগ জানাইতে হইবে, নতুবা উক্ত সময়ের পর আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে।

Sd/-
ISRAIL HAQUE (Advocate)
SERAMPORE COURT REGD NO. WB/580/2006

একদিন
আমার শহর

কলকাতা, ৮ মার্চ ২০২৫, ২৩ ফাল্গুন, শনিবার

যাদবপুর কাণ্ডের শুনানিতে বিচারপতির সঙ্গে বাকবিতণ্ডা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গত শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্রাত্য বসুর উপস্থিতিতে যে তুমুল বিশৃঙ্খলার ছবি সামনে আসে, তাতে পুলিশের ব্যর্থতাকেই দায়ী করেছেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। একইসঙ্গে বিচারপতি ঘোষ এও জানান, যাদবপুরে সেদিন মন্ত্রীকে নিরাপত্তা দিতে পুলিশ ব্যর্থ হয়েছে। এরপরই আপত্তি জানান আইনজীবী কল্যাণ বন্দোপাধ্যায়। শুধু তাই নয়, শুক্রবার সকালে শুনানি চলাকালীন বিচারপতির সঙ্গে কার্যত বাদানুবাদ শুরু হয়ে যায় বর্ষীয়ান আইনজীবীর। আদালত কক্ষে দাঁড়িয়ে কল্যাণ বললেন, 'এই কোর্টে আর মামলা করব না।' উত্তরে বিচারপতি ঘোষ বলেন, 'সেদিন মন্ত্রীর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল জনতা। কতজন পিএসও জখম হয়েছেন? খবর নিন। তাহলে নিরাপত্তা দেওয়ার দরকার কি? আপনি যাই বলুন, পুলিশের দিক থেকে দুর্বলতা ছিল।' একইসঙ্গে মন্ত্রী নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বিচারপতি বলেন, 'আগের দিন এজি-কে আমি বলেছি। এটা পুলিশের ব্যর্থতা।'

উত্তরে কল্যাণ বলেন, 'পুলিশের ব্যর্থতা নয়, এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রুটি। ব্রাত্য বসু পার্টি মিটিংয়ে ঢুকেছিলেন। তখন পিএসও-দের বাইরে রাখা হয়। ওখানেও সেটাই হয়েছিল।' উদাহরণ দিতে গিয়ে কল্যাণ বলেন, 'হাইকোর্টে লিগাল সেল কোনও মিটিং ডাকলে, সেখানে আমি গেলে যদি এমন হয়, তাহলে পুলিশ কী করবে।'

এরপরই বিচারপতি ঘোষ পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে বলেন, 'আমি বুঝতাম, যদি ভিড় পুলিশকে ওভারপাওয়ার করে মন্ত্রীর কাছে পৌঁছত। এখানে সেটা হয়নি। এখানে বৈঠকে বিক্ষোভ হয়নি। বৈঠক শেষে বেরিয়ে আসার পর হয়েছে।' মন্ত্রীর প্রোটোকলের কথাও মনে করিয়ে দেন বিচারপতি।

প্রোটোকলের কথা শুনে কল্যাণ বলেন, 'এটা প্র্যাকটিকাল ভাবনা নয়। একজন বিচারপতির ক্ষেত্রে ঠিক আছে। কিন্তু আমাদের মতো রাজনীতিকদের ক্ষেত্রে প্রোটোকল সব সময় মানা সম্ভব নয়।'

এরপরই বিচারপতি বলেন, 'ক্যাবিনেট পোস্টের মন্ত্রী। প্রোটোকল মানা উচিত।' এরপর কল্যাণকে সতর্ক করে বিচারপতি ঘোষ বলেন, 'যাই হোক। আপনি এমনভাবে কোর্টের সঙ্গে কথা বলেন তাতে এমনভাবে প্রচার হয়, যাতে অন্তত এই কোর্ট নিজেকে অসম্মানিত মনে করছে।' এরপরই বিচারপতিকে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, 'একপেশে দেখানো হলে কিছু করার নেই। অনেক ট্রোলিংও হয়। আমি দুঃখিত। আমি আর এই কোর্টে মামলা করব না।' উত্তরে বিচারপতি ঘোষ আবারও বলেন, 'আমার মনে হয়েছে কোর্টের ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা হয়েছে। গঠনমূলক সমালোচনা এক জিনিস, আর ম্যালাইন করা আর এক জিনিস।' বিচারপতির এই কথা শুনে কল্যাণ বলেন, 'আমি দুঃখিত, আমি যদি কোর্টকে অসম্মান করে থাকি, তাহলে আমি আর এই কোর্টে শুনানির জন্য আসব না।' বিচারপতি জানান, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় চাইলে এই মামলায় শুনানিতে সওয়াল করতে পারেন। তখন কল্যাণ হাত জোড় করে জানান, 'মাফ করুন। কোনও মামলাতেই আমি আর এখানে শুনানি করতে আসব না।'

উল্লেখ্য, গত সপ্তাহে হাইকোর্টের এই এজলাসে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, বিরোধীদের পক্ষে পালং শাক কেনা-বেচার মতো অর্ডার পাইয়ে দেওয়া হয়। এদিন যাদবপুর মামলা লড়বেন বলে সময় চাইতে গিয়েছিলেন কল্যাণ, তারপরই এই নজিরবিহীন বাদানুবাদ চলে।

ফেল করা ওষুধ সরাতে সাফাই অভিযানে স্বাস্থ্যভবন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সম্প্রতি বাংলা-সহ গোটা দেশজুড়ে ওষুধের গুণমান পরীক্ষা চালায় সেন্ট্রাল ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন। সেই পরীক্ষাতে খোদ জানুয়ারি মাসেই ডাহা ফেল করেছে মোট ৯৩টি ওষুধ। এই গুণমান পরীক্ষায় ফেল হওয়া ওষুধের তালিকায় দেখা গিয়েছে, প্যারাসিটামল, রক্তচাপ, বমিভাব কাটানোর মতো একাধিক ওষুধের নাম, যা সাধারণ মানুষ দিন প্রতিদিন ব্যবহার করে থাকেন। এবার সেই 'ফেল' করা ওষুধ নিয়ে আসরে রাজ্যের স্বাস্থ্যভবন। উল্লেখ্য, বাতিল হওয়া এই ওষুধগুলির প্রতিটিই নিত্যব্যবহারের অন্তর্গত। সাধারণ অসুখ-বিসুখে এই ওষুধ নিয়ে থাকে মানুষ। ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাতিল হয়েছে আড়াইশোর বেশি ওষুধ। এবার এক ধাক্কায় এত পরিমাণ ওষুধ বন্ধ হয়ে গেলে বাড়তি চাপ যে সাধারণের উপরেই পড়বে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ রাখছে স্বাস্থ্যভবনও। জানা গিয়েছে, খুব শীঘ্রই উত্তীর্ণ না হওয়া ওষুধের বিকল্প হিসাবে সাধারণ মানুষ কোন ওষুধ কিনবেন সে বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করবে রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোল।

ইতিমধ্যেই সিডিএসসিও-র গুণমান পরীক্ষায় 'ফেল' করা ওষুধগুলিকে নিয়ে সর্তকবার্তা জারি করেছে তারা। সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোরকে রাজ্যের প্রতিটি হাসপাতাল থেকে গুণমানে উত্তীর্ণ না হওয়া ওষুধ সরানোর নির্দেশ দিয়েছে স্বাস্থ্যভবন। পাশাপাশি, একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে রাজ্যের হোলসেলার ও খুচরো ওষুধ ব্যবসায়ীদের এই 'ফেল' করা ওষুধ বিক্রি বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন স্বাস্থ্যসচিব।

তবে শুধুই নোটিস দিয়ে কিন্তু ক্ষান্ত হয়নি স্বাস্থ্যভবন। এর পাশাপাশি এও জানা গিয়েছে, বিজ্ঞপ্তি জারির পরেও কোনও খুচরো ব্যবসায়ী বা হাসপাতাল এই 'ফেল' করা ওষুধ ব্যবহার করছে কিনা তাও খতিয়ে দেখতে পরিদর্শনে নামবে রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোল। যদি কেউ সেই 'বিক্রি বন্ধের' নির্দেশিকা অমান্য করেন, সেক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানাচ্ছে স্বাস্থ্যভবন।

হাতির দাঁত পাচার করতে এসে কলকাতায় ধৃত ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ঝাড়খণ্ড ও বিহার থেকে হাতির দাঁত বিক্রি করতে এসেছিলেন কলকাতায়। সূত্রে আগেই খবর ছিল ওয়াইল্ডলাইফ ক্রাইম কন্ট্রোল সেলের কাছে। আর এই পাচার রুখতে ফাঁদও পাতেন ওয়াইল্ডলাইফ ক্রাইম কন্ট্রোল ব্যুরোর কর্মীরা। আর সেই ফাঁদে পা দেন পাচারকারীরা। এরপরই কলকাতার হাজরা মোড় থেকে গ্রেপ্তার করা হল চারজন হাতির দাঁত পাচারকারীকে। উদ্ধার করা হয়েছে চারটি হাতির দাঁত।

বৃহস্পতিবার ওয়াইল্ডলাইফ ক্রাইম কন্ট্রোল সেল এবং ওয়াইল্ডলাইফ ক্রাইম কন্ট্রোল ব্যুরোর কর্মীরা গোপন সূত্রে জানতে পারেন, বিহার এবং ঝাড়খণ্ড থেকে চারটি হাতির দাঁত পাচার করার জন্য কলকাতায় নিয়ে আসা হয়েছে। এরপরই এই দুই বিভাগের পক্ষ থেকে ফাঁদ পাতা হয় আন্তঃরাজ্য এই গ্যাংটিকে ধরার জন্য। সেই মতো দক্ষিণ কলকাতার হাজরা মোড়ে ক্রেতা সেজে পাচারকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন ওয়াইল্ডলাইফ ক্রাইম কন্ট্রোল ব্যুরোর কর্মীরা। হাতির দাঁত কিনতে আগ্রহী জানিয়ে অফিসাররা ওই চার ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কথা মতো হাজরা মোড়ে ওই চার ব্যক্তি চারটি হাতির দাঁত নিয়ে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উপস্থিত হন। সেইসময় হাজরা মোড় এলাকায় ওত পেতেছিলেন বন দপ্তরের বাকি কর্মীরা। এরপরই বন দপ্তরের কর্মীরা ওই চারজনকে ঘিরে ফেলেন। ফলে পালানোর পথ পায়নি চার পাচারকারী। ওই পাচারকারীরা হাতির দাঁতগুলি কোথা থেকে পেয়েছে, তা জানতে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছেন তদন্তকারীরা। এই আন্তঃরাজ্য চক্রে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা।

বিপুল পরিমাণ শব্দবাজি উদ্ধার এয়ারপোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা বিমানবন্দরের হোটেল ক্রসিংয়ে বিপুল পরিমাণে শব্দবাজি উদ্ধার করল এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, এই ঘটনায় গ্রেপ্তারও করা হয়েছে একজনকে।

এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ এও জানিয়েছে, কলকাতা বিমানবন্দরের হোটেল ক্রসিংয়ে বৃহস্পতিবার রাতে যখন নাকা চেকিং চলছিল, সেই সময় একটি লরি বেলঘড়িয়া এক্সপ্রেসওয়ের দিকে যাচ্ছিল। পুলিশের সন্দেহ হলে ওই লরিটিতে চেকিং করা হয়। তখনই নজরে আসে বিপুল পরিমাণে শব্দবাজি রয়েছে এই লরিটির ভিতর। এরপর জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পারা যায়, চম্পাহাটি থেকে এই বিপুল পরিমাণে শধবাজি অসমে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ট্রাকে করে। অভিযুক্ত লরিচালককে শুক্রবার আদালতে পেশ করার পাশাপাশি পুলিশের পক্ষ থেকে দেখা হচ্ছে এই পরিমাণে শধবাজি অসমে কোন ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছিল।

রক্ষণাবেক্ষণের কাজে ৫ ঘণ্টা করে বন্ধ মা উড়ালপুলে যান চলাচল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাতে পাঁচ ঘণ্টা মা উড়ালপুলে যান চলাচল বন্ধ। কলকাতা ট্র্যাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে নির্দেশিকা জারি করে বলা হয়েছে, রাত ১২টা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে সমস্ত যান চলাচল। ওই নির্দেশিকায় এও জানানো হয়েছে যে, মা উড়ালপুলের পূর্ব অভিমুখে পার্ক সার্কাস থেকে বাইপাস অংশে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ শুরু করছে কেএমডিএ।

সেজন্য বৃহস্পতিবার থেকে প্রতিদিন রাত ১২টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত সমস্তরকম যান চলাচল বন্ধ রাখা হচ্ছে। রক্ষণাবেক্ষণের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই নির্দেশিকা জারি থাকবে। সেক্ষেত্রে ইএম বাইপাস রোডে উঠতে চাওয়া গাড়িগুলিকে বিকল্প রুটে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওই পাঁচ ঘণ্টা যে সব গাড়ি মা উড়ালপুল ধরে ইএম বাইপাস রোড ধরতে চাইবে, তারা পার্ক সার্কাস সেভেন পয়েন্ট ক্রসিং, সুরাবর্দি অ্যাভিনিউ, দরগা রোড, চার নম্বর ব্রিজ হয়ে বাইপাস রোড ধরতে পারবে।

বলে রাখা ভালো, মা উড়ালপুল কলকাতার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফ্লাইওভার। বাইপাস হয়ে সল্টলেক-নিউটাউন পৌঁছনোর জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। দিন দিন মা উড়ালপুলে বাইকারোহীদের দৌরাত্ম্য বাড়ছে। গতির নেশায় একের পর এক দুর্ঘটনাও ঘটছে। দুর্ঘটনা রুখতে একাধিক পদক্ষেপ করেছে কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ।

সিবিআই মামলায় জামিন অয়ন শীলের, তবে জেলমুক্তি নয় এখনই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বিশেষ শর্তসাপেক্ষে হুগলির অয়ন শীলের জামিন মঞ্জুর করল সিবিআইয়ের বিশেষ আদালত। তবে এবারও রয়েছে বেশ কয়েকটি শর্ত। যেমন, ১ লক্ষ টাকার দুটি সিকিউরিটি বন্ড (৫০ হাজার টাকা করে) দিতে হবে অয়ন শীলকে। এছাড়া হুগলি, কলকাতা ও উত্তর ২৪ পরগনার বাইরে যেতে পারবেন না তিনি।

আগেই ইডির মামলায় জামিন মিলেছিল অয়নের। এবার সিবিআইয়ের মামলায় জামিন হলেও এখনই তাঁর জেলমুক্তি হচ্ছে না। পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত অয়ন শীল। সেই কারণে তাঁকে এখনও জেলে থাকতে হবে। শিক্ষক ও পুরনিয়োগ দুর্নীতির যে কটি মামলা ছিল তাঁর বিরুদ্ধে, তার মধ্যে অধিকাংশতেই জামিন মিলেছে। আর একটি মামলায় জামিন হলেই সম্ভবত জেল থেকে বেরতে পারবেন অয়ন শীল। শিক্ষা দুর্নীতি মামলায় ইডি ও সিবিআই তদন্তে নামার পর ২০২৩ সালের মার্চ মাসে হুগলির অয়ন শীলকে গ্রেপ্তার করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। প্রাথমিক নিয়োগে উত্তরপত্র কারচুপির অভিযোগে নাম উঠেছিল তাঁর। হুগলিতে বসেই ওএমআর শিটে অয়ন শীল কারচুপি করেছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে। তাঁকে গ্রেপ্তারির পর অনেক তথ্য হাতে আসে তদন্তকারীদের। এই মামলার জট ছাড়াতে অয়ন শীল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছিল সিবিআই, ইডি। তাঁকে জেরা করে আরও কয়েকজনের নাম উঠে আসে।

তবে ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অয়ন শীলকে জামিন দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। পাসপোর্ট জমা, মোবাইল নম্বর দেওয়া, তদন্তে কেন্দ্রীয় সংস্থাকে সহযোগিতা-সহ একাধিক শর্তসাপেক্ষে তাঁর জামিন মঞ্জুর হয়েছিল। তবে মাথার উপর সিবিআইয়ের মামলা থাকায় জেলবন্দিই ছিলেন তিনি। এবার শুক্রবার, ৭ মার্চ সেই মামলাতেও জামিন দিল বিশেষ সিবিআই আদালত।

বেনিয়মের অভিযোগ তুলে নিষেধাজ্ঞা জারি পুলিশ ল' ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বেনিয়মের অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার নিষেধাজ্ঞা জারি খোদ কলকাতা পুলিশ ল' ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষের। পুলিশ কর্মীদের বিরুদ্ধে পরীক্ষায় বেনিয়মের অভিযোগ তুলে এমনই এক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে এই আইন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কারণ, অভিযোগ উঠেছে টুকলি করছেন খোদ পুলিশকর্তারা।

এদিকে সূত্রে খবর, কাজের পাশাপাশি আইন বিষয়ক পড়াশোনার জন্য রাজ্য সরকারের মদতে কলকাতা পুলিশের কর্মীদের জন্য তৈরি হয় এই আইন কলেজ। যেখানে মূলত ভর্তি হয়ে থাকেন কলকাতা পুলিশের কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত পুলিশকর্মীরাই।

নিষেধাজ্ঞায় বলা হয়েছে, বেশ কিছু 'পুলিশ' পরীক্ষার্থী 'টুকলি' করছেন। তাই এবার থেকে বই, স্টাডি মেটিরিয়াল, নোট অথবা ইলেট্রনিক গেজেট যেমন, স্মার্ট ওয়াচ বা ঘড়ি নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করা যাবে না।

উল্লেখ্য, সাধারণভাবেই রাজ্যের ডব্লিউবিসিএস, ডব্লিউবিপিএস অফিসার, এমনকি কলকাতা পুলিশের বড় বড় কর্তারা এই পরীক্ষা দিয়ে থাকেন। এবার সেই পরীক্ষার্থীদের বিরুদ্ধেই বেনিয়মে অভিযোগ তুলেছে কলকাতা পুলিশ ল' ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ। আর এই নিষেধাজ্ঞাকে রাজনৈতিক হাতিয়ার বানিয়ে ফেলেছে বিজেপি। এদিন বিজেপি নেতা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের দাবি, 'টোকার রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ। কর্মরত আইএএস, আইপিএস, ডব্লিউবিসিএস, ডব্লিউবিপিএস এবং কলকাতা পুলিশের অফিসারদের জন্য এলএলবি ডিগ্রি দিতে আইন কলেজ খুলেছে কলকাতা পুলিশ। তার পরীক্ষা চলছে। আমলা-অফিসাররা এত টুকছেন যে কলেজের অধ্যক্ষ নোটিস জারি করে টুকলি বন্ধ করার অনুরোধ করেছেন। রাজ্যে যখন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে তখন পরীক্ষার্থীদের টোকা বন্ধ করতে তারা নিজেদের পরীক্ষাতেই টুকছেন। কটাক্ষের সুরেও তাঁরা জানিয়েছেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমানায় এটাই নিউ নর্ম্যাল।'

ভ্রূণ নষ্ট, ন্যাশানাল মেডিক্যালে চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সাতসকালে উত্তপ্ত পার্ক সার্কাস ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। স্থানীয় সূত্রে খবর, পার্ক সার্কাসের বাসিন্দা বছর চল্লিশের সোনালি দাস অন্তঃস্বত্ত্বা ছিলেন। বৃহস্পতিবার আউটডোরে রুটিন চেক আপ করাতে আসেন সোনালি দেবী। ডেলিভারি ডেট ছিল এপ্রিল মাসে। কিন্তু গর্ভস্থ সন্তানের ওজন ইতিমধ্যেই ৩ কেজি হয়ে যাওয়ায় তাকে দ্রুত সিজারিয়ান ডেলিভারি করিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দেন চিকিৎসকেরা এমনটাই জানানো হচ্ছে সোনালি দেবীর পরিবারের তরফ থেকে।

একইসঙ্গে সোনালি দেবীর পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, বৃহস্পতিবার হাসপাতালে ভর্তি করার পর থেকে কোনও রকম চিকিৎসা হয়নি সোনালি দেবীর। শুধু তাই নয়, এ অভিযোগও করা হয় যে, জনৈক অরিন্দম নামের এক পিজিটি চিকিৎসক তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারও করেছেন। এরপর শুক্রবার প্রসূতির পেটের মধ্যে কাঁচি দিয়ে ভিতরে গজ কাপড় দিয়ে নাড়ানো হয়েছিল বলে অভিযোগ এবং তারপর থেকেই নাকি গর্ভস্থ সন্তানের নাড়াচাড়া বন্ধ হয়ে যায়। তাদের সন্তান আর নড়াচড়া করছে না জানিয়ে মহিলার স্বামীকে ডাকা হয় এবং একটি ফর্মে সই নেওয়া হয় তখনও বলা হয়নি যে গর্ভস্থ সন্তান মারা গিয়েছে। পরবর্তীতে পরিবারকে জানানো হয় তাদের সন্তান মারা গিয়েছে।

এই ঘটনা জানার পরই ন্যাশানাল মেডিক্যাল কলেজের হাসপাতাল সুপারের কাছে একটি লিখিত অভিযোগ জানানো হয় সোনালি দেবীর পরিবারের তরফ থেকে। একইসঙ্গে এও জানানো হয়, পরিবার চায় অভিযুক্ত ডাক্তারকে যাতে শাস্তি দেওয়া হয়। এদিকে হাসপাতাল সূত্রে খবর, এই অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ৯ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। হাসপাতালের তরফে তদন্ত শুরু হয়েছে। সম্পূর্ণ তদন্ত প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের অনুষ্ঠানের উদ্বোধনে মন্ত্রী শশী পাঁজা। ছবি: অদিতি সাহা

মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল ঘোষণার ৭ দিনের মধ্যেই উচ্চ মাধ্যমিকের ফল!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উচ্চমাধ্যমিক চলাকালীনই ফল প্রকাশের সময় জানিয়ে দিলেন উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য। প্রসঙ্গত, এবার গোটা রাজ্যে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৫ লক্ষ ৯ হাজার। গত বছর পরীক্ষা দিয়েছিলেন প্রায় ৮ লক্ষ পরীক্ষার্থী। কিন্তু, এবার সংখ্যাটা এক ধাক্কায় অনেকটাই কমেছে। সংসদ বলছে, ২০২৩ সালে মাধ্যমিকে উত্তীর্ণের সংখ্যা কম থাকার কারণে এবার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে। এদিকে পরীক্ষা শুরু হতেই একাধিক জেলায় স্কুল পরিদর্শনে যাচ্ছেন সংসদ সভাপতি। ঘুরে দেখছেন যাবতীয় ব্যবস্থা।

শুক্রবার উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য জানান, মাধ্যমিকের রেজাল্ট বের হওয়ার ৭ দিনের মধ্যেই প্রকাশিত হবে উচ্চমাধ্যমিকের রেজাল্ট। এই বছর মাধ্যমিক শেষ হয়েছে ফেব্রুয়ারির শেষে। উচ্চমাধ্যমিক শুরু হয়েছে মার্চ মাসের তিন তারিখ থেকে। সূত্রের খবর, মাধ্যমিকের রেজাল্ট বের হতে পারে মার্চের প্রথম থেকে দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে।

প্রসঙ্গত, এবার উচ্চমাধ্যমিকে প্রশ্নফাঁস থেকে টুকলি ঠেকাতে শুরু থেকেই কোমর বেঁধে ময়দানে নেমেছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। স্কুলে স্কুলে এসেছে মেটাল ডিটেক্টর। একইসঙ্গে প্রশ্নপত্র বণ্টনের ক্ষেত্রেও এসেছে বদল। আগে কোন স্কুলে কোন প্রশ্ন যাবে তা বাছাই হত থানায়, এবার ছাপাখানা থেকেই সেই কাজ হয়ে আসছে। একইসঙ্গে আগে প্রশ্নপত্রের সিল খোলা হত প্রধান শিক্ষকের ঘরে, এবার সরাসরি মুখবন্ধ খামে ক্লাসরুমে যাচ্ছে প্রশ্ন। খোলা হচ্ছে সেখানেই।

জমি বেচে সুজয়কৃষ্ণকে ফেরাতে হয়েছে ঘুষের টাকা, উল্লেখ চার্জশিটে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিয়োগ দুর্নীতিতে কেন্দ্রীয় সংস্থা সিবিআই-এর দেওয়া সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটে সামনে আসছে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রর একের পর এক কীর্তি। সেই চার্জশিটের একটি অংশে উল্লেখ রয়েছে, কীভাবে চাকরি দিতে না পারার জন্য জমি বিক্রি করে টাকা ফেরত দিতে হয়েছিল সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রকে। এজেন্টদের চাপেই কি জমি বিক্রি করতে হয় সুজয়কৃষ্ণকে নাকি তা করেছিলেন কেন্দ্রীয় সংস্থার ভয়ে তা নিয়ে তৈরি হয়েছে বড় প্রশ্নচিহ্ন। নিয়োগ দুর্নীতি-কাণ্ডে একাধিক গ্রেপ্তারির পর সামনে আসে বেহালার সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের নাম। তাঁর বিরুদ্ধে টাকা নেওয়ার অভিযোগ ওঠে। চাকরি দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে নেওয়া হত টাকা। চাকরি দেওয়াও হত। তদন্তকারী সংস্থার দাবি, একাধিক সাব-এজেন্টের মাধ্যমে ওই টাকা নিতেন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র।

সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটে এই প্রসঙ্গে এও উল্লেখ করা হয়েছে, যখন একাধিক চাকরি প্রার্থী টাকা দেওয়ার পরও চাকরি পাচ্ছিলেন না, তখন তাঁরা সাব-এজেন্টদের মাধ্যমে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ও অরুণ কুমার হাজরাকে টাকা ফেরত দিতে চাপ দেন। তদন্তে আরও দেখা গিয়েছে যে, ঘুষের টাকা ফেরত দিতে বেহালার ম্যান্টনের ৩৭ কাঠা জমি বিক্রি করে দেওয়া হয়। সুজয়কৃষ্ণের সংস্থা ও পরিবারের নামে কেনা হয়েছিল ওই জমি।

সিবিআই আরও জানিয়েছে যে ওই জমির দাম ছিল সাড়ে তিন কোটি, কিন্তু সেল ডিডে অর্থাৎ জমি বিক্রির কাগজে দেখানো হয় ৩ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। এছাড়াও চার্জশিটে উল্লেখ রয়েছে, চাকরি প্রার্থীদের সঙ্গে অরুণ হাজরা ও তাঁর সাব এজেন্টদের চুক্তিপত্রও সামনে এসেছে। সেখানেই ঘুষ-ফেরত দেওয়ার বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে। মোট ৭৮ কোটি টাকার কথা উল্লেখ ছিল নথিতে।

সম্পাদকীয়

‘এ তো শুধু গান নয়; সমগ্র জাতির প্রার্থনামন্ত্র’

ব্রহ্মসঙ্গীত বিভাগের অষ্টম অধ্যায়ে ১৩২৭ সংখ্যক গান হিসাবে ‘জনগণমন’ গানটি লিপিবদ্ধ করা হয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সে দিন শুধু গানটি গাননি, গানের শেষে তিনি ‘জনগণমন’-র উদ্দেশ্য এবং ‘স্পিরিট’ বিষয়ে বিশদে ব্যাখ্যা করেন ও বলেন, ‘আমাদের যাহা কিছু আছে সমস্তই পণ করিয়া ভূমার পথে নিখিল মানবের বিজয় যাত্রায় যেন সম্পূর্ণ নির্ভয়ে যোগদান করতে পারি।...’ সুভাষচন্দ্র বসুর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গানটি জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদায় যন্ত্রসঙ্গীত সহযোগে প্রথম পরিবেশিত হয়েছিল ‘ইন্দো জার্মান কালচারাল সোসাইটি’র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে, হামবুর্গে। এই ঐতিহাসিক দিনেই ভারতের জাতীয় পতাকা বিদেশের মাটিতে প্রথম বারের জন্য উত্তোলিত হয়েছিল। পরে জওহরলাল নেহরু নিজেও বলেছিলেন যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগ্রামের সময় ‘জনগণমন-অধিনায়ক’ সঙ্গীতটি জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদায় সেনানীরা বার বার গেয়েছিলেন। গান্ধীজি লিখেছিলেন, এ তো শুধু গান নয়; সমগ্র জাতির প্রার্থনামন্ত্র। পরে গণপরিষদে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে জওহরলাল নেহরু একটি বিবৃতিতে স্বীকার করেছেন যে সাবলীল অর্কেস্ট্রা ও যন্ত্রসঙ্গীতের মাধ্যমে সুরের আবহ সৃষ্টি ও প্রয়োগ নৈপুণ্যে গানটি শ্রেষ্ঠতম। নিজেদের জাতীয় সঙ্গীতকে সব দেশের মানুষই এক শ্রদ্ধামিশ্রিত উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠা করেন, গানের অন্তর্নিহিত বাণীর দ্যোতনা পরম বিশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারণ করেন। কিন্তু ভারতের জাতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বিশেষ গৌরব হল গানের স্রষ্টার প্রতি মানুষের আনুগত্য ও শ্রদ্ধাবোধ। এই পরম সত্যটি নেহরু শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। তাঁর কথায়, এই সঙ্গীতের নির্বাচন অত্যন্ত শ্লাঘার। যত বার এই বিশেষ জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হবে তত বারই দেশবাসী শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথকে। নেহরুর এই পরম উপলব্ধি আমাদের জাতীয় সঙ্গীতকে এক অনতিক্রম্য উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।

শব্দবাণ-২১৩

১			■	২		৩
	■	■	■	■	■	
	■	■	৪	■	■	
■	■	৫			■	■
৬	■	■		■	■	৭
	■	■	■	■	■	
৮			■	৯		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. পণ্যবিক্রয় ২. আলয়, আবাস ৫. মোটা ও ফাঁপা ৮. স্ত্রী, পত্নী ৯. টক।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. নদীর অববাহিকা ৩. পদক ৪. অন্তিম, শেষ ৬. সপ্তপাতালসহ পৃথিবী ৭ .চালাকচতুর।

সমাধান: শব্দবাণ-২১২

পাশাপাশি: ১. প্রত্যাবর্তন ৪. গতি ৫. রসনা ৭. জঙ্গম ৯. সোজা ১১. দানেশমন্দ।

উপর-নীচ: ১. প্রতিহার ২. বশ ৩. নগরাজ ৬. নামজাদা ৮. মকরন্দ১০. বেশ।

জন্মদিন

আজকের দিন

সাহির লুধিয়ানভি

১৯২১ বিশিষ্ট গীতিকার ও কবি সাহির লুধিয়ানভির জন্মদিন।
১৯৫৩ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বসুন্ধরা রাজের জন্মদিন।
১৯৭৪ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা ফারদিন খানের জন্মদিন।

নারী মুক্তির কপিরাইট নিলেও প্রয়োগের বেলায় কথা রাখেনি কমিউনিস্টরা

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

সোভিয়েত রাশিয়ায় আনুষ্ঠানিক ভাবে শুরু। নারী মুক্তির আনুষ্ঠানিক যাত্রা। লেনিন, লেনিন থেকে নারী মুক্তির পথ প্রদর্শক আলেকজান্দ্রা কল্লোনত্রয়ি- সোভিয়েত রাশিয়া, কমিউনিস্ট, সোস্যালিজম ও নারী মুক্তি... সমালোচনা থাকলেও , সময়ের সেই ঝড়, বিপ্লবের সেই স্রোত, আবেগকে ইতিহাস অস্বীকার করতে পারে না। তারপরটা কিন্ত আর সেভাবে চর্চাই হয় না। পথে রাজপথে রাষ্ট্র বিপ্লবে কর্মে সম্মানে, জরায়ুর অধিকারে মেয়েদেরকে লেনিন অনেকটা আকাশ দিয়েছিল। শুরুটা হয়েছিল। তাই বলে কি কমিউনিস্ট হলেই তা নারী মুক্তির মন্ত্র? যদি এতোটাই প্রণিধানযোগ্য হত নারী মুক্তির সেই দেখান পথ, তবে তথাকথিত কমিউনিস্ট রাষ্ট্র গুলিতে সিদ্ধান্ত নির্মানের মুখ্য চরিত্রে , রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে নারী নেতৃত্ব নেই যে! প্রশ্নতো আসবেই। কমিউনিস্টরা সেই সেদিনের, বলশেভিক আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্ত জন বিদ্রোহের অংশ হিসেবে যখন নারী মুক্তির বিষয়েও সোভিয়েত বিপ্লবে মত্ত তখন নারী অবস্থানের যে হুজুক উঠেছিল- তা কালে ক্রমে হারিয়ে গেল। মিলিয়ে গেল। কমিউনিস্টরা ভীষণ দাবি করে, তারাই নারী মুক্তির ধারক বাহক প্রচারক, তারাই কান্ডারী। তারাই এ বিষয়ের ব্লু প্রিন্টের কপিরাইট ঘোষনা করে বসে আছে। সত্যিই কী তাই? বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এমনকি তথাকথিত সোস্যালিস্ট দেশ গুলিতেও নিজের নিজের নিয়মে ফর্মূলায় নিজের স্রোতে সময় পরিস্থিতি বিবর্তনের ঢেউয়ে নারী মুক্তি সমানাধিকার তার আসন পেতেছে। প্রক্রিয়া চলমান। প্রক্রিয়া ক্রম বিবর্তিত। এরতো কোনো শেষ নেই। পথ গতি প্রকৃতি সময়ের প্রয়োজনে বদলায়। যদি কমিউনিস্টরা এই মিথ তৈরি করে- তারাই নারী স্বাধীনতার নারী আন্দোলন নারী মুক্তির হোতা। তবে তো তাদের এই উত্তরটাও দিতে হবে কমিউনিস্ট চিনে নারী মুক্তির হাল এমন কেন! ১৯০০ থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত যখন সারা বিশ্ব ফেমিনিজমের স্রোতে সাঁতার শিখছে, তখনও চিনের উইম্যান কোইশ্চেন ছিল বিতর্কের কেন্দ্র। ন্যাশনালিস্ট কমিউনিস্ট সবাই এ নিয়ে তর্ক চর্চা করেই গেছে। কমিউনিস্ট ক্ষমতায় আসার পর থেকে নারী রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে চিন বড্ড পিছিয়ে গেল। আমাদের দেশের কমিউনিস্টরা বলতেই পারে - চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান। তবেতো এটাও বলতে হবে চিনের রাজনৈতিক রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লবে নারী অবস্থানটাও এ দেশের চিনপন্থীরা উপেক্ষা করে না। সোভিয়েত ইউনিয়নে যখন নারী অধিকার আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ত হাওয়া এল, সেই সমসাময়িক ১৯১৫ নাগাদ চিনেও নারী মুক্তির আওয়াজ উঠল। মে ফোর্থ মুভমেন্টেরও বড় ইস্যু ছিল নারী আন্দোলন। তারপর মাও সে তুঙ এর সেই ভুবনজোড়া কথা সবাই জানি। কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে মাও বলল- নারীরা অর্ধেক আকাশ। ১৯০০ র পর থেকেই চিনের পথে রাথঘাটে ভাঙা অফিস প্রাঙ্গনে দাউ দাউ করে ঘোষণা হত মেয়েদের মুক্তির সন্ধান দেবে বিপ্লব। বিপ্লব হবে নারী মুক্তিও আসবে। কখনও কখনও মনে হয় কমিউনিস্টরা আহ্বানটা অসাধারণ করে। যে আহ্বানে রক্তে ঝড় বয়। যে আহ্বানে আবেগ উদ্বেলিত হয়। ওই আহ্বানটা সত্যিই ওদের ট্রেড মার্ক। তারপর সেই আহ্বান আর কাজে রূপান্তরিত হয় না। আহ্বান আরো মার্কেটিং পলিশিতে চলে। কিন্ত রেজাল্টে তার প্রতিফলন কোথায়! চিনের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস খুলি। দেখাক ওদের কমিউনিস্ট পার্টি- মাও তার জীবনে কমরেডস অফ ইকুয়াল র‍্যাঙ্কে ক’ জন মহিলাকে রেখেছিলেন। না না, কমরেড এবারতো উত্তর দেওয়ার পালা। মানছি, মেনে নিচ্ছি তোমাদের মিছিলে বেশ ঝকঝকে শিক্ষিত মেয়েরা আসত। কিছু বছর আগেও আসত। মেয়েরা নিশ্চিত ভাবে ছেলেদের সাথে কাঁধে

কাঁধ রেখে কাজ করেছে। নিশ্চিত যে মোড়কে সমান সমান ছবিটা বেশ সুন্দর উপস্থাপন করেছে কমিউনিস্টরা। কিন্ত যেটাকে আসল সমান বলি। কেন্দ্র চরিত্রে একজন মেয়ে। সিদ্ধান্তে কিছু মেয়ে। উপরের চেয়ারটাতে একটা মেয়ে। ছেলে কমরেডটাকে সরিয়ে মেয়েটাকে পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া... ইত্যাদি যেসব খাতায় কাগজে ওজনে গুরুত্ব ধরে - সেখানে কমিউনিস্ট পার্টি কতজন মেয়েকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে রেখেছে। রাখছে। আর কবে রাখবে? পার্টির অস্তিত্বটাই তো শিবরাত্রির সলতের মত। তারা কত নামে কত খুচরো নীতিতে এখানে ওখানে এ দেশে ওদেশে ছড়িয়ে। কিন্ত একটা বিশেষ বিষয়ে মিল-- কমরেডস অফ ইকুয়ালস; যতক্ষণ পর্যন্ত ছেলেরা থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত থাক না! মাওকে তার জীবদ্দশায় শুনতে হয়েছিল- Placing Faminist goals above Communist wartime priorities... সমালোচকরা এও বলেছেন Believe there is evidence that womens emancipation was used as a tool to aggregate power by revolutionary leaders of the early mid 1900... ফেমিনিস্ট প্রমিশ যদি সবচেয়ে বেশী কোথাও লঙ্ঘন হয় তবে তা কমিউনিস্টদের হাতেই। তা সোভিয়েতে করেছে স্তালিন। যে লেনিনের আমন্ত্রিত নারী মুক্তির পথে লাল সিগন্যাল দিল। মেয়েদের কাজ সন্তান উৎপাদন। নিউ সোভিয়েত উইম্যান- তিনিই তৈরি করলেন। হোক নগরায়ন। চলুক কারখানার উৎপাদন। নারী তুমি কেবলমাত্রই সন্তান উৎপাদন করবে। ফেমিনিজম প্রথাগত ভাবে ঢাক ঢোল পিটিয়ে যে লেনিন সময়ে সৃষ্টি হল সেই ফেমিনিজমের নীতিকে ঘাড় মটকালো স্তালিন। আমার অভিযোগ না। সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষেত্রেও ঠিক চিনের মতোই অভিযোগ উঠেছে নারী মুক্তির ময়দানে। Resilient Russia Women in the 1920s and 1930s , মার্সেলিন হাটনের লিখিত তত্ত্বে স্পষ্ট অভিযোগ কেমন করে পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতাতেই সোভিয়েতের রাজনৈতিক রাষ্ট্রনৈতিক সমাজতান্ত্রিক ছন্দ আবর্তিত হয়েছে। মেয়েদের আহ্বান এসেছে। কিন্ত এক রোগ- কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তে তারা আমন্ত্রন পায় নি। সত্যি বললে- এক্সপ্লয়টেশনের এও এক নতুন যুগের শুরু। প্রতি সময় যদি আমার চাই আমাদের সমানাধিকার বলে রাজনৈতিক ব্যানারে একটা ব্যবস্থাকে পথে উত্তাল হতে হয় তা দেখার ঘরে বিপ্লব মনে হয় কিন্ত বোধের ঘরে তা আদৌ সম্মানজনক না। ফ্রি চয়েসের তোয়াক্কা করেনি স্তালিনের নিউ সোভিয়েত উইম্যান মডেল। আসলে স্বাধীন বিষয়টাই অ্যাবস্ট্রাকট। কোনটা স্বাধীনতা? বিকিনি পরা নাকি প্রতিটা পারিবারিক সামাজিক মর্যাদাবোধে দায় দায়িত্বে সিদ্ধান্তে অংশ হিসেবে থাকা। স্বাধীনতা একটা অতি সাবালক শব্দ। সমানাধিকার বলে সত্যিই যে কিছু হয় না। অধিকার আসে যোগ্যতার নিরিখে। প্রশ্ন এটাই সমযোগ্যতায় কি লিঙ্গ বিচার হচ্ছে? যতক্ষণ হচ্ছে ততক্ষণ সে ব্যবস্থা সমানাধিকার নারী মুক্তির নামে মুখোশ। এবং এও নিশ্চিত সেই ব্যবস্থা সম যোগ্যতার অনেক পুরুষকেও ঠকাচ্ছে। সেই ইয়েস ম্যান পুরুষটাই বেশী প্রিয় সেই ব্যবস্থায়। স্তালিনের আমলে সোভিয়েতে মাত্র ২ শতাংশ নারী সংগঠিত শ্রমের সাথে যুক্ত ছিল। কজন মহিলার যথাযথ প্রশিক্ষণ ছিল! ওরা নাকি নারী অগ্রসরের রূপক। ওরা বিজ্ঞাপনটা সত্যিই নজরকাড়া ভাবে পারে। ১৯৩০ এর আন্তর্জাতিক নারী দিবসে সোভিয়েত ইউনিয়নের সবচেয়ে জনপ্রিয় দৈনিক ইজভেসটিয়া তে এক কার্টুন প্রকাশ পেয়েছিল। নীচে লেখা ছিল- ওল্ড ওয়ে অফ লাইফ- কি অসাধারণ লোক ঠকানো উপস্থাপনা! একজন ট্রাক্টরের মত একটা মেশিন চালাচ্ছে। ছবিতে বোঝাই যায়নি সে নারী নাকি পুরুষ! মেশিনের নীচে চামচ প্লেটের ছবি। ঝড় তুলেছিল সেই ছবি। কে ও? ছেলে না মেয়ে? লিঙ্ক বৈষম্য হীনতার প্রতীক ও। ও মানুষ। ও কাজের মানুষ যা সমান সমান ভাবে নারী - পুরুষ। খুব খুব চতুরতা অবলম্বন করে তৈরি সেই ছবি- যে যেমন পার বুঝে নাও। কিন্ত আমরা , কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে নারীর জন্য প্রচার করলাম না পৃথক ভাবে। চিন, সোভিয়েত যারা ঘোর কমিউনিস্ট তারা নারী মুক্তির বিষয়টাকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবেই ব্যবহার করেছে। সেই সেদিন , ১৯০০ র পর থেকেই উইম্যান কোইশ্চেন চিনের মূল প্রশ্ন বিবাদ। আজকেও যে তাই। আজকে আরো বেশী তাই। চিনের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসে এও ঘটল! চিন পলিটব্যুইরোতে আজ কোনো মহিলা নেই। হাস্যকর। দুঃখজনকও। অর্ধেক আকাশের বিপ্লব কোন পথে পালাল? পলিটব্যুইরোর দু ডজন মানুষ এবং তারা সবাই কমিউনিস্ট এবং তারা সব্বাই পুরুষ। এই পুরুষরা সত্যিই কমিউনিস্ট তো? আর বাকি ইতিহাস। সেও ভারি লজ্জার দ্বিচারিতার। ৯৬ মিলিয়ন কমিউনিস্ট পার্টির অ্যাকটিভ মেম্বার বলে চিন। তারপরেও এই ছবি। সান চুনলানের মত মহিলা কমিউনিস্ট নেতাও পাত্তা পায়না পুরুষ কমিউনিস্ট টিমে। আরো বলি- সেভেন মেম্বার স্ট্যান্ডিং কমিটিতেও সবাই পুরুষ। ২০৫ জনের সেন্ট্রাল কমিটিতে মাত্র ৫ শতাংশ মহিলা। চিন কমিউনিস্ট পার্টির দীর্ঘ ইতিহাসে স্ট্যান্ডিং কমিটিতে ক জন মহিলার নাম লেখা আছে! অথচ কমিউনিস্ট পার্টির ২৯ শতাংশ বুঝি মহিলা। কমিউনিস্ট পার্টির শতবর্ষে এটাই তবে নারী মুক্তির পুরস্কার! বিশ্বব্যাপী কম বেশী সর্বত্র মেয়েদের যথেষ্ট যথাযথ যোগ্যতার ভিত্তিতে জায়গা পেতে লড়াই করতে হয়। অপেক্ষাকৃত বেশী অপেক্ষা করতে হয়। কখনও কখনও উগ্র হতে হয় জায়গা বুঝে নিতে। বিপুল অংশের পুরুষের প্রবণতাই হল মহিলা হলেই তাকে একটু দুর্বল ভাবা , তাকে একটু বুঝিয়ে বাবা বাছায় মিষ্টি কথা বলে সাইড বেঞ্চে রাখাই যায়। পুরুষ ভাবে কর্ম স্থলে সেই মেয়েটা আমার মত ভাবুক চলুক বলুক। এসব আমরা লিঙ্গ নির্বিশেষে প্রগতিশীল মনের সবাই বুঝি , সমাধান করি, বিতর্ক চলে, দরকারে যোগ্যতার ভিত্তি প্রকাশ্যে রেখে কিস্তি মাতের চাল চলে। অসংখ্য পুরুষ এছাড়া থামে না। জব্দ হয় না। তারা সব মুখে বিপ্লবী, কমিউনিস্ট নারী মুক্তির মত। সুযোগ পেলেই সিংহাসন থেকে দালান সবটাই তারা তাদের রাখতে চায়। এতো প্রবৃত্তি র রোগ ও শিক্ষার অভাব। কিন্ত কমিউনিস্ট পার্টি যে খেল নারী মুক্তির খাতে ঘটিয়েছে তা নীতির সাথে তঞ্চকতা। তা প্রতিশ্রুতি র ঘরে জড়তা। নারী স্বাধীনতাতেও ওরা কথা রাখেনি।

অর্ধেক আকাশের স্বপ্ন ও বাস্তব

শান্তনু রায়

‘অ্যাকসেলারেট অ্যাকশান’ বা ‘ত্বরান্বিত পদক্ষেপ’ -এ বছর আন্তর্জাতিক নারী দিবসের হ্যাশ ট্যাগ যা লৈঙ্গিক সাম্যের অভিমুখে অভিযাত্রারই আহ্বান।

লৈঙ্গিক পক্ষপাতিত্ব দূরীকরণে দীর্ঘসূত্রিতা নির্মূল করে আগুয়ান হয়ে সমানাধিকার অর্জনেই প্রণোদিত করে এ শ্লোগান। এই সমানাধিকার প্রয়োজন সমাজের সামগ্রিক অগ্রসরতা ও আর্থিক উন্নয়নে। তাই বিশ্ব নারীদিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রসংঘের এবছরের থিম -সকল নারী ও মেয়েদের জন্যঃ অধিকার, সমতা ক্ষমতায়ন।

লৈঙ্গিক বৈষম্যে বেদনার্ত বঙ্গীয় কবি সাহিত্যিকের বিবিধ সৃজনেও বারবার উদ্ভাসিত নারীর অভীপ্সা ও স্বতন্ত্র সত্তার আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রতীতি সমানাধিকারের দাবিদার আধুনিক নারীসমাজকে প্রাণিত করেছে এগিয়ে যাওয়ার অভিযাত্রায়।

ত্মাস মাটি বায়ু জল এতদিন পুরুষের ছিল/সমাজ পুরুষ ছিল, এইবার উভলিঙ্গ হোকদ শুধু এ আহ্বান নয়, অন্দরমহলের পাঁচিল এড়িয়ে ‘লুকিয়ে কবিতা লিখতুম’ বলা মৃণালদের আজ সগর্ব অভিপ্রকাশ ‘রবিবাবু, দেখো তোমার ওই সাধারণ মেয়ে অসামান্য হয়ে উঠে ভাবাচ্ছে তোমায়’ এ প্রতীত উচ্চারণে!

উল্লেখ্য নারীবাদী আন্দোলনের বিখ্যাত সংগঠক এবং সাংবাদিক গ্লোরিয়া স্টেইনেম একদা বলেছিলেন ‘ The story of womenós struggle for equality belongs to no single feminist no to any one organization but to the collective efforts of all who care about human rights’.

বস্তুত লৈঙ্গিক সমানাধিকারের অর্জনের যাত্রাপথ ব্যক্তি নারীর একক লড়াই নয়। এ সংগ্রাম সকলের-অন্যার্থে সমষ্টিগত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। অন্যভাবে হয়ত বলা যায় সুস্থায়ী ও শুভ আগামীর জন্য লিঙ্গ সমতা আজ অগ্রগণ্য জরুরি।

সাধারনভাবে নারীর ক্ষমতায়নএর সাথে সুস্থ পৌরুষের কোন বিরোধ নেই।বরং অবশ্যই স্বীকার্য যে সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে নারীদের এ সংগ্রামে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে পুরুষেরও কিছু ভূমিকা ছিল বা আছে। সমাজে প্রচলিত কিছু অন্যায় ব্যবস্থার বিরদ্ধে নারীদের লড়াই, পুরুষের বিরুদ্ধে নয় যদিওবা পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে হয়। তবে সবসময়ই সমাজের কিছু অংশে(নারী পুরুষ নির্বিশেষে) বদ্ধমূল মানসিকতা অর্থাৎ একটা ‘মাইন্ডসেট’ কাজ করে। এদের মনে প্রোথিত ধ্যানধারণা পরিবর্তন সহজসাধ্য নয়;এরা শুধু স্থিতাবস্থার সমর্থক নয়, কখনও বা ঘড়ির কাঁটা বিপরীতে ঘোরাতে উৎসুক বিশেষ কায়েমি স্বার্থে,প্রগতির বিপ্রতীপ পদক্ষেপেও।তবুও চেষ্টা করে যেতে হবে সমাজের অপর অংশের মুক্তচিন্তা শুভচেতনা জাগ্রত করতে প্রগতিশীল চিন্তনের আলোকদীপটি জ্বালিয়ে রাখতে-যাতে লিঙ্গবৈষম্যে হতাশাক্লিষ্ট বেদনাবিধুর নারীমনের বদ্ধদুয়ারখানি অর্গলমুক্ত হতে পারে।সে আলোকবর্তিকা হয়ত আরো একবার সতর্ক সচেতন করাবে এ বোধে -‘নিজের ভিতরে তুমি একা কাঁদো/ বড় অশ্রুহীন/খখআজন্ম আলাদা রাখে। শমীবৃক্ষে রমণীহে একা /তোমার অনন্ত শক্তি/ ধ্বংসে ছুটে যেতে যেতে/ মূর্খের স্বর্গের মত পৃথিবী দেখে না’।(পৃথিবী দেখে না- কবিতা সিংহ)

সত্য, নারীকে কেন্দ্র করে বা নারীর মহিমায় রচিত হয়েছে অনেক পুরাণ কাব্য। আবার নারীকে নিয়ে যুদ্ধ ঘটেছে বারবার -ফলত রক্তপাত লোকক্ষয়; ধ্বংস হয়েছে নগরী জনপদ। যে ঘটনাবলী উপজীব্য হয়েছে যেমন গ্রীক মহাকাব্য ইলিয়াডের তেমনই এই ভারতভূমির মহাভারত ও রামায়ন মহাকাব্যেও। নারীর ভাগ্য নিয়েই আবর্তিত হয়েছে মহাকাব্যদ্বয়।

তবে যে মরমী কবির সৃজনে বাংলা কবিতার ‘স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ’ প্রকৃত অর্থে হয়েছিল সেই ‘কথামানবী’র অনুভবে - ত্ভারতবর্ষে মেয়েরা কোনদিন রাজা হয়নি। প্রজাও হয়নি। হয়েছে রাজার বউ আর প্রজার বউ...একবার,শুধু একবার রাজা হয়েছিলাম, মাত্র কয়েকদিনের জন্য আমি কথামানবী,হয়ে উঠেছিলাম সুলতানা রিজিয়া। দিল্লিশ্বরী। আঃ তারপর লোকজনের কী অশান্তি !.. নাঃ মেনে নেয়নি ... সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে,যেমন চলছিল আমার রিজিয়া জন্মে।

বিশ্বব্যাঙ্কের এক রিপোর্ট অনুযায়ী অবশ্য পৃথিবীর মধ্যে মাত্র ছ’টি দেশ- বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, লাতাভিয়া, সুইডেন, লুক্সেমবার্গ এবং ফ্রান্স এ পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে সম্পূর্ন সমানাধিকার আছে। চাকুরী করা, বেতনের পরিমান, বিয়ে, সন্তান গ্রহনের স্বাধীনতা,কোথাও একাকী পরিভ্রমন ,ব্যবসা চালানো , সম্পত্তি সামলানো ইত্যাদিতে মহিলাদের অধিকার কতখানি তার ভিত্তিতেই প্রস্তুত এই রিপোর্ট। আমাদের ভারতবর্ষ তো নয়ই পাশ্চাত্যের ধনী সমৃদ্ধ উদার আমেরিকাও এ ব্যাপারে ফুল মার্কস পায়নি ঐ রিপোর্টে।

প্রসঙ্গত বিশ্বজুড়ে নারী নেতৃত্বের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও এঁরা এখনো এক সংখ্যালঘু কৌম। আবার অনেক উন্নত দেশেও নারীরা রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রতিযোগিতায় দীর্ঘকাল থাকলেও এখনো সফল হননি। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ৪৭তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট ভোটদাতাদের প্রায় ৫০ অসুস্থ ও বৃদ্ধ বাইডেনের বদলে অন্য কাউকে দেখতে চাওয়ায় ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস পদপ্রার্থী হলেও গত নভেম্বরে অনুষ্ঠিত ভোটে রিপাব্লিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে পরাজিত হন । আগে যেমন সাফল্য লাভ করতে পারেননি হিলারী ক্লিন্টন। উল্লেখ্য প্রথম বিশ্বের উন্নত ও উদার গণতন্ত্রের পীঠস্থান সেদেশের রাষ্ট্রপতি পদে ২৩৬ বছরের মধ্যে এযাবৎ আসীন

হতে পারেননি কোন মহিলা।

বৃহত্তম গণতন্ত্র ভারতবর্ষে অবশ্য রাষ্ট্রপতির আসন অলঙ্কৃত করেছেন দু দু’জন নারী। আর এক বলিষ্ঠ ও নির্ভীক প্রধানমন্ত্রীরূপে জনমনে স্থান করে নিয়েছিলেন নেহরু-তনয়া শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। দেশের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের প্রশাসনিক শীর্ষপদে বা সাংবিধানিক প্রধানের পদেও নারীরা আসীন হয়েছেন বিভিন্ন সময়ে -এই মুহূর্তেও আছেন দু’টি রাজ্যে। তবে বলা বাহুল্য দেশের প্রশাসনিক বা সাংবিদানিক শীর্ষপদে কোন নারীব্যক্তিত্বের আসীন হওয়ার দ্বারা সর্বদা সেদেশের নারীর সাধারণ সামাজিক অবস্থান সূচিত হয় এমনটি নয়। উদাহরণ আমাদের এই দেশই।আবার নারীর ক্ষমতায়ন মানে কি কেবল প্রশাসনিক শীর্ষ পদে কোন নারীর আসীন হওয়া বা নারীর উন্নয়ন কি সূচিত হয় সরকারি অনুদান প্রকল্পে অধিক সংখ্যায় নারীর নাম অন্তর্ভুক্তিকরণেই? এবিধ বেয়াড়া প্রশ্ন অস্বস্থিকর হলেও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। কারণ প্রশাসনিক প্রধান নারী হলেই সে প্রশাসনের অধীন সব নারীরা সুরক্ষিত ও শান্তিতে থাকবে নিরাপদে নির্ভয়ে চলাফেরা করতে পারবে এমন আশাও যে দুরাশা তার জ্বলন্ত নজির হাতের কাছে-প্রায় দেড়দশক আগের পার্ক স্ট্রিটের ঘটনা দিয়ে আরম্ভ হয়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রায়শ ঘটে যাওয়া নিগ্রহ থেকে সাম্প্রতিকের মহানগরেরই এক সরকারি হাসপাতালের মধ্যে কর্তব্যরত পড়ুয়া চিকিৎসকের ধর্ষণ ও নৃশংসভাবে হননে আলোড়ন উঠলেও তারপরেও ঘটেছে তদ্রুপ আরও ঘটনা। অভিযোগ দুর্নীত্রি প্রমাণ লোপাট করতে সেই তরুণী চিকিৎসককে হত্যা। পোস্টমর্টেম রেপ এর মতো বিকৃতকাম যৌনলালসা চরিতার্থের ঘটনাও নয় বিরল। প্রসঙ্গত এদেশের নামীদামী হাসপাতালেও কর্মরত নার্সরাও যে নিরাপদ নন সে ভয়াবহ আশঙ্কা জেগেছিল সেই ১৯৭৩ সালেই যখন মুম্বাইএর বিখ্যাত কিং এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল হাসপা্তালের জুনিয়র নারস ডিউটি শেষে পোশাক পরিবর্তনের সময় ধর্ষিতা হয়েছিলেন ওই হাসপাতালেরই এক ওয়ার্ড বয় দ্বারা। গলায় কুকুরের চেন বেঁধে যৌন নিপীড়নের ফলে কোমায় যেতে হয়েছিল পঞ্চবিংশতি বর্ষীয়া হাসিখুশি সেই নার্সকে যার বাগদত্তও ছিলেন সেখানকার এক জুনিয়র চিকিৎসক। ৪২ বছর ওই হাসপাতালেরই শয্যায় কোমায় আচ্ছন্ন থাকার পর বছর দশেক আগে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সেই নার্স অরুণা শানবাগ। অন্যদিকে ধর্ষণের অপরাধের উপযুক্ত প্রমাণ না মেলায় অভিযুক্ত ওয়ার্ডবয়ের লঘুদণ্ড হয়।

বিপ্রতীপে দু’দশকেরও আগে সংবাদ শিরোনামে আসা নভোচারীনী কল্পনা চাওলার মহাকাশযানে চাঁদে গমন ও একমাসাধিক্ ্যেল সেখানে অবস্থানের পর প্রত্যাবর্তনকালে দুর্ঘটনায় মৃত্যু কিংবা সাম্প্রতিকে ভারতীয় বংশোদ্ভূত মহাকাশচারীনী সুনীতা উইলিয়মসের দ্বিতীয় অভিযান শেষে নিরাপদে আশু প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা বা মাত্র ২১ বছরের তরুণীর নগরপালিকার মেয়র পদে আসীন হওয়া কিংবা উপর্যুপুরি দু’বছর প্রজাতন্ত্র দিবসে রাজধানীর রাজপথে কুচকাওয়াজে সমস্ত পুরুষ জওয়ানের নেতৃত্বে থাকা দৃঢ়চেতা তরুণীর আত্মবিশ্বাসী দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলার ঘটনাবলীতে অনেকের মনে হতেই পারে এ ‘জোশ’ ভারতের নারীশক্তির এক গৌরবময় অভিযাত্রার প্রতীক। এই নারীশক্তি’রই স্বীকৃতি যেন নতুন করে জ্ঞাপিত হয় শীর্ষ আদালতের রায়ে সামরিক বাহিনীতে মহিলাদেরও স্থায়ী কমিশন্ড অফিসার হিসাবে নিযুক্তির দাবির মান্যতা প্রাপ্তিতে । এমনতর ঘটনায় দেশের সামগ্রিক চিত্র প্রতিফলিত না হলেও স্বীকার করতেই হয় এসবই নারীশক্তির এক সার্থক অভিপ্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন রূপে । অনেক দেরিতে এবং আদালতের রায়ের বলে হলেও অমানবিক ও একপার্শ্বিক প্রথা তাৎক্ষণিক তিনতালাক নিষিদ্ধকারী আইন প্রণয়ন লিঙ্গ বৈষম্য অবসানে ও নারীর সমানাধিকারের অভিযাত্রায় রাষ্ট্রীয় সচেতন সদর্থক নির্ভীক প্রয়াসও কুর্নিশযোগ্য। এবিধ সংবাদ লিঙ্গ বৈষম্যের ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কে নিঃসন্দেহে প্রত্যয় যোগায়-আন্তর্জাতিক নারীদিবসেও সাফল্যের নতুন বার্তা যেন বহে আনে।

তবু সংশয় থেকেই যায় ভারতীয় নারীদের এমনতর দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ডের ইতিবাচক প্রভাবে কতটা অনুপ্রানিত হবে বাকী ভারতবর্ষ বা আঁদৌ কি অবহিত এ ভারতের গ্রামীন নারী সমাজ? নাকি এ নাগরিক মধ্যবিত্তের ড্রয়িংরুমের আলোচনার পরিসরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে? সমাজের,সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীরই কতখানি পরিবর্তন হবে এর দ্বারা। কারণ ইন্ডিয়া এবং ভারতের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান!

সাধারনভাবে সংবেদনশীল সহানভূতিসম্পন্ন ও নারীর সমমর্যাদায় প্রতীত পুরুষ বর্তমানকালে সমাজে ব্যতিক্রমী না হলেও সর্বসাধারনের মধ্যে নারীশক্তির যথার্থ স্বীকৃতি সহজসাধ্য হয় না বিবিধ কারনে-ধর্মীয় গোঁড়ামি অন্যতম। তাই আবিশ্বে উদযাপিত নারীদিবসেও এই বিশ্বের কোন এক দেশে অনাবৃত মস্তকের মেয়েদের চরম শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়! পড়শি এক দেশের সম্প্রতি উদ্ভুত পরিবর্তিত পরিস্থিতির স্যোগে নারীর উপর নতুন করে বিধিনিষেধ জারি করার অপপ্রয়াস শুরু হয়েছে ধর্মের নামে। মৌলবাদের করাল গ্রাস ধর্মীয় নিগড়ে নিয়ন্ত্রণ করতে বদ্ধপরিকর নারীর যাপনধারাকেও।

তবে এও দূর্ভাগ্যজনক যে অনেক ‘উচ্চশিক্ষিত’ মহিলারাও বিবাহোত্তর জীবনে অর্জিত শিক্ষা-চর্চার ছেদ ঘটিয়ে, অনেক ক্ষেত্রে স্বামীর ইচ্ছা ও উদ্যোগ থাকলেও, স্বামীর উপর অকারনে নির্ভরশীল এবং স্বামীর নিরাপত্তায় রক্ষিত ‘সংসারে’ দিন যাপনে ‘সুখী’ থাকতে ইচ্ছুক হন অনেকটাই অভ্যাসবশত ।অদ্ভুত শোনালেও এও সত্য যে এখনো কিছু ‘শিক্ষিত’নারীরাও নিজেরাই মনে করেন যে গুরুত্বপূর্নদায়িত্বে বা পেশায় মহিলারা যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য নন এবং বিপদে বা অসুবিধায় পড়লে একজন পুরুষের বুদ্ধি খুব দরকার।

এক তথ্য বলছে ভারতের এতগুলো রাজ্যের মধ্যে অধিকাংশ রাজ্যে কন্যাসন্তান জন্মের হার সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অনেক কমেছে এবং অন্যদিকে ভারতে শ্রমশক্তিতে মহিলাদের অংশগ্রহনের/অবদানের হার অন্যন্য দেশের তুলনায় কম। আবার নারী সুরক্ষা সংক্রান্ত এক আন্তর্জাতিক সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী নারীদের বৃহত্তর সমাজে অংশগ্রহণ ন্যায়বিচার ও সুরক্ষার নিরিখে বিশ্বের ১৭৭টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১২৮এ।

প্রসঙ্গত এবছর বেজিং ঘোষণাপত্রের ত্রিংশ বার্ষিকী। ১৯৯৫-য় বেজিং এ চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে ঘোষণাপত্র বিশ্বব্যাপী লিঙ্গ সমতার আন্দোলনে এক গুরুত্বপূর্ণ মোড় হিসেবে সুচিহ্নিত। সেই সম্মেলনে ভারত পাকিস্থান ও বাংলাদেশ সহ ১৮৯ টি দেশ থেকে উপস্থিত নারী আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিত্বরা ১২টি ইস্যুকে চিহ্নিত করেছিলেন। ইতিমধ্যে ত্রিশ বছর কেটে গেলেও প্রশ্ন জাগতেই পারে নারীর প্রতি অবহেলা বৈষম্য কিংবা অপরাধ কতখানি দূর হয়েছে?দেখা যাচ্ছে লিঙ্গসমতা পুরোপুরি অর্জিত হয়নি। বরং লিঙ্গভিত্তিক অপরাধ ও সন্ত্রাস শুধু রয়ে গেছে তা নয় ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। জাতীয় ক্রাইম ব্যুরোর এক রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতে মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের হার ২০১৮ থেকে ২০২২ এর মধ্যে ১২.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে ।

পরিশেষে, রাজা না হলেও পতিদেবতার আদেশে দূত্যক্রীড়ায় পরাজিত পতির পণরক্ষার্থে বাধ্য হয়ে রাজসভায় উপস্থিত চরম অপমানিতা পাঞ্চালীর আক্ষেপ ছিল ‘পুরুষে পুরুষে যুদ্ধ, প্রতিশোধ রমণীর শ্লীলতাহানিতে’।হ্যাঁ, কলিযুগেও সেরকমই দস্তুর হয়ে দাঁড়িয়েছে। রিপুর তাড়না এবং রাজনৈতিক আক্রোশে প্রতিপক্ষকে জব্দ করা ছাড়াও যুদ্ধের বিশেষ অস্ত্র হিসেবে ধর্ষণকে ব্যবহারের ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে ১৯৭১-এ বাংলাদেশে-হয়তো বিশ্বে প্রথম। আবার দুর্নীতি ও কুকীর্তি অবাধে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব করতে প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে পথের কাঁটা নারীকে শুধু নিকেশ করেও ‘ইগো’র তৃপ্তি হয়না ;তাই যৌণ নির্যাতন ও হনন বা হনন করে ধর্ষণ কিংবা ধর্ষণের হুমকীই এক বড় হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অরুণা শানবাগ থেকে সাম্প্রতিক অভয়া কাণ্ড-কার্যকারণের এক অদ্ভুত সাদৃশ্য আশঙ্কা জাগায় প্রতিবাদী নির্ভীক স্বর স্তব্ধ করার লক্ষ্যে দুষ্কৃতীদের এই নব্য ‘অস্ত্র’ অপ্রতিহত ব্যবহারে। ‘ত্বরান্বিত পদক্ষেপ’ জরুরি সমাজের এই দুষ্ট শক্তির বিরুদ্ধে।

পিসিশাশুড়ি খুনে তৃতীয় ব্যক্তি!

নিজস্ব প্রতিবেদন, মধ্যমগ্রাম: পিসিশাশুড়ি খুনে ক্রমেই তৃতীয় ব্যক্তির অবস্থান প্রকট হচ্ছে। ফাল্গুনী ও তার মা আরতি ঘোষকে জেরা করে সুমিতা ঘোষ খুনের ঘটনায় আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য পুলিশের হাতে উঠে আসছে। পুলিশ জানতে পেরেছে সম্পূর্ণ পরিকল্পনা করেই এই খুন করা হয়েছিল। সোমবার অর্থাৎ ২৪ ফেব্রুয়ারি সুমিতা ঘোষের অসম চলে যাওয়ার কথা। তদন্তকারীরা সেই টিকিটের হদিশ পুলিশ পেয়েছে। তার আগের দিন রবিবার অর্থাৎ ২৩ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় তাকে খুন করা হয়। ফলে সোমবার দিন পার করে ফেলতে পারলেই সুমিতা ঘোষের মৃত্যুর জন্য মা ও মেয়ে দায়ী থাকবে না এমনটা ভেবেই মঙ্গলবার সকালে দেহ সরাতে ব্যস্ত ছিল তারা। শুধু তাই নয় মৃতদেহ বাড়িতে রেখে ফাল্গুনী পিসিশাশুড়ির নামে বিল করে এবং তার মোবাইল ফোন ব্যবহার করে অনলাইনে টাকা দিয়ে বউবাজারের একটি সোনার দোকান থেকে সোনার গয়না কেনেন। তদন্তকারীদের বিভ্রান্ত করতেই রবিবার খুনের পরের দিন সোমবার সুমিতা ঘোষের নামে সোনার দোকানের বিল ও অনলাইন ব্যবহার করা হয়েছিল বলেই জেরায় জানতে পেরেছে পুলিশ। এই সূক্ষ্ম পরিকল্পনামাফিক খুন, তার পরিকল্পনা কি ফাল্গুনী ও তার মা-ই করেছিল? ভাবাচ্ছে তদন্তকারীদের। এছাড়াও মা মেয়ের পক্ষে মোটা টাকা ব্যয়ে ৮ জন আইনজীবী কার নির্দেশে কাজ শুরু করছে তাও জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। মা ও মেয়ে পুলিশের কাছে জানিয়েছে, সুমিতা দেবীর দেহটিকে সুন্দর ভাবে ঠান্ডা মাথায় কেটে বাক্সবন্দি তারাই করেছিল। তদন্তকারীদের বিভ্রান্ত করার জন্য তারা এমন দাবি করছে কিনা তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। এই সব দিক বিবেচনা করেই তৃতীয় ব্যক্তির অবস্থান আরও জোরালো হচ্ছে তদন্তকারীদের। তাদের অনুমান, এই খুনের পেছনে কোনও পাকা মাথা আছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার পুনর্নির্মাণের পর আরিয়াদহ থেকে মধ্যমগ্রাম থানার পুলিশ নিয়ে যায় বউবাজারের একটি সোনার দোকানে। সেখানে সুমিতার গায়ের সমস্ত গহনা ৪২ হাজার টাকায় বিক্রি করে মা ও মেয়ে। সেই টাকা নিয়ে আবার অন্য একটি দোকানে গিয়ে দু লাখ ৫৩ হাজার টাকায় নতুন গহনা অর্ডার দেয় মৃত সুমিতারই নামে। সেই দোকানে সুমিতার মোবাইল থেকে অনলাইনে পঞ্চাশ হাজার টাকা অগ্রিম জমাও দেয় তারা। এবং ওই গহনার বিল সুমিতা ঘোষের নামেই হয়। যখন এই বিল হচ্ছে তখন সুমিতা ঘোষ মৃত অবস্থায় তার বাড়ির বারান্দায় শুয়ে আছে। আবার ওই দিনই সুমিতার অসম চলে যাওয়ার কথা। তদন্তকারীদের দাবি, শুধুমাত্র দেহটা যদি ঠিক করে সরিয়ে দিতে পারত বা হাতেনাতে ধরা না পড়ত তা হলেই সুমিতার সঙ্গে তাদের যোগাযোগ সোমবারই শেষ হয়ে যেত। সেক্ষেত্রে ফাল্গুনী ও তার মা আরতি দেবী এই খুনের সঙ্গে জড়িত সেটা প্রমাণ করতে পুলিশকে হিমসিম খেতে হত।

স্নেহাশিস ফুরফুরায় এলে, বের করেও দেওয়া হতে পারে, দাবি ত্বহা সিদ্দিকীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: রাজ্যের অন্যতম মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীকে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করেছেন ত্বহা সিদ্দিকী। ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে কাটমানি খাচ্ছে তৃণমূল! এমনই অভিযোগ করলেন শাসক দল ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত পীরজাদা ত্বহা সিদ্দিকী। তাঁর দাবি, সাধারণ মানুষ এতটাই রেগে আছে যে স্নেহাশিস যদি ফুরফুরায় যান, তাহলে তাঁকে বের করেও দেওয়া হতে পারে।

'ইসলে সওয়াব' উৎসব চলছে ফুরফুরা শরিফে। সেই অনুষ্ঠানের আয়োজনে রাজ্যের কত টাকা খরচ হচ্ছে, সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়েই সব অভিযোগ করেন ত্বহা সিদ্দিকী। স্নেহাশিস চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে ত্বহার অভিযোগ, ফুরফুরার উন্নয়ন নিয়ে ভাবেন না, এক টাকাও খরচ করেননি বিধায়ক হিসেবে। ফুরফুরায় ইসালে সওয়াবে কত টাকা খরচ হচ্ছে তার কোনও হিসেব নেই বলেও দাবি পীরজাদার। তিনি বলেন, 'লক্ষ লক্ষ মানুষ ফুরফুরায় আসবেন। সেই সময় মন্ত্রী সেখানে গেলে ঘাড়ধাক্কা খেয়ে না যেতে হয়। আমি তো ভয় পাচ্ছি।' ইসালে সওয়াব নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠকে কোনও পীরজাদাকে ডাকা হয়নি বলেও জানান ত্বহা।

গত বছর পর্যন্ত ফুরফুরায় ধর্মীয় উৎসবের আগে চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছিল পীরজাদাদের। এবার সেই চিঠি দেওয়া হয়নি প্রশাসনের তরফে। এই অভিযোগে সায় দেন

ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকিও। তিনি অভিযোগ করেন, যাদের নিয়ে জলসা, যাদের জন্য ধর্মীয় উৎসব, যাদের জন্য লাখ লাখ মানুষ ফুরফুরায় আসেন, তাদের কিছু জানানো হয়নি। সরকার বা প্রশাসন এই ধর্মীয় উৎসব হাইজ্যাক করতে চাইছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

তবে এই সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিস। তিনি জানান, ফুরফুরায় অনেক কাজ হয়েছে। তিনি আরও দাবি করেছেন, পীরজাদা এবং লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রীদের কথা মাথায় রেখেই বৈঠকে ডাকা হয়নি পীরজাদাদের।

পিকআপ ভ্যানচালককে রাস্তা থেকে তুলে ঘরবন্দি করে মারধরের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: টাকার দাবি করে এক পিকআপ ভ্যানের চালককে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে ঘরবন্দি করে মারধর করার অভিযোগ উঠল হরিশ্চন্দ্রপুরের তিন সিভিক ভলেন্টিয়ারের বিরুদ্ধে। এই ঘটনার সময় আক্রান্ত চালকের এক সহকর্মী মারধরের ঘটনাটি মোবাইলে ভিডিও করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে দেয়। আর তারপরেই তুমুল চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে চাচোল মহকুমার হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকায়। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এই ঘটনার পর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্নভাবে তদন্ত করে শুক্রবার ওই তিন সিভিক ভলেন্টিয়ারকে ক্লোজ করেছে জেলা পুলিশ। এদিন ঘটনাটি ঘটে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার বাংলা - বিহার সীমান্তের রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভেলাবাড়ি নাকা চেকিং পয়েন্টের রাজ্য সড়কে। এই হামলার ঘটনার পর ওই পিকআপ ভ্যানের চালক প্রাথমিক চিকিৎসা করিয়েছেন হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে , ওই পিকআপ ভ্যান চালকের নাম রুহুল আমিন (২৫)। আর যিনি এই মারধরের ঘটনার ভিডিওটি করে ভাইরাল করেছেন তার নাম শাহের আলম। এদিন উত্তর দিনাজপুর জেলার ডালখোলা থেকে গোরু কিনে পিকআপ ভ্যানে করে হরিশ্চন্দ্রপুরে ফিরছিলেন গাড়ি চালক রুহুল আমিন এবং তার সহকর্মী শাহের আলম। হরিশ্চন্দ্রপুরের ভেলাবাড়ি নাকা চেকিং পয়েন্টেই ওই গাড়িটি তল্লাশির জন্য দাঁড় করানো হয়। এরপরই টাকা চাওয়ার অভিযোগ উঠে তিন সিভিক ভলেন্টিয়ারের বিরুদ্ধে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই তিন সিভিক ভলেন্টিয়ারের নাম মহম্মদ শাহজামাল, আসমাউল হক এবং আসাদ আলি। এদের বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকায়। পুলিশকে অভিযোগে আক্রান্ত ওই পিকআপ ভ্যানের চালক রুহুল আমিন জানিয়েছেন, 'হরিশ্চন্দ্রপুরে ফেরার সময় বাংলা-বিহার সীমান্তের ভেলাবাড়ি নাকা চেকিংয়ের কাছে ওই তিন সিভিক ভলেন্টিয়াররা তার গাড়ি আটকায় এবং গাড়িতে গোরু আছে বলে এক হাজার টাকার দাবি করে। প্রথমে সেই টাকা দিতে আমি আপত্তি জানাই। তারপরে ৫০০ টাকা দেওয়ার কথা বলি। সেই মুহূর্তেই ওরা আমাকে গাড়ি থেকে টেন বার করে রাস্তার পাশের একটি অফিস ঘরে ঢুকিয়ে ব্যাপক মারধর করে। তখন আমার সহকারী চালক শাহের আলম মোবাইলে ভিডিও করার পাশাপাশি চিৎকার করে আমাকে ছাড়াবার চেষ্টা করছিল। এরপরই ওই সহচালক আমাকে মারধরের বিষয়ে মোবাইলে তোলা ছবি ভাইরাল করে দেয়।'

যদিও পুলিশের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, বাংলা -বিহার সীমান্তের হরিশ্চন্দ্রপুরের ভেলাবাড়ি এলাকায় পুলিশের কড়া নজরদারি রয়েছে। বিভিন্ন ধরনের অপরাধ সংগঠিত করার ক্ষেত্রে ওই রাজ্য থেকে অনেক সময় দুষ্কৃতীরা বাংলায় ঢোকার চেষ্টা করে। সেক্ষেত্রেই নানাভাবে পুলিশ ও সিভিক ভলেন্টিয়াররা নজরদারি চালানোর পাশাপাশি বিভিন্ন যানবাহনে তল্লাশি চালায়। এদিন বিক্ষিপ্তভাবেই ঘটনাটি ঘটেছে।

গ্রামে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ফেরানোর দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে চলছিল দুর্নীতি। আর তা হাতে নাতে ধরার অপরাধে কেন্দ্রটিই অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই অভিযোগ তুলে সিডিপিও অফিসে ব্যাপক বিক্ষোভ উপভোক্তাদের।

ঘটনা খানাকুলের মমকপুর এলাকার। এদিনের বিক্ষোভে সামিল হন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যও। অফিসে সিডিপিওর দেখা না মিললেও বিক্ষোভের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান খানাকুল ২ বিডিও মধুমিতা ঘোষ। তবে তার আশ্বাসে বিক্ষোভ তুলে নেন বিক্ষোভ কারীরা। বিক্ষোভ কারীদের দাবি, খানাকুল ২ ব্লকের মমকপুর এলাকায় ২৩০ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে খাবারচুরি ধরা পড়ে গত মাসে। চুরি ধরেন স্থানীয় পঞ্চায়েতের সদস্য রায়ানউদ্দিন খান। কিন্তু অভিযোগের বিষয়ে খতিয়ে দেখার পরিবর্তে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটিই ওই এলাকা থেকে সরিয়ে প্রায় ১ কিমি দূরে অন্যত্র নিয়ে চলে যাওয়া হয়েছে বলে দাবি।

ফলত, সমস্যায় পড়ে এদিন খানাকুল ২ সিডিপিও অফিসে গিয়ে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় উপভোক্তারা। তাদের দাবি, অবিলম্বে এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি পুরোনো জায়গায় চালু করতে হবে। যদিও তাদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ অভিযুক্ত সিডিপিও

অফিসের কর্মীরা। তবে অভিযোগ খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন খানাকুল ২ বিডিও। যদিও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে দুর্নীতি প্রসঙ্গে তিনিও নাকি কিছুই জানেন না। এদিন কার্যত খানাকুল ২ বিডিও র আশ্বাসে বিক্ষোভকারীরা বিক্ষোভ তুলে নিলেও,এনিয়ে দ্রুত ব্যবস্থা না হলে বড়সড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারী দিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা।

বিক্ষোভকারীদের মধ্যে রায়ান উদ্দিন, রোকেয়া বেগম সহ একাধিক জনের অভিযোগ, 'ওঁরা চুরি করবেন। তা হাতেনাতে ধরাও হয়েছে। আর সেই কারণে কে কোন রহস্যে এই গ্রামের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি অন্যত্রে সরিয়ে নিয়ে গেল। এখানে তো আর চুরি করা যাবে না। তাই অন্যত্রে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমরা প্রতিবাদ করছি। এই স্থলেই এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি রাখতে হবে।' এই নিয়ে তারা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। এদিকে খবর পেয়েই বিক্ষোভস্থলে আসেন খানাকুল ২ নং বিডিও মধুমিতা ঘোষ। তিনি বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখবেন বলে আশ্বাস দেন। তারই আশ্বাসে বিক্ষোভকারীরা তাদের বিক্ষোভ তুলে নেন।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

মেসার্স বেদিকা ক্রেডিট ক্যাপিটাল লিমিটেড, রেজিস্টার্ড অফিস প্রযত্নে শ্রী সুবীর ধারা, গ্রাম : ছোটো খাটালিয়া, পো : সিউলি তেলিনি পাড়া, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০১২১ এক নামে এনবিএফসি এমএফআই ব্যবসা পরিচালনার জন্য ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক ইস্যু করা সার্টিফিকেট নং **বি-০৫.০০৮৪৪** হারিয়ে গিয়েছে। কোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট পেয়ে থাকলে কোম্পানির নিকট ফেরত দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, এবং সাধারণকে সতর্কিত করা হচ্ছে উক্ত সার্টিফিকেট কোনওরূপ অসদ উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করতে। পেয়ে থাকলে জানান : ৯১৩৫০০১২১৭ ।

স্থান : কলকাতা স্বা/-
তারিখ : ০৭.০৩.২০২৫ ডিরেক্টর্স

কল্যাণী টি কোং লিমিটেড
CIN : U01132WB1926PLC004539
রেজি. অফিস : কিশোর ভবন,
১৭, আর. এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন নং : ০৩৩ ২২৪৮ ৪২২৭; ফ্যাক্স ০৩৩ ২২৪৩ ০১৭৭
ইমেল আইডি : kalyani@luxmigroup.com

বিজ্ঞপ্তি

কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড (আইইপিএফ) -এ স্থানান্তর

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি মারফত জানানো হচ্ছে যে, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ('আইন') ১২৪(৬) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০১৬ সালের ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড (আইইপিএফ) কর্তৃপক্ষ (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার অ্যান্ড রিফান্ড) বিধান অনুসারে, যা সময়ে সময়ে সংশোধিত হয়েছে ('রুলস'), কোম্পানির যে ইক্যুইটি শেয়ারের লভ্যাংশ প্রাপ্য, যদি টানা সাত বছর বা তার বেশি সময় ধরে অপ্রদেয় বা দাবিহীন থাকে, তাহলে সাত বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে (আইইপিএফ) কর্তৃপক্ষের কাছে স্থানান্তরিত করা হবে।

কোম্পানি শেয়ারহোল্ডারদের সর্বশেষ ঠিকানায় পৃথক নোটিশ পাঠিয়েছে, যাদের লভ্যাংশ গত সাত বছর ধরে দাবিহীন অবস্থায় পড়ে আছে, তাদের অবিলম্বে লভ্যাংশ দাবি করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য নির্ধারিত শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ বিবরণ তার নিবন্ধিত অফিসে পর্যবেক্ষণের জন্য উপলব্ধ। শেয়ারহোল্ডাররা মনে রাখবেন যে দাবি না করা/অপ্রদত্ত লভ্যাংশ এবং আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে স্থানান্তরিত শেয়ার উভয়ই, যার মধ্যে এই ধরনের শেয়ারের উপর অর্জিত সমস্ত সুবিধা, যদি থাকে, নিয়ম অনুসারে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ফেরত দাবি করা যেতে পারে।

যদি কোম্পানিটি ৩ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে কোনও যোগাযোগ না পায়, তাহলে নিয়মের বিধান অনুসারে, কোম্পানিটি নিয়মে বর্ণিত কর্পোরেট অ্যাকশনের মাধ্যমে শেয়ারগুলি ডিমেটেরিয়ালাইজ করবে এবং আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করবে।

সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডাররা, যাদের শেয়ার বাস্তব আকারে রয়েছে এবং যাদের শেয়ার আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরযোগ্য, তারা মনে রাখবেন যে আইইপিএফ নিয়ম অনুসারে আইইপিএফ অ্যাকাউন্টে শেয়ার স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে কোম্পানি তাদের ধারণকৃত মূল শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট জারি করবে এবং এই ধরনের ইস্যুর পরে, তাদের নামে নিবন্ধিত মূল শেয়ার সার্টিফিকেট বাতিল হয়ে যাবে এবং তা আলোচনার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। শেয়ারহোল্ডাররা আরও মনে রাখবেন যে কোম্পানির ওয়েবসাইটে আপলোড করা তথ্য আইইপিএফ নিয়ম অনুসারে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে ভৌত শেয়ার স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে কোম্পানি কর্তৃক নতুন শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু করার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নোটিশ হিসাবে বিবেচিত হবে।

উপরোক্ত বিষয়ে কোনও প্রশ্ন থাকলে শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানির আরটিএ, মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩ আর এন মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা-৭০০০০১-এ যোগাযোগ করতে পারেন : ০৩৩-২২৪৮ ২২৪৮, ০৩৩- ২২৪৩ ৫০২৯, ইমেল mdpldc@yahoo.com অথবা কোম্পানি - কিশোর ভবন, ১৭ আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১-এ যোগাযোগ করতে পারেন ০৩৩-২২৪৮ ৪৪৫৭,০৩৩-২২৪৮ ৪২২৭, ইমেল **kalyani@luxmigroup.in**।

বোর্ডের আদেশক্রমে
কল্যাণী টি কোং লিমিটেড
স্বা/-
তারিখ : ০৫.০৩.২০২৫ সুজিত কুমার পোদ্দার
স্থান : কলকাতা নোডাল অফিসার

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
9331059060–9831919791

দি সাউথ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক লি.
শাখা ঠিকানা - বর্ধমান
২য় তল, আল আমিন ভবন,
পারবীরহাটা, জিটি রোড, বর্ধমান
পশ্চিমবঙ্গ - ৭১৩১০৩

ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধকদত্ত স্বর্ণ নিলাম

যেহেতু, **দ্য সাউথ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক লি** এর অনুমোদিত অফিসার ঋণগ্রহীতাদের উদ্দেশ্যে গৃহীত স্বর্ণ ঋণের বকেয়া পরিশোধের জন্য বিক্রয় নোটিশ(গুলি) ইস্যু করেছেন, ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ এর উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **"যেখানে যা আছে" এবং "যেমন আছে ভিত্তিতে" এবং "পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত"** অনলাইন নিলামে স্বর্ণ অলংকার বিক্রি করা হবে। নিলাম অনলাইনে সম্পাদিত হবে **https://egold.auctiontiger.net** মাধ্যমে **১৫.০৩.২০২৫** তারিখে বেলা ১২ টা থেকে বিকেল ৩ টা পর্যন্ত ঋণগ্রহীতা **শ্রী এসকে নিজামউদ্দিন** এর অ্যাকাউন্ট নং ০৭৭৪৬৫৩০০০০০১২৭২ অধীনে।

অনুগ্রহ করে আরও তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন অকশন টাইগার **৬৩৫২৬৩২৫২৩** নম্বরে।

স্বা/- ম্যানেজার
দ্য সাউথ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক লি.

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
উল্লাস গেট নং ১, বর্ধমান - ৭১৩১০৪, ইমেল ঃ sbi.14817@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ অভিজিৎ চক্রবর্তী, ইমেল আইডি ঃ **sbi.14817@sbi.co.in**, মোবাইল নং ঃ ৯৬৭৪৪৫৮৮৮৮

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
[রুল ৯(১) তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ২৫.০৩.২০২৫
সময় ঃ ২৪০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ ঃ ১২.০৩.২০২৫ সময় : সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত

সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার** কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত এবং তা বিক্রয় করা হবে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যেমন অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে ২৫.০৩.২০২৫** সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টার মধ্যে।

ক্রম নং ০১ **[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৯(১) তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬)]**

সংশ্লিষ্ট **৬৫,৯৮,০০০.০০ টাকা ২৭.০৯.২০২১ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, অন্যান্য ব্যয় এবং খরচ সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **মেসার্স বালাজি এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী - শ্রীমতী প্রীতি সাহা**-র কাছ থেকে।
সংরক্ষিত মূল্য ঃ
সম্পত্তি নং ১ : ৯,৩০,০০০.০০ টাকা বায়না জমা : **৯৩,০০০.০০ টাকা**
ডাক বাড়ানোর পরিমাণ : **১০,০০০.০০ টাকা**
জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ
ফ্ল্যাট নং সি, ৫৪১ বর্গফুট এসবিইউএ (৪৩৩ বর্গফুট বিইউএ), একতলায়, প্রিতম অ্যাপার্টমেন্ট, উত্তর দিকে, হোল্ডিং নং ২৭৭, ডি সি আর রোড, ওয়ার্ড নং ১৩, চন্দননগর পৌর সংস্থা অধীন, পো এবং থানা : চন্দননগর, জেলা : হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭১২১৩৬, মৌজা : চন্দননগর, জেএল নং ০১, এলআর প্লট নং ২০২ এবং ২০৪, এলআর খতিয়ান নং ৪৮, ৬১৯, ১১২৯ এবং ১৫০১। শ্রেণি : বাস্তু।
সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট **www.sbi.co.in** এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন **https://BAANKNET.com**
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ **PSB Alliance Pvt. Ltd.** সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে **NEFT/RTGS** স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে **support.baanknet@psballiance.com** বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

তারিখ ঃ ০৮.০৩.২০২৫ অনুমোদিত অফিসার
স্থান ঃ বর্ধমান এসবিআই, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি শাখা, বর্ধমান

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
(কোড - ১৪৮১৭), উল্লাস গেট নং ১, পিন - ৭১৩১০৪ (প.ব.)
জেলা - পূর্ব বর্ধমান, প.ব., ইমেল : sbi.14817@sbi.co.in
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) [রুল-৮(১)]

এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১.	**ঋণগ্রহীতা : আমীর ফিলিং স্টেশন, স্বত্বাধিকারী :** আমীর হোসেন মন্ডল, **ঠিকানা :** গ্রাম : নতুনগ্রাম, পো : করুই, থানা : কাটোয়া, পূর্ব বর্ধমান, পিন : ৭১৩১৪৩, **জামিনদাতা(গণ) :** ১) **আমীর হোসেন মন্ডল,** মেদিয়াপাড়া, পো : গয়েশপুর, থানা: শান্তিপুর, নদিয়া, পিন : ৭৪১৪০৪, ২) **মণিরুল শেখ,** নতুনগ্রাম, পো : করুই, থানা : কাটোয়া, পূর্ব বর্ধমান, পিন : ৭১৩১৪৩। ৩) **হাসনা বানু বিবি,** নতুনগ্রাম, পো : করুই, থানা : কাটোয়া, পূর্ব বর্ধমান, পিন : ৭১৩১৪৩।	১) সম্পত্তি শ্রী মণিরুল শেখ, পিতা প্রয়াত এজদানি শেখ এর নামে : গ্রাম : নতুনগ্রাম, পো : করুই, থানা : কাটোয়া, জেলা : পূর্ব বর্ধমান। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি পরিমাণ আনুমানিক **১০ শতক** - ৪৪.৫০ শতক থেকে, মৌজা : করুই, জেএল নং ৪৯, এলআর খতিয়ান নং ৮০৯৫, এলআর প্লট নং ২০০৭, শ্রেণি : বাস্তু, দলিল নং ১-০১৪৩০-২০১১ সালের, বুক নং ১, সিডি ভলুম নং ০৫, পৃষ্ঠা ১০৫৩ থেকে ১০৬৬, এডিএসআর -কাটোয়া, থানা : কাটোয়া, পূর্ব বর্ধমান। ২) সম্পত্তি শ্রীমতি হাসনা বানু বিবি, স্বামী শ্রী মণিরুল শেখ এর নামে : গ্রাম নতুনগ্রাম, পো : করুই, থানা : কাটোয়া, জেলা : পূর্ব বর্ধমান। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি পরিমাণ আনুমানিক **০৮ শতক -৩০.০০ শতক** থেকে, মৌজা : করুই, জেএল নং ৪৯, এলআর খতিয়ান নং ৮০৬২, এলআর প্লট নং ২০০৯, দলিল নং ১-০৩৫৭৭-২০১৩ সালের, শ্রেণি : বাস্তু, বুক নং ১, সিডি ভলুম নং ১০। পৃষ্ঠা নং ৩০৮৭ থেকে ৩১০০, এডিএসআর-কাটোয়া, থানা : কাটোয়া, পূর্ব বর্ধমান।	১) ০৮.১১.২০২৪ ২) ০৩.০৩.২০২৫ ৩) ৬৯,৬০,০৩৫.১৬ টাকা (উনসত্তর লাখ ষাট হাজার পঁয়ত্রিশ টাকা এবং ষোলো পয়সা) টাকা এবং ০৯.১১.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ০৩.০৩.২০২৫ অনুমোদিত অফিসার
স্থান - পুরুলিয়া এসবিআই, এসএআরবি, বর্ধমান

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল
৩য় এবং ৪র্থ তল, ১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস,
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট রুলস) রুলসের রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নোক্ত নির্ধারিত জামিনদাতার অধীনে বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নির্ধারিত জামিন অধীন ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত, বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে', এবং 'যেমন অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে **২৬.০৩.২০২৫ তারিখে বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে জামিন অধীনে ঋণদাতার সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য। নিম্নোক্ত সম্পত্তির বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন ই-নিলাম মাধ্যমে বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার এবং শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখলের ধরন খ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ চ) সম্পত্তির আইডি ছ) বকেয়া পরিমাণ
১	১) **মেসার্স আসাপ রিটেল প্রা লি,** ২৩ বঙ্কিম মুখার্জি সরণি, কলকাতা : ৭০০০৫৩, আরও : কোয়েস্ট মল শপ নং ২২৪, ৩য়তল, ৩৩, সৈয়দ আমীর আলি এভিনিউ, কলকাতা : ৭০০০২০। ২) **শ্রী রমেশ ঘাই,** পিতা প্রয়াত ঈশ্বর দাস ঘাই, ফ্ল্যাট নং ৩সি, ৪র্থতল, গৌরব অ্যাপার্টমেন্ট, ৩২ বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা : ৭০০০০৯, আরও : ২৩ বঙ্কিম মুখার্জি সরণি, কলকাতা ৭০০০৫৩। ৩) **শ্রী পবন ঘাই,** পিতা শ্রী রমেশ ঘাই, ফ্ল্যাট নং ৩সি, ৪র্থতল, গৌরব অ্যাপার্টমেন্ট, ৩২ বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা : ৭০০০০৯, আরও : ২৩ বঙ্কিম মুখার্জি সরণি, কলকাতা ৭০০০৫৩, আরও : কোয়েস্ট মল শপ নং ২২৪, ৩য়তল, ৩৩, সৈয়দ আমীর আলি এভিনিউ, কলকাতা : ৭০০০২০। **শাখা : পার্ক স্ট্রিট।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট ০২ বেড রুম, দুই বাথ রুম, এক ড্রইং রুম, এক ডাইনিং এবং এক কিচেন, খোলা টেরেস সামনে উত্তর মুখী মেন রোড, এবং সকলের ব্যবহারের পিছনের দিকে টেরেস দক্ষিণ মুখী সর্বোচ্চ তলে, পূর্ব ব্লক ভবনের প্রেমিসেস নং ১৯৮এ, ব্লক জে, বঙ্কিম মুখার্জি সরণি, থানা : নিউ আলিপুর, কলকাতা : ৭০০০৫৩, পরিমাণ ১৭৬৭ বর্গফুট এবং অবিভক্ত জমি সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ অন্যান্য সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত উল্লেখ্য রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল নং ১-০৩০৪৪ তারিখ ২২.০৯.২০১০ রেজিস্ট্রিকৃত অফিস ডিএসআর-১ দক্ষিণ ২৪ পরগনা, শ্রী রমেশ ঘাই , পিতা প্রয়াত ঈশ্বর ঘাই এর নামে। **চৌহদ্দি (দলিল অনুযায়ী) উত্তরে :** মেন রোড, **দক্ষিণে :** ক্যাম্প; **পূর্বে :** সোহিনী মোটরস; **পশ্চিমে :** ওয়েস্টার্ন ব্লক ১৯৮ এ, ব্লক জে, নিউ আলিপুর। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : (মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী) : উত্তরে :** খোলা জায়গা; **দক্ষিণে :** খোলা জায়গা (সকলের ব্যবহারের ছাদ) **পূর্বে :** খোলা জায়গা; **পশ্চিমে :** খোলা জায়গা, সিঁড়ি, প্রবেশ পথ।	ক) স্বত্ব দখলীকৃত খ) জ্ঞাত নয় গ) ৩৯,৬০,০০০.০০ টাকা ঘ) ৩,৯৬,০০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB050338459695 ছ) ১,৬০,৯৯,০৯৯.০০ টাকা (এক কোটি ষাট লাখ নিরানব্বই হাজার নিরানব্বই টাকা) ০৭.০৩.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ

সম্পত্তির অবস্থান | সম্পত্তির ফটো | সম্পত্তির ভিডিও | ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট www.indianbank.in | ই-নিলাম ওয়েবসাইট https://baanknet.com

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ২৬.০৩.২০২৫, সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২০.০৩.২০২৫ এবং ২১.০৩.২০২৫

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। **প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২২০২২০ ইমেল আইডি - support.BAANKNET@psballiance.com** এবং হেল্প লাইন নম্বর পাওয়া যাবে সার্ভিস প্রোভাইডারের হেল্পডেস্কে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের জন্য পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন। যোগাযোগের বিস্তারিত : অনুমোদিত অফিসার এবং শাখা ম্যানেজার : ৮২৪৯২১৮৬৪৯
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ : ০৬.০৩.২০২৫, স্থান : কলকাতা স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া সেন্ট্রল বৈঁক আঁফ ইণ্ডিয়া **Central Bank of India**
রিজিওনাল অফিস : দুর্গাপুর, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, মামড়া বাজার জেলা - বর্ধমান, দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩২০৬, ফোন : ৩৬৯৫৬ ২৪২০৬, ই-মেল আইডি : cmdurgro@centralbank.co.in
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
রুল ৮(১), সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২

নিম্নস্বাক্ষরকারী **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের (২০০২ সালের সারফেসি আইন) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের সংস্থান অধীন ১৩(২) ধারা তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ঋণগ্রহীতাগণের উদ্দেশ্যে নোটিশ(গুলিতে) উল্লিখিত পরিমাণ সংশ্লিষ্ট নোটিশগুলি পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ)-এর উদ্দেশ্যে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত ২০০২ সালের আইনের ১৩(৪) ধারার সংস্থান অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্তদের নামে থাকা সম্পত্তি নিম্নোক্ত তারিখ মতে স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)কে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** নিম্নোক্ত উল্লিখিত মতে বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ (জামিনদত্ত সম্পত্তি) উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	এ/সি-র নাম ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম এবং শাখা	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ আদায় দাবি	সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	**ঋণগ্রহীতা : শ্রী অমিত কুমার শ্রীবাস্তব,** পিতা বীরেন্দ্র কুমার শ্রীবাস্তব এবং **সহ ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতি ছোটন শ্রীবাস্তব,** স্বামী অমিত কুমার শ্রীবাস্তব, অমৃত অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং জি-০১, একতলা, শিব মন্দির রোড, শিব মন্দিরের নিকট, নিউ আপার চেলিডাঙ্গা, আসানসোল, পিন : ৭১৩৩০৪। **শাখা : আসানসোল।**	ক) ০৭.১০.২০২৪ খ) ০৩.০৩.২০২৫ গ) **১০,৯৬,৭৯৬.৩৬ টাকা** (দশ লাখ ছিয়ানব্বই হাজার সাতশ ছিয়ানব্বই টাকা এবং ছত্রিশ পয়সা) টাকা পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য বয় সহ আদায় না হওয়া পর্যন্ত	**সম্পত্তি অমিত কুমার শ্রীবাস্তব,** পিতা বীরেন্দ্র কুমার শ্রীবাস্তব এর নামে, অমৃত অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং জি-০১, একতলা, শিব মন্দির রোড, শিব মন্দিরের নিকট, নিউ আপার চেলিডাঙ্গা, আসানসোল, পিন : ৭১৩৩০৪। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন , দলিল নং ০৬৭৬৫/২০২১, ফ্ল্যাট নং ০১ (৭০০ বর্গফুট) এবং একটি দ্বিচক্রযান পার্কিং স্পেস, অমৃত অ্যাপার্টমেন্ট, মৌজা : আসানসোল পুরসভা, থানা : আসানসোল, জেএল নং ২০, আরএস প্লট নং ২৬৩৬, এলআর প্লট নং ২৮১২, আরএস খতিয়ান নং ৯৫০, এলআর খতিয়ান নং ৮৭৯৭ এবং ১৪৪২৪, হোল্ডিং নং ২৭৬, ওয়ার্ড নং ৩ (পুরানো) এএমসি, নতুন আপার চেলিডাঙ্গা, আসানসোল, পশ্চিম বর্ধমান-৭১৩৩০৪। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : শ্রী লোকনাথ আগরওয়ালের অ্যাপার্টমেন্ট; দক্ষিণে : সোইক সিং এর ভবন; পূর্বে : গয়া রাম দত্তর ভবন; পশ্চিমে : শিব মন্দির রোড।
২.	**মেসার্স নজরুল ব্যাগ হাউস স্বত্বা : নজরুল হক মন্ডল ওরফে নজরুল মন্ডল** পিতা আবদুল কাশেম মন্ডল, গ্রাম : বালিজুড়ি, থানা : মন্তেশ্বর, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ। **বর্তমান সাকিন :** কাটোয়া রোড, বাজেপ্রতাপপুর, থানা : বর্ধমান সদর, জেলা : পূর্ব বর্ধমান পশ্চিমবঙ্গ। **শাখা : হটুদেওয়ান।**	ক) ২৬.১১.২০২৪ খ) ০৩.০৩.২০২৫ গ) **১৫,৯৫,৮৮৪.২৬ টাকা** (পনের লাখ পঁচানব্বই হাজার আটশ চুরাশি টাকা এবং ছাব্বিশ পয়সা) টাকা পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য বয় সহ আদায় না হওয়া পর্যন্ত	**সম্পত্তি নজরুল হক মন্ডল ওরফে নজরুল মন্ডল,** পিতা আবদুল কাশেম মন্ডল, গ্রাম বালিজুড়ি, থানা : মন্তেশ্বর, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, বর্তমান সাকিন : কাটোয়া রোড, বাজেপ্রতাপপুর, থানা : বর্ধমান সদর, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ এর নামে। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন বিক্রয় দলিল নং ৯৭৪/১৯৯২, জেএল নং ৬৮,মৌজা :রায়ান,এএসডিআর-বর্ধমান, এলআর খতিয়ান নং ৫৬১০, আরএস এবং এলআর প্লট নং ২১০৩, রায়ান গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : বর্ধমান সদর, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : অন্যান্যর ভবন ; দক্ষিণে : চলার পথ; পূর্বে : চলার পথ; পশ্চিমে : সড়ক।
৩.	**ঋণগ্রহীতা : শ্রী পিঙ্কু শেখ** পিতা প্রয়াত আঙ্গুর শেখ, লোকোপাড়া, ওয়ার্ড নং ০১, পুলিশ ফাঁড়ির নিকট, পো : রামপুরহাট, জেলা : বীরভূম, পিন : ৭৩১২২৪, পশ্চিমবঙ্গ। **জামিনদাতা : শ্রী রিঙ্কু শেখ,** পিতা প্রয়াত আঙ্গুর শেখ, লোকোপাড়া, ওয়ার্ড নং ০১, পুলিশ ফাঁড়ির নিকট, পো : রামপুরহাট, জেলা : বীরভূম, পিন : ৭৩১২২৪, পশ্চিমবঙ্গ। **শাখা : রামপুরহাট।**	ক) ০৩.১২.২০২৪ খ) ০৫.০৩.২০২৫ গ) **৭,৯৪,৬৪৮.০০ টাকা** (সাত লাখ চুরানব্বই হাজার ছশো আটচল্লিশ টাকা) টাকা পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য বয় সহ আদায় না হওয়া পর্যন্ত	**সম্পত্তি শ্রী পিঙ্কু শেখ,** পিতা প্রয়াত আঙ্গুর শেখ, লোকোপাড়া, ওয়ার্ড নং ০১, পুলিশ ফাঁড়ির নিকট, পো : রামপুরহাট, জেলা : বীরভূম, পিন : ৭৩১২২৪, পশ্চিমবঙ্গ। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন (বাণিজ্যিক) প্লট নং ৮৮৬ (পূর্ব) এলআর প্লট নং ১৩৯৬/৩৪২০, আরএস খতিয়ান নং ১১৪৪, এলআর খতিয়ান নং ৬৩৭৭ এবং ১১৪৯৪, মৌজা : রামপুরহাট, ওয়ার্ড নং ১২, জেএল নং ৭৭, জেলা : বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে: অ্যাডভোকেট অরুণ মুখার্জির অফিস চেম্বার; দক্ষিণে : স্টার টেইলর; পূর্বে : থানা রোড (পাকা সড়ক); পশ্চিমে : অ্যাডভোকেট অরুণ মুখার্জির ভি/এল ।
৪.	**ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতি কুরসিয়া বিবি (খাতুন)** স্বামী আবদুল মালেক শেখ, ভাবতা (উত্তরপাড়া) পো : ভাবতা, থানা : বেলডাঙ্গা, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪২১৩৪। **জামিনদাতা : আবদুল মালেক শেখ,** পিতা আবদুল রসিফ শেখ, ভাবতা (উত্তরপাড়া) পো ভাবতা, থানা :বেলডাঙ্গা, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন ৭৪২১৩৪। **শাখা : বহরমপুর**	ক) ০৭.১০.২০২৪ খ) ০৫.০৩.২০২৫ গ) **৭,২১,১২৪.৩৮ টাকা** (সাত লাখ একুশ হাজার একশ চব্বিশ টাকা এবং আটত্রিশ পয়সা) টাকা পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য বয় সহ আদায় না হওয়া পর্যন্ত	**সম্পত্তি শ্রীমতি কুরসিয়া বিবি (খাতুন),** স্বামী আবদুল মালেক শেখ, ভাবতা (উত্তরপাড়া) পো : ভাবতা, থানা : বেলডাঙ্গা, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪২১৩৪ এর নামে। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন (বসবাসের ভবন), বিক্রয় দলিল নং ৮৬২৭ তারিখ ০১.০৮.২০১২, মৌজা ভাবতা, জেএল নং ০৭, এলআর প্লট নং ১৮৪২/২৭২৯, আরএস প্লট নং দাগ : ১০২২, আরএস খতিয়ান নং সাবেক : ৫৫৫, ৪৭৩, এলআর খতিয়ান নং হাল : ১৭৮, থানা : বেলডাঙ্গা, জেলা : মুর্শিদাবাদ। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : মনিরুজ্জামানের পুকুর ; দক্ষিণে : ছাত্তার শেখ এবং গফফর শেখের সম্পত্তি; পূর্বে : আবদুর রফিক শেখ এর সম্পত্তি; পশ্চিমে : রাস্তা।
৫.	**ঋণগ্রহীতা : শ্রী নজরুল ইসলাম** পিতা ফজলুর ইসলাম, বলরামপুর, পো : লালগোলা, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪২১৪৮। **জামিনদাতা : শ্রীমতি নূরজাহান বিবি,** স্বামী নজরুল ইসলাম, বলরামপুর, পো : লালগোলা, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪২১৪৮। **শাখা : লালগোলা**	ক) ১৮.১১.২০২৪ খ) ০৫.০৩.২০২৫ গ) **৬,৮১,৬২০.০২ টাকা** (ছয় লাখ একাশি হাজার ছশো কুড়ি টাকা এবং দুই পয়সা) টাকা পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য বয় সহ আদায় না হওয়া পর্যন্ত	**সম্পত্তি : শ্রীমতি নূরজাহান বিবি,** স্বামী নজরুল ইসলাম, বলরামপুর, পো : লালগোলা, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪২১৪৮ এর নামে। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন (বসবাসের ভবন) , দান দলিল নং ৭৫৯৫/১৯৯৩, খতিয়ান নং আরএস ১০৩৩, এলআর ৬৫২৭, প্লট নং আরএস ২৪৩, এলআর ৯৪২, মৌজা : কৃষ্ণপুর, জেএল নং ৭৪, বলরামপুর, পো : লালগোলা, থানা : লালগোলা, জেলা : মুর্শিদাবাদ। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : গোলক মুস্তাফার ভবন; দক্ষিণে : খালি জমি; পূর্বে : বাঁশ ঝাড়; পশ্চিমে : এনামুল হকের ভবন।

তারিখ - ০৮.০৩.২০২৫ অনুমোদিত অফিসার
স্থান - দুর্গাপুর সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ভোটার তালিকায় পাঁচ মৃত ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ওরা নেই তবুও আছেন। একজন দু'জন নয়। মোট পাঁচজন, তাঁরা মৃত। তবুও তাঁদের নাম জ্বলজ্বল করছে ভোটার তালিকায়। বিভিন্ন নির্বাচনে ভোটও পড়েছে তাঁদের নামে বলে অভিযোগ উঠেছে। গোটা গ্রামজুড়ে অসংখ্য ভুতুড়ে ভোটারের অভিযোগ উঠেছে। শুক্রবার হবিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের কেন্দুয়া গ্রামে ভুতুড়ে ভোটারের খোঁজ প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে। সংশ্লিষ্ট এলাকার তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য মনোজিৎ ভকত এদিন বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজ করতেই হতবাক হয়ে যান। তিনি তদারকি করতি পাঁচজন মৃতের হদিশ পান যারা এখনও ভোটার তালিকায় রয়েছেন।

স্থানীয় তৃণমূল দলের পঞ্চায়েত সদস্য মনোজিৎ ভকত বলেন, 'গ্রামের ২৩৪ নম্বর বুথে সেখানেই মিলেছে ৫ জনের নাম, যাঁরা মৃত। একজন আবার নিখোঁজ ১০ বছরেরও বেশি আগে থেকে। ওই গ্রামের বাসিন্দা দীপক সাহা, দেবাশিস তামুলি, মিঠুন দাস, যামুতি রায় এবং পরিতোষ পাল সকলেই মৃত। আমরা তাঁদের বাড়ি গেলে, বাড়ির সদস্যরাও মৃত বলেই জানায়। পরিবারের লোকেরা ডেথ সার্টিফিকেটও দেখিয়েছেন। এছাড়াও লিলি সাহা নামে এই বুথেরই এক মহিলা নিখোঁজ ১০ বছরেরও আগে থেকে। বিষয়টি জানার পর প্রশাসনের নজরে আনা হবে।'

অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে ভুতুড়ে ভোটার ধরতে ময়দানে নামলেন ইংরেজবাজার পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর তথা পুরসভার চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল চৈতালী ঘোষ সরকার। শুক্রবার সাত সকালে তিনি দলীয় কর্মীদের সঙ্গে ভোটার তালিকা হাতে নিয়ে ২২ নম্বর ওয়ার্ডে ভুতুড়ে ভোটারের খোঁজে নেমে পড়েন।

উল্লেখ্য, তৃণমূল নেত্রী চৈতালী সরকার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর হলেও, তার স্বামী বাবলা সরকার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর ছিলেন। তৃণমূল নেতা বাবলা সরকার দুষ্কৃতীদের হাতে নিহত হওয়ার পর তিনি দলীয় নির্দেশে বর্তমানে ২২ নম্বর ওয়ার্ডের দায়িত্বে রয়েছেন। তাই এদিন তিনি ২২ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে ঘুরে ভুতুড়ে ভোটারের খোঁজ করেন।

তৃণমূল কাউন্সিলর চৈতালি সরকার বলেন, 'বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকার সঙ্গে এলাকার ভোটারদের নাম, ঠিকানা, এপিক কার্ড নম্বর মিলিয়ে দেখার কাজ শুরু করেছি। ভোটার তালিকায় কোনও ভুতুড়ে ভোটারের অস্তিত্ব রয়েছে কিনা তা খোঁজার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। তবে এদিন কোন ভুতুড়ে ভোটারের হদিশ মেলেনি।'

ছাত্রী-অভিভাবকের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: এমনিতেই রাজ্যের সরকারি প্রাথমিক এবং উচ্চ বিদ্যালয়গুলি ধুঁকছে। দিনের পর দিন ছাত্রছাত্রী কমছে বিদ্যালয়গুলিতে। স্কুলছুটের সংখ্যা বেড়েছে লাফিয়ে লাফিয়ে। সরকারের আপ্রাণ প্রচেষ্টা নানান সুযোগ সুবিধা ছাত্রছাত্রীদের দিয়েও লাভ হচ্ছে না। কেননা রাজ্যের সরকারি বিদ্যালয়গুলির পঠনপাঠন একেবারে তলানিতে। আর সে কারণেই অধিকাংশ মানুষজন মোটা টাকা খরচ করেই ইংরাজি মাধ্যম স্কুল মুখি হচ্ছেন।

ঠিক এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে ছাত্রী এবং তার অভিভাবকের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ উঠল প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি জামুড়িয়া শিক্ষাচক্র ২ এর ডাহুকা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। জানা যায়, প্রথম শ্রেণির ছাত্রী নূপুর বাউরি গত এক সপ্তাহ থেকে তার শারীরিক অসুস্থতার কারণে বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকতে পারেনি। তার শরীর সুস্থ হওয়ায় আজ অর্থাৎ শুক্রবার তার দিদার সাথে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়।ছাত্রীর দিদা বিদ্যালয়ে উপস্থিত না থাকার কারণ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কাছে জানাতে গেলে প্রধান শিক্ষক ছাত্রী এবং তার দিদার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ। প্রধান শিক্ষকের দূর ব্যবহারের কারণে ছাত্রী এবং ছাত্রীর দিদা কান্নাকাটি করে বাড়ি ফিরে যাওয়ার সময় স্থানীয়রা বিষয়টা জিজ্ঞাসা করলে ছাত্রীর দিদা* বিষয়টি স্থানীয়দের জানায়। এরপর স্থানীয় মানুষজন বিদ্যালয় চত্বরে জড়ো হয়ে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখায়।

ডাহুকা গ্রামের বাসিন্দা মনোজ মন্ডল জানান, প্রথম শ্রেণির ছাত্রী ও তাদের দিদার মুখে প্রধান শিক্ষকের দুর্ব্যবহারের কথা শুনে তারা বিদ্যালয়ে পৌঁছে প্রধান শিক্ষককে জিজ্ঞাসাবাদ করেন, বেগতিক বুঝে প্রধান শিক্ষক তাদের জানান, 'আমি ওদের এমনিই বকাবকি করছিলাম যাতে ভয় পেয়ে আর স্কুল কামাই না করে।' ততক্ষণে প্রধান শিক্ষকের মুখোশ খুলে গেছে গ্রামবাসীর কাছে। প্রথম শ্রেণির ছাত্রী নুপূর বাউরির দিদা জানান, প্রধান শিক্ষক হামেশাই স্কুলের ছোট ছোট শিশুদের মারতে উদ্যোগী হন। স্কুলের ছোট ছোট বাচ্চাদের স্কুলের ঝাঁট দেওয়া থেকে শুরু করে নানান কাজকর্ম করা পড়াশোনা বাদ রেখে। স্কুলের মিড ডে মিল প্রসঙ্গেও খুব খারাপ মানের খাবার দেওয়া হয় বলে অভিযোগ করেন নুপুরের দিদা। তিনি বলেন, যেদিন স্কুলে বেশি ছাত্রছাত্রী হয় না সেদিন মিড ডে মিল হয় না পাঁচ টাকার বিস্কুট ধরিয়ে দেওয়া হয় ছাত্রছাত্রীদের। যদিও এই বিষয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

জামুড়িয়া পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ জগন্নাথ ঘোপ জানান, প্রথম শ্রেণির ছাত্রী ও তার অভিভাবকের প্রতি প্রাথমিক বিদ্যালয় এর প্রধান শিক্ষকের দুর্ব্যবহারের কথা তিনি শুনেছেন এবং আগামিকালই তিনি স্কুলে গিয়ে অভিভাবক ও শিক্ষকদের নিয়ে প্রয়োজনে মিটিং করবেন। ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা যাতে না ঘটে সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন।

সন্দেশখালি জমি দখলের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: সন্দেশখালি আছে সন্দেশখালিতেই। সন্দেশখালিতে ফের জোর করে অবৈধ উপায়ে জমি দখলের অভিযোগ উঠল তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, তৃণমূলের উপপ্রধানের মদতে ও উপপ্রধানের আইন বহির্ভূত সার্টিফিকেট দেখিয়ে জোর করে জমি দখল করেছে উপপ্রধান ঘনিষ্ঠ তাপস দাস, অভিমান্যু দাস নামে নামে দুই সক্রিয় তৃণমূল কর্মী। অভিযোগ জানিয়েও মিলছে না সুরাহা।

সন্দেশখালিতে আন্দোলন ও শেখ শাহাজাহান গ্রেপ্তারের পর দখল করা জমি উদ্ধার করে জমি মালিকদের ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দিন গড়াতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি ও দলীয় পতাকা লাগিয়ে নতুন করে জমি দখলের কাজ শুরু হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে সন্দেশখালি ১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত ন্যাজাট২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ আখড়াতলা এলাকায়।

অভিযোগ, গত কয়েক মাস আগে ৪২ শতক জমি কেনে ওই এলাকার আশিক ইকবাল ও বুবাই ঘোষ নামে দুই ব্যক্তি। তাদের কেনা জমিতে যখন বাড়ি করতে যায় তখনই বাধা দেয় ওই এলাকার তাপস দাস, অভিমন্যু দাস নামে এলাকার দুই তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী। তারা আশিক ইকবাল ও বুবাই ঘোষকে খুনের হুমকি দেখিয়ে জোর করে রাতারাতি ওই জায়গায় দু'টি অস্থায়ী ঘর বানিয়ে তৃণমূলের দলীয় পতাকা টানিয়ে দেয়। এরপর এই জমি দখল করে নেওয়ার অভিযোগ জানিয়ে আশিক ইকবাল ও বুবাই ঘোষ ন্যাজাট থানায় লিখিত অভিযোগ জানায়। জানানোর পরেও আজও পর্যন্ত কোন সুরাহা হয়নি।

রাতারাতি তৈরি করা ওই অস্থায়ী ঘর থেকে তৃণমূলের দলীয় পতাকা খুলে নিজেদের জায়গা দখল করতে যায় আশিক ইকবাল ও বুবাই ঘোষ। তখনই এলাকার তৃণমূল কর্মী তাপস দাস ও অভিমান্য দাশ দুজনে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান জগদীশচন্দ্র রায়ের একটি দখলদারি সার্টিফিকেট দিয়ে দেয় যেটা কিনা সম্পূর্ণ আইন বহির্ভূত । আর এটা যে আইন বহির্ভূত সেটা ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান স্বীকারও করে নিয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান জগদীশচন্দ্র রায়ের দাবি ওই জায়গা গত ৩০ বছর ধরে দখল করে আসছে ওই এলাকার তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী তাপস দাস ও অভিমান্য দাস, অথচ তাদের কোনও নথি নেই জায়গা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে। কিন্তু ওই জমিতে তারা ৩০ বছর ধরে বসবাস করছে না। গত কয়েক মাস আগে ওই জমির ওপর জোর করে তারা দু'টি বাড়ি বানিয়েছে এমনটাই দাবি করেছেন এলাকার সাধারণ মানুষেরা।

সম্প্রতি যে বাড়ি তৈরি করা হয়েছে তা তৈরি করা বাড়ি দেখেই বোঝা যাচ্ছে। তৈরি করা বাড়ি যে ৩০ বছরে পুরনো নয় সেটা যে সম্প্রতি তৈরি করা তা পরিষ্কার ভাবে বোঝাই যাচ্ছে এবং বাড়ির দর্মার বেড়ার ওপর তৃণমূল সুপ্রিয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর ছবি ও বিশ্ব বাংলার লোগো আঁকা আছে যা পরিস্কার ভাবে বোঝা যায়, জোর করে জমি দখল নিয়ে রাতারাতি বাড়ি তৈরি করে নিয়েছেন তৃণমূলের কর্মীরা। তৃণমূলের কর্মী বলেই বাড়ি বেড়ার গায়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ও বিশ্ব বাংলা লোগো ছবি সহ ব্যানার ঝুলছে। কিন্তু তাদের এই কেনা সম্পত্তি কবে ফেরত পাবে সেই দিকেই তাকিয়ে ওই এলাকার আশিক ইকবাল মোল্লা ও বুবাই ঘোষ।

ভুয়ো ভোটারের অভিযোগ, খতিয়ে দেখার আশ্বাস বিডিওর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: ভুয়ো ভোটার বিজেপি কর্মীর অভিযোগ তৃণমূলের পালটা মিথ্যা অভিযোগ দাবি বিজেপির, অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে জানালেন বিডিও। উত্তর ২৪ পরগনার বাগদার বয়রা গ্রাম পঞ্চায়েতের সলক গ্রামের এক বাসিন্দার ২০২৪ সালে ভোটার লিস্টে নাম ছিল অসীম দে, বাবা দুলাল দে এপিক নম্বর ছিল WKM ১১৬৪৫০৮। ২০২৫ সালের ভোটার লিস্টে ওই WKM ১১৬৪৫০৮ এপিক নম্বর ও ছবি একই কিন্তু নাম পরিবর্তন করে হয়ে যায় সুভাষ কবিরাজ বাবা বাশিরাম কবিরাজ। শুক্রবার বাগদার বয়রা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অসিত মণ্ডল দাবি করেন ২০২৫ সালের ভোটার লিস্ট অনুসারে এই সুভাষ কবিরাজ ভুয়ো ভোটার ইনি বাংলাদেশ থেকে এসেছেন এবং ওই ব্যক্তি একজন বিজেপি কর্মী। বিজেপি এই ধরনের ভুয়ো ভোটারের ওপর ভিত্তি করে ২০২৬ সালের ভোট জিততে চেয়েছিল কিন্তু সেটা পারবে না। এই বিষয়ে বিডিওর কাছে এক মহিলা অভিযোগ করেছেন। বিডিও এই বিষয়ে ব্যবস্থা নিক।

অন্যদিকে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই অসীম দে (সুভাষ কবিরাজ) জানিয়েছেন, 'আমার ভোটার লিস্টে নাম ভুল ছিল। আমি এফিডেভিট করে নাম পরিবর্তন করেছি। আমি বিজেপি কর্মী। আমি বিরোধী দল করি বলে তৃণমূলরা এই ধরনের অভিযোগ করছে।' যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের সব অভিযোগকে অস্বীকার করেছেন বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির যুব মোর্চার সহ-সভাপতি দেবব্রত ঢালী। তিনি বলেন, উনি আদতেই বিজেপি কর্মী কিনা আমার জানা নেই। আর এই ধরনের সমস্ত ভুয়া ভোটারের দায় নিতে হবে রাজ্য সরকারকে। তাই সরকারি অফিসারদের পরিচালনা করে।

এই বিষয়ে বাগদার বিডিও প্রসূন প্রামানিক জানিয়েছেন,' এই বিষয়ে লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। আমরা বিষয়টিকে খতিয়ে দেখছি।'

হাসপাতালে অ্যাম্বুল্যান্স না মেলায় রোগী মৃত্যুর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: হাসপাতালের এমারজেন্সি গেটে যে কেউ মেলেনি সাড়া। এমনকি এম্বুলেন্সও যেতে চায় নি। আর এরই মৃত্যু হয়েছে এক রোগীর। এমনটাই অভিযোগ উঠল হাওড়ার শ্যামপুর এর কমলপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বিরুদ্ধে।

জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যা নিয়ে কমলপুর হাসপাতালে ভর্তি হতে আসেন জনৈক সুলতানা বিবি (৫৫)। তিনি আদতে ক্যানিংয়ের বাসিন্দা। শিবগঞ্জে আত্মীয়র বাড়িতে এসেছিলেন। যেদিন রাতে হঠাৎ করি তার শ্বাসকষ্ট শুরু হওয়ায় আত্মীয় পরিজন কমলপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে তাকে নিয়ে আসে। কিন্তু এই সময় এমারজেন্সি গেট বন্ধ থাকায় বেশ কিছুক্ষণ ডাকাডাকিতে সময় চলে যায়। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর ইমারজেন্সি গেট খুলে হাসপাতালে কর্মীরা। এরপর কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে উলুবেরিয়া শরৎচন্দ্র মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করার জন্য রেফার করেন। অভিযোগ সেই সময় হাসপাতালে গেটে চা কি অ্যাম্বুল্যান্স দাঁড়িয়ে থাকলেও এবং কি অ্যাম্বুল্যান্স চালককে ফোন করলেও কোন অ্যাম্বুল্যান্স কমলপুর থেকে উলুবেরিয়া যেতে রাজি হয়নি। এর ফলে বাধ্য হয়ে অত্যন্ত বেশি ভাড়া দিয়ে কমলপুর থেকে ভাড়া গাড়িতে উলবেরিয়া নিয়ে যায় রোগীর আত্মীয়-স্বজন সেখানেই তাকে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। রোগী রাত্রের অভিযোগ যদি ঠিক সময়ে এমারজেন্সি গেট খুলত এবং অ্যাম্বুলেন্স যদি খুব দ্রুততার সঙ্গে উলুবেরিয়া শরৎচন্দ্র মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যেত তাহলে রোগীর মৃত্যু হতো না। যদিও এই ব্যাপারে কমলপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র কর্তৃপক্ষ কোনও মন্তব্য করতে চায়নি।

ফের ভুয়ো ভোটার !

নিজস্ব প্রতিবেদন, বামনগাছি: ভোটার লিস্টে কারচুপির অভিযোগ তুলেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মন্তব্যের পর ভোটার লিস্ট ও ভুয়ো ভোটার সংক্রান্ত বহু অসঙ্গতি ও অভিষেক সামনে আসছে। তাতে নবতম সংযোজন উত্তর ২৪ পরগনার বারাসত ১ নম্বর ব্লকের ছোট জাগুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বামনগাছি। এখানে অভিযোগ উঠেছে অন্যের নথি দিয়ে তার নাম, পদবি ব্যবহার করে, তাকে বাবা সাজিয়ে অসৎ উপায়ে ভোটার লিসটে নাম তুলেছেন জ্যোতি রায় নামে এক মহিলা।

অভিযোগকারী বামনগাছি এলাকার মণ্ডলগাঁথির বামনপাড়া ২৬ নম্বর পার্টে বাসিন্দা বাসুদের রায়। বাসুদেববাবু ইতিমধ্যেই ডিএম ও বিডিওকে অভিযোগও জানিয়েছেন বলেই দাবি করেছেন। বাসুদেরবাবুর অভিযোগ, তার অজ্ঞাতে তারই নথি জাল করে তার নাম ও পদবি ব্যবহার করে জ্যোতি রায় নামে এক বিবাহিত মহিলা তাকে বাবা সাজিয়ে নতুন ভোটার লিষ্টে নাম তুলেছেন। জ্যোতি রায়ের স্বামীর নাম বিপ্লব রায়।

বাসুদেববাবু আরও জানান, তার স্ত্রী আরতি রায়। দুই মেয়ের নাম যুথি রায় এবং মুক্তা রায়। তারা বিবাহিত। জ্যোতি রায় বলে তার কোনও মেয়ে নেই এবং ২৬ নম্বর পার্টে তিনি ছাড়া বাসুদেব রায় নামে অন্য কোন ব্যক্তি নেই। সেক্ষেত্রে বাসুদেববাবুকে না জানিয়ে তার নথি জাল করে তার নাম, পদবি ব্যবহার করে, তাকে বাবা সাজিয়ে বাংলাদেশি মহিলা জ্যোতি রায় অন্যায় ভাবে তার নাম ভোটার লিস্টে তুলেছে। পরবর্তীতে বাবার নাম ভুল আছে বলে নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন করবেন এবং নির্দিষ্ট ফর্ম ফিলাপ করে বাবার নাম সংশোধন করে করে নিজের স্বামীর নাম যোগ করে বৈধ ভোটার হয়ে যাবেন বলে বাসুদেব বাবুর অনুমান। তার দাবি, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ভুয়ো ভোটার ও ভোটার লিষ্ট নিয়ে যে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছিলেন তা যে সবটাই সত্য তার জলজ্যান্ত প্রমাণ এই জ্যোতি রায়।

৭ দফা দাবিতে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তরে তুমুল বিক্ষোভ আশাকর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বকেয়া থাকা ৩ থেকে ৫ মাসের ভাতা প্রদান, মাসিক ভাতা বৃদ্ধি করে ১৫ হাজার টাকা করা, কর্মরত অবস্থায় মৃত আশাকর্মীদের পরিবারকে এককালীন ৫ লক্ষ টাকা দেওয়া সহ মোট ৭ দফা দাবিতে শুক্রবার বাঁকুড়া জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তরে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন আশাকর্মীরা। অবিলম্বে দাবি পূরণ না হলে আগামীদিনে সমস্ত কাজ বন্ধ করার হুঁশিয়ারি দিলেন আন্দোলনকারী আশাকর্মীরা।

গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিসেবার অন্যতম স্তম্ভ আশাকর্মীরা। সরকারি বিভিন্ন টিকা কর্মসূচি থেকে শুরু করে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব নিশ্চিত করা এবং বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমীক্ষার দায়িত্ব থাকে এই আশাকর্মীদের কাঁধে। শুধুমাত্র বাঁকুড়া স্বাস্থ্য জেলাতেই এই আশাকর্মীর সংখ্যা ১৬০০ র কাছাকাছি। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই কর্মীরা দীর্ঘদিন ধরেই বঞ্চিত।

আশাকর্মীদের দাবি, সারা মাস কাজ করার পর ভাতা হিসাবে তাঁরা ভাতা হিসাবে হাতে পান মাত্র ৫২৫০ টাকা। সেই ভাতাও বকেয়া পড়ে রয়েছে ৩ থেকে ৫ মাস। অত্যধিক কাজের চাপে নাকাল আশাকর্মীরা আশা করেছিলেন এবার কেন্দ্র ও রাজ্যের বাজেটে কিছুটা হলেও পরিস্থিতির বদল হবে। কিন্তু তা হয়নি। এই পরিস্থিতিতে অবিলম্বে আশা কর্মীদের ভাতা বৃদ্ধি করে মাসিক ১৫ হাজার টাকা করা, নিয়মিত ভাতা প্রদান করা ও কর্মরত অবস্থায় মৃত আশাকর্মীদের এককালীন ৫ লক্ষ টাকা দেওয়ার দাবিতে এদিন বাঁকুড়া স্বাস্থ্য জেলার মূখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দফতরে বিক্ষোভ দেখান আশাকর্মীরা। এরপরেও দাবি পূরণ না হলে জেলাজুড়ে কাজ বন্ধের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আন্দোলনরত আশাকর্মীরা।

বাংলাদেশের স্কুলের শিক্ষক ভারতে ভোটার তালিকায় নাম !

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: ভিন দেশ অর্থাৎ বাংলাদেশের স্কুলের শিক্ষক ভারতে ভোটার তালিকায় নাম। ভারতে রয়েছে তার পরিবারও, এমনই ভুতুড়ে ভোটারের খোঁজ দিলেন এবার পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভার বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়। ভোটার লিস্ট হাতে সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার সামনে শুক্রবার এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করেন বিধায়ক। জানা গিয়েছে পূর্বস্থলী ২ নম্বর ব্লকে ভারতে থাকা তার ভোটার তালিকা অনুযায়ী ভৃগুরাম দাস, কালেখাতলা ১ নম্বর পঞ্চায়েতের নন্দীগ্রামের বাসিন্দা। তার স্ত্রী সুলেখা রানি দাস তার এক ছেলে এবং বউমা ও নাতনিকে নিয়ে এখানেই থাকেন। মাঝেমধ্যেই তিনি এই বাড়িতেও আসা-যাওয়া করেন। বাংলাদেশেও রয়েছে তার ভোটার কার্ড। সেখানেও তিনি তার ভোটাধিকার প্রদান করেন বা ভোট দেন, এমনকি সেখানে একটি স্কুলের শিক্ষক তিনি।

একইভাবে ভারত এবং বাংলাদেশের কী ভাবে তিনি নাগরিক হয়ে উঠলেন প্রশ্ন তুলেছেন পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভার বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভোটার তালিকা স্ক্রুটিনি করে দেখার কথা বলার পরই নড়েচড়ে বসেছে তৃণমূল নেতৃত্ব। এরপরই এমন ভুতুড়ে ভোটারের সন্ধান মিলেছে পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভায়। পাশাপাশি বিধায়ক আরও অভিযোগ করেন, তার বিধানসভা এলাকায় এখনও প্রায় ৪০০ ভুয়ো এইরকম ভোটারের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, যাদের কোন অস্তিত্বই নেই।

এই ঘটনা প্রসঙ্গে শুক্রবার ভৃগুরাম দাসের বাড়িতে পৌঁছলে তার স্ত্রী সুলেখা রানি দাস স্বীকার করে নেন যে, তার স্বামীর বাংলাদেশে নাগরিকত্ব রয়েছে। পাশাপাশি তার ভারতেও ভোটার কার্ডে নাম রয়েছে। তবে প্রায় বছর তিনেক তিনি এখানে আসেননি বলেও জানিয়েছেন তিনি। এমনই ভুতুড়ে ভোটারের খোঁজ পাওয়ায় এলাকায় মধ্য ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

রেলের উচ্ছেদের প্রতিবাদে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: সবজি বাজার বসাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় ঝাড়গ্রামের স্টেশন চত্বরে। রেলের জায়গায় সবজি ব্যবসায়ীদের বসতে না দেওয়ায় দীর্ঘক্ষণ রাস্তা অবরোধ করেন সবজি ব্যবসায়ীরা।

এদিন ভোরে যখন ব্যবসায়ীরা রেলের জায়গায় বসতে যায় তখন আর পি এফের তরফ থেকে তাঁদের বসতে বাধা দেওয়া হয়। ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীরা তারই প্রতিবাদে রাস্তায় সবজি ফেলে বিক্ষোভ অবস্থান শুরু করেন। সবজি ব্যবসায়ীদের দাবি, 'কোনও রকম আগাম নোটিশ ছাড়াই রেল কর্তৃপক্ষ আমাদের বসতে বাধা দেয়। রেলের উন্নয়নের জন্য ওই জায়গা ব্যবহার করা হলে আমাদের কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু আমাদের পেটে লাথি মেরে সেই উন্নয়ন আমরা মেনে নেব না।' সবজি ব্যবসায়ীরা দীর্ঘক্ষণ অবরোধ করার পর ঝাড়গ্রাম জিআরপিএফের আধিকারিক তাদের সঙ্গে কথা বলেন। এরপর অবরোধ উঠে যায়। সবজি বয়সায়ীদের তরফ থেকে জানানো হয়, রেল পুলিশ জানিয়েছে, পরবর্তীকালে উচ্ছেদ করার আগে জেলাশাসকের উপস্থিতিতে ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

ঠিকা শ্রমিকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: বৃহস্পতিবার অণ্ডালের সিদুলি চার নম্বর এলাকায় ঠিকা শ্রমিকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল তার নিজের বাড়িতেই। রহস্যজনক এই ঘটনায় শোকের ছায়া মৃতর পরিবারে। মৃত ঠিকা শ্রমিকের নাম বাচ্চু ভূঁইয়া, বয়স আনুমানিক ৪০*বছর। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বাচ্চু এলাকায় একটি বেসরকারি সংস্থায় নিরাপত্তারক্ষী হিসেবে কাজ করত। মৃত ঠিকা শ্রমিকের ভাই প্রদীপ ভূঁইয়া জানান, বৃহস্পতিবার তার দাদা নিজের কাজ থেকে বাড়ি ফিরে এসেছিল। এমনিতেই বাড়িতে কোন অশান্তি বা ঝগড়া ঝামেলা হয়নি। খাওয়া-দাওয়ার পর বাচ্চু তার নিজের শোবার ঘরে শুতে যায়। কোন কারণবশত বেশ কিছুক্ষণ পর বাচ্চুর মা বাচ্চুকে ডাকতে গেলে ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ থাকায়, সাড়া পাওয়া না যাওয়ায় সন্দেহ হলে পাড়ার লোকজনদের ডাকাডাকি করে। পরে পাড়ার লোকজন এবং বাচ্চুর ভাই প্রদীপ এসে জানালা দিয়ে দেখে তার দাদার ঝুলন্ত দেহ। খবর দেওয়া হয় অণ্ডাল থানার বন বহাল ফাঁড়ির পুলিশকে। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। ঘটনায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু হয়েছে।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসকের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা গায়েবের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বেশ কিছুদিন ধরেই চলছিল বিষয়টি। তবে এবার যা হল, তাতে মাথায় হাত চিকিৎসকের। টাকা তুলছেন না, অথচ টাকা গায়েব হয়ে যাচ্ছে। এক হাজার-দু হাজার নয়, লক্ষ লক্ষ টাকা। মেয়ের ভর্তি, ফ্ল্যাটের ইএমআই দেওয়ার টাকাটুকুও নেই তাঁর কাছে!

শ্রীরামপুরের চাঁপসরা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক শর্মিষ্ঠা গোস্বামী। হুগলির বৈদ্যবাটিতে থাকেন তিনি। বৈদ্যবাটির একটি বেসরকারি ব্যাঙ্কে তাঁর 'স্যালারি অ্যাকাউন্ট' আছে। তাঁর অভিযোগ, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি তাঁর অ্যাকাউন্টে বেতন ঢোকে। ৪ তারিখে তিনি জানতে পারেন তার অ্যাকাউন্টে কোনও টাকাই নেই। ওই চিকিৎসক জানান, অন্য একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকেও কয়েক লক্ষ টাকা গায়েব হয়ে গিয়েছে তাঁর। সদ্য মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে তাঁর মেয়ে। একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি করার জন্য প্রায় তিন লক্ষ টাকা অ্যাকাউন্টে রেখেছিলেন তিনি। সে টাকাও খোয়া যায়। কেষ্টপুরে তাঁর মা এবং মেয়ে থাকেন। তাঁদের টাকা পাঠাতে হয়। কিন্তু এই মুহূর্তে তাঁর হাতে কোনও টাকাই নেই।

বৈদ্যবাটির ফ্ল্যাটের জন্য মাসে ১০ হাজার টাকা ইএমআই দিতে হয়। এলআইসি ও মেডিক্লেমের জন্যও মাসে মাসে টাকা লাগে। সেই টাকা কোথা থেকে পাবেন বুঝতে পারছেন না চিকিৎসক। তাঁর দাবি, এর আগে অ্যাকাউন্ট থেকে যখন টাকা গায়েব হয়ে গিয়েছিল তখন তাঁকে অ্যাকাউন্ট পরিবর্তন করার পরামর্শ দেওয়া হয়। সেই মতো এই নতুন অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছিল।

বিষয়টি জানতে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কে গিয়েছিলেন তিনি। ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি ব্যাঙ্কের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে চাঁপসরা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়।

চিকিৎসকের অভিযোগ, বেশ কিছুদিন ধরে তাঁর অ্যাকাউন্ট কেউ বা কারা টাকা তুলে নিচ্ছে, তা তিনি টের পেয়েছিলেন। কিন্তু কে টাকা তুলছে, কীভাবে তুলছে, সেটা জানা যাচ্ছিল না। আর মার্চ মাসে বেতন ঢোকার পর টাকা তুলতে গিয়ে তিনি দেখেন অ্যাকাউন্ট ফাঁকা! তিনি জানান, তাঁর হিসেব বলছে, এই কয়েকদিনের মধ্যে প্রায় ৮০ হাজার টাকা খোয়া গিয়েছে তাঁর।

চিকিৎসকের দাবি, তিনি কোন ইউপিআই ট্রানজাকশন করেননি। তা সত্ত্বেও তার অ্যাকউন্ট থেকে টাকা গায়েব হয়ে যাচ্ছে। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ তাঁকে জানিয়েছে, আধার কার্ডের সঙ্গে অ্যাকাউন্ট লিঙ্ক করায় সেটি হ্যাক হয়ে গিয়েছে। সাইবার বিশেষজ্ঞদের মতে অনেক সময় অনলাইন ট্রানজাকশন করলে সেখান থেকে টাকা খোয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এক্ষেত্রে কী ঘটেছে বা ওই অ্যাকাউন্টের নিয়ন্ত্রণ অন্য কারও হাতে আছে কি না, সেটা জানার প্রয়োজন আছে। ন্যাশনাল সাইবার হেল্পলাইন নম্বর ১৯৩- তে ফোন করার পাশাপাশি এনসিআরপি ও চন্দননগর সাইবার ক্রাইমে অভিযোগ জানিয়েছেন ওই চিকিৎসক।

ছাদে বাগান বাঁচাতে ফাঁদ বিপন্ন হনুমান ও পাখি

মনোজ চক্রবর্তী

উলুবেড়িয়া: যত দিন যাচ্ছে ততই কমছে চাষাবাদের জন্য জমির ব্যবহার।ফ্লাট কালচার ও প্রমোটিং ক্রমশ গ্রাস করছে চাষ যোগ্য জমি। উল্লেখ্য, গ্রামীণ এলাকাতে ও ফ্ল্যাট কালচারের আধিক্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ফলে মানুষ প্রয়োজন এবং শখের তাগিদে ছাদে বাগান করছে। আর শখের সেই বাগানের সবজি, ফল ইত্যাদি ফলিয়ে রীতিমতো আনন্দিত হাওড়া গ্রামীণ এলাকার বহু মানুষ।

হাওড়ার জগৎবল্লভপুর, আমতা, বাগনান, উলুবেড়িয়া সহ কয়েকটি থানা এলাকায় ঘুরলেই দেখা মিলবে বেশ কিছু বাড়ির ছাদে ফল ফুলের চাষ হয়েছে। কিন্তু হনুমান ও পাখির হাত থেকে এই শখের বাগান বাঁচাতে ওপর থেকে নাইলনের ফাঁদ মেলে রাখছে একদল গৃহস্থ। আর এতেই জীবন সংশয় হয়ে উঠছে হনুমান ও নানান ধরনের পাখির। কয়েকদিন আগে আমতার সোনামুই গ্রামের এক ব্যক্তির ছাদে পাতা এই ধরনের ফাঁদে জড়িয়ে মৃত্যুর মুখে পড়েছিল এক হনুমান শাবক। সে যাত্রায় পরিবেশ কর্মী প্রদীপ রীতের উদ্যোগে হনুমান শাবকটিকে বাঁচানো গেলেও এই ধরনের ফাঁদ টাঙানো নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে পরিবেশ কর্মীরা।

বিশিষ্ট বন্যপ্রাণ সংরক্ষণকারী চিত্রক প্রামানিক আবেদন করেন, 'শখের ছাদ বাগানে সরু নাইলন জাল লাগাবেন না। মোটা ফাঁক যুক্ত জাল লাগান অথবা ধোঁকা (মানুষ আকৃতির পুতুল) জাতীয় কিছু টাঙিয়ে রাখুন। যাতে আটকে গেলে ও অবলা পশু পাখিরা সহজে বেরিয়ে যেতে পারে। না হলে এদের বাঁচানো যাবে না।'

উল্লেখ্য, পরিবেশ ও সংবেদনশীল মানুষের চাপের ফলে পুকুরে ফাঁদ বন্ধ করা গিয়েছে অনেকটাই। কিন্তু এবার দাবি উঠছে ছাদ বাগানে নাইলন ফাঁদ না লাগানোর।

ফাইনালের ফল ঠিক করে দিতে পারে যে ৫ 'ফ্যাক্টর'

নিজস্ব প্রতিনিধি: মঞ্চ প্রস্তুত। আগামী রোববার চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ফাইনালের সেই মঞ্চে ভারত খেলবে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে। ফাইনালে ভারতকেই ফেবারিট মনে করা হচ্ছে। টুর্নামেন্টে রোহিত শর্মার দল হারেনি একটি ম্যাচও। নিউজিল্যান্ডও চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে দারুণ খেলেছে। তবে তাদের একমাত্র হারটি এই ভারতের বিপক্ষেই। সেটি আবার ফাইনালের ভেন্যু দুবাইয়ে।

দুই দলের সেই ফাইনালে শেষ পর্যন্ত পার্থক্য গড়ে দিতে পারে এমন ৫টি বিষয়;

রহস্যময় বরুণ চক্রবর্তী

ভারতের স্কোয়াডে ছিলেন না। হঠাৎই এলেন এবং এসে ঝড় তুললেন। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচেই বরুণ নেন ৫ উইকেট। যেটি ছিল ওয়ানডেতে তাঁর দ্বিতীয় ম্যাচ। এরপর অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষেও নিলেন ২ উইকেট, যার মধ্যে একটি ট্রাভিস হেডের।

মাত্র ৩টি ওয়ানডে খেলা এই স্পিনারই ফাইনালে ভারতের তুরুপের তাস হতে পারেন। নিউজিল্যান্ডের কোচ গ্যারি স্টিড আজ বলেছেন;ফাইনালে তাদের হুমকি হতে পারেন বরুণ।

রবীন্দ্র-উইলিয়ামসনের শুরু

লাহোরে দুজনই সেঞ্চুরি করেছেন। কেইন উইলিয়ামসন ও রাচিন রবীন্দ্রর সেই সেঞ্চুরিতেই দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে বড় স্কোর গড়েছিল নিউজিল্যান্ড। দুজনের খেলার ধরনও ভিন্ন। উইলিয়ামসন যেখানে রয়েসয়ে উইকেটে থাকেন, সেখানে রবীন্দ্র খেলেন ব্যাট চালিয়ে। এই দুই ভিন্নধর্মী ব্যাটসম্যান ফাইনালে কেমন করেন তার ওপর অনেক কিছুই নির্ভর করবে।

রোহিতের 'ছোট' ইনিংসের বড় প্রভাব

বড় রান পাচ্ছেন না। ইংল্যান্ড বিপক্ষে ঘরের মাঠে ওয়ানডে সিরিজে ১টি সেঞ্চুরি করার পর থেকে লা ৫ ইনিংসে তাঁর সর্বোচ্চ ৪১। এরপরও ফাইনালে ভারতের শুরু নির্ভর করছে রোহিতের ওপর।

কারণ তিন বছর ধরেই ওয়ানডে ক্রিকেটে টি-টোয়েন্টির মতো করে খেলার চেষ্টা করছেন রোহিত। এই সময়ে ৪২ ম্যাচে তিনি ব্যাটিং করেছেন ১১৮.৭৭ স্ট্রাইক রেটে, যা তাঁর ক্যারিয়ার স্ট্রাইক রেটের চেয়ে অনেক বেশি;৯২.৮১। তাই উইকেটে কিছু সময় রোহিত টিকে গেলে উড়ন্ত শুরু পেতে পারে ভারত। আর রোহিতের তৈরি করা মঞ্চে পারফর্ম করার জন্য বাকিরা তো আছেনই।

হেনরি থাকছেন নাকি থাকছেন না?

টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি ম্যাট হেনরি। ৪ ম্যাচে নিয়েছেন ১০ উইকেট। ২০২৩ সাল থেকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি উইকেট হেনরির। ৬৬ ইনিংসে নিয়েছেন ১৩৬ উইকেট।

মানে অনেক দিন ধরেই একইভাবে পারফর্ম করে যাচ্ছেন এই পেসার। তবে ফাইনালে ভারতের বিপক্ষে তাঁকে না-ও পেতে পারে নিউজিল্যান্ড। লাহোরে গত পরশু দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সেমিফাইনালে কাঁধে চোট পেয়েছেন এই ডানহাতি পেসার।

পিচের ধাঁধা

দুবাইয়ের উইকেট হতে পারে রহস্যময় চরিত্র। ভারত শুরু থেকে এখানেই খেলছে। নিউজিল্যান্ডেরও এখানে খেলার অভিজ্ঞতা আছে। ভারতের বিপক্ষে গ্রুপ পর্বের ম্যাচটি তো এখানেই হয়েছে।

এখানের পিচ ধীরগতির, স্পিনারদের জন্য সহায়ক। অন্যদিকে পাকিস্তানের পিচগুলো ব্যাটসম্যানদের জন্য স্বর্গ! সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ড সেখানে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির রেকর্ড ৩৬২ তুলেছিল।

এখন প্রশ্ন একটাই, দুবাইয়ের ধীরগতির উইকেট কি ভারতকে বাড়তি সুবিধা দেবে নাকি নিউজিল্যান্ডকে? সব প্রশ্নের উত্তর মিলবে দুবাইয়ের ফাইনালের মহারণে!

২০৩০ বিশ্বকাপে ৬৪ দলকে খেলানোর প্রস্তাব, বিবেচনা ফিফার

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১৯৯৮ সালে ফ্রান্স বিশ্বকাপ থেকে শুরু হওয়ার পর ২০২২ কাতার বিশ্বকাপ দিয়ে শেষ হয়েছে ৩২ দলের বিশ্বকাপ অধ্যায়। ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলবে ৪৮ দল। তবে পরের বিশ্বকাপে, অর্থাৎ ২০৩০ সালে বদলে যেতে পারে দলের সংখ্যা। ফিফা এখন বিশ্বকাপের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে ৪৮ দলের পরিবর্তে ৬৪ দল খেলানোর প্রস্তাব যাচাই-বাছাই করে দেখছে।

২০৩০ বিশ্বকাপ আয়োজনের পরিকল্পনা এরই মধ্যে জটিলতা তৈরি করেছে। সেবারের বিশ্বকাপ খেলা হবে তিনটি ভিন্ন মহাদেশে। যেখানে মূল আয়োজক হিসেবে আছে স্পেন, পর্তুগাল ও মরক্কো। আর বিশ্বকাপ আয়োজনের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে উরুগুয়ে, আর্জেন্টিনা ও প্যারাগুয়েতে খেলা হবে একটি একটি করে ম্যাচ।

১৯৩০ সালে প্রথম বিশ্বকাপ আয়োজন করা হয়েছিল উরুগুয়েতে। তবে এসব নিয়ে আলোচনার মধ্যেই নতুন করে দাবি উঠেছে টুর্নামেন্টে দলসংখ্যা বাড়িয়ে ৬৪ করতে।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম 'দ্য টাইমস' জানিয়েছে, উরুগুয়ে ফিফা কাউন্সিল সদস্য ইগনাসিও আলোনসো গত বুধবার ফিফার বৈঠকে এই প্রস্তাব দেন। সেখানে ফুটবল-সংশ্লিষ্ট সিনিয়র ব্যক্তিরা এ নিয়ে শঙ্কার কথাও জানান। তবে ফিফা প্রেসিডেন্ট গিয়ানি ইনফান্তিনো নাকি এই প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখার কথা বলেছেন।

২০৩০ বিশ্বকাপ আয়োজন নিয়ে অবশ্য আগে থেকেই সমালোচনা ছিল। বলা হচ্ছিল, বিভিন্ন দেশে আয়োজনের কারণে পরিবেশের ওপর এর বিরূপ প্রভাব পড়বে। কারণ, এক দেশ থেকে অন্য দেশে যেতে দলগুলো এবং সমর্থকদের প্রচুর বিমান ভ্রমণ করতে হবে। এই অবস্থায় দলের সংখ্যা যদি আরও বাড়ানো হয়, তবে সেটি পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাবকে আরও বাড়িয়ে দেবে।

এদিকে বিশ্বকাপে দলের সংখ্যা ৬৪ করার প্রস্তাবকে 'পাগলামি' বলেছেন ফুটবল-সংশ্লিষ্ট এক সিনিয়র অফিশিয়াল। তাঁর আশা, 'যত দ্রুত সম্ভব'ই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হবে। তবে ধারণা করা হচ্ছে, এই প্রস্তাব ফিফা কাউন্সিলে উপস্থাপনের ব্যাপারে ভেতর থেকে বেশ উৎসাহই পেয়েছেন আলোনসো। এমনকি অন্য এক সূত্রের দাবি, ইনফান্তিনো আগে থেকে জানতেন, ৬৪ দল নিয়ে ২০৩০ বিশ্বকাপ আয়োজনের প্রস্তাব দেবেন আলোনসো।

প্রস্তাবিত ৬৪ দলের বিশ্বকাপ নিয়ে একটি বিবৃতিও দিয়েছে ফিফা, '২০৩০ সালে শতবর্ষ উদ্যাপন উপলক্ষে ৬৪ দল নিয়ে বিশ্বকাপ আয়োজনের প্রস্তাবটি যাচাই করা হচ্ছে। ৫ মার্চ ফিফা কাউন্সিল মিটিংয়ের শেষ দিকে ফিফার একজন কাউন্সিল সদস্য বিবিধ এজেন্ডার আলোচনায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ প্রস্তাব দেন। ফিফার দায়িত্ব হচ্ছে কাউন্সিল সদস্যদের যেকোনো প্রস্তাবকে আমলে নিয়ে যাচাই করে দেখা।'

এখন দলের সংখ্যা যদি বাড়ানো হয়, তবে সেটি প্রতিযোগিতার বাছাইপর্বকেও জটিল করে তুলতে পারে, যা কিনা অনেক দেশের আয়ের উৎসও বটে। পাশাপাশি এত বেশি দল নিয়ে বিশ্বকাপ আয়োজন মানে বাছাইপর্বের গুরুত্ব তলানিতে নেমে যাওয়া।

যার ফলে ভক্ত ও সম্প্রচারকদের কাছেও টুর্নামেন্টের আকর্ষণ অনেকাংশে কমে যাবে। ধারণা করা হচ্ছে, এই প্রস্তাব অনেক মহলে বিরোধিতার মুখে পড়তে পারে। যেমনটি এর আগে ৪ বছরের জায়গায় ২ বছর পরপর বিশ্বকাপ আয়োজনে সৌদি আরবের দেওয়া প্রস্তাবের সময় হয়েছিল।

৪৮ দলের কারণে এরই মধ্যে ৬৪ থেকে ম্যাচ বেড়ে ১০৪-এ গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন দলের সংখ্যা বেড়ে যদি ৬৪ হয়, তবে ম্যাচ বেড়ে অন্তত ১২৮ হবে, যা কারিগরি দিকসহ অন্যান্য কাজকে অনেক কঠিন করে তুলবে। এখন সামনের দিনগুলোয় ৬৪ দল নিয়ে বিশ্বকাপ আয়োজনের প্রস্তাব কোন দিকে বাঁক নেয়, সেটাই দেখার অপেক্ষা।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ফাইনালের পরই ঠিক হবে অধিনায়ক রোহিতের ভবিষ্যৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি: চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ফাইনালে রোববার দুবাইয়ে নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি হবে ভারত। এ ম্যাচের ফল হবে ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপ ও পরবর্তী বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রের জন্য ভারতের প্রস্তুতির ভিত। পাশপাশি এ ম্যাচের ফল ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মার ভবিষ্যৎও ঠিক করে দিতে পারে। আগামী দুই বছরের পরিকল্পনা মাথায় রেখে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) স্থায়ী নেতৃত্ব চায়।

টেস্ট ও ওয়ানডের অধিনায়কত্ব থেকে রোহিতকে সরিয়ে দেওয়ার বিষয়ে কঠিন আলোচনা হতে পারে। চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ফাইনালের অপেক্ষায় থেকে বিসিসিআইও এখনো পর্যন্ত নতুন কেন্দ্রীয় চুক্তি ঘোষণা করেনি। গত জানুয়ারিতে অস্ট্রেলিয়া সফর শেষেই এ বিষয়ে বোর্ড ও রোহিতের সঙ্গে আলাপ করেছেন প্রধান নির্বাচক অজিত আগারকার ও প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীর। ওই বৈঠকে রোহিতও চ্যাম্পিয়নস ট্রফির পর ভারতীয় ক্রিকেট দলের নতুন রোডম্যাপ তৈরিতে অসম্মতি জানাননি।

বিসিসিআইয়ের এক সূত্র বলেছেন, 'রোহিত এখনো বিশ্বাস করেন, তাঁর ভেতরে আরও ক্রিকেট অবশিষ্ট আছে। ভবিষ্যৎ নিয়ে পরিকল্পনার বিষয়ে তাঁকে জানাতে বলা হয়েছে।

অবসর নেওয়া তাঁর সিদ্ধান্ত, কিন্তু অন্য একটি আলোচনাও আছে, সেটা তাঁর অধিনায়কত্ব চালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে। বিশ্বকাপের প্রস্তুতি নিতে দলে একজন স্থায়ী অধিনায়ক দরকার, সেটা রোহিতও বোঝেন। কোহলির সঙ্গেও কথা হয়েছে। তবে তাঁকে ঘিরে অতটা শঙ্কা নেই।'

বিসিসিআই সাধারণত আইপিএল শুরুর আগে খেলোয়াড় ধরে রাখার বার্ষিক তালিকা প্রকাশ করে। কিন্তু এবার হয়তো আরও কিছু দিন অপেক্ষা করবে। কারণ, বাজে টেস্ট মৌসুমের পরে দল চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে দল কেমন করে, সেটা দেখতে চায় বিসিসিআই। কেন্দ্রীয় চুক্তিতে 'এ' প্লাস ক্যাটাগরি পুনর্মূল্যায়ন করতে চায় বিসিসিআই। এই ক্যাটাগরিতে বর্তমানে আছেন রোহিত, কোহলি, যশপ্রীত বুমরা ও রবীন্দ্র জাদেজা।

বিসিসিআইয়ের নীতি অনুযায়ী, তিন সংস্করণেই পারফর্ম করা খেলোয়াড়দের 'এ' প্লাস গ্রেডে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। সর্বশেষ টি, টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের পর এই সংস্করণ থেকে অবসর নেন রোহিত, কোহলি ও জাদেজা। টেস্ট মৌসুমও তাঁদের তেমন ভালো কাটেনি। তবে চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে ভালো পারফরম্যান্সের কারণে 'এ' প্লাস গ্রেডে তাঁরা টিকেও যেতে পারেন। কোহলি যেমন পাকিস্তানের বিপক্ষে অপরাজিত সেঞ্চুরি ও সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৮৪ রানের ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলেছেন।

এর আগে মহেন্দ্র সিং ধোনি ২০১৯ বিশ্বকাপের দুই বছর আগে ভারতের সাদা বলের অধিনায়কত্ব ছাড়েন। তাতে সেই বিশ্বকাপের আগে কোহলি অধিনায়ক হিসেবে থিতু হওয়ার সময় পেয়েছিলেন। কোহলিও ২০২১ সালে অধিনায়কত্ব থেকে সরে দাঁড়ান। তারপর রোহিত এসে ২০২৩ বিশ্বকাপের আগে অধিনায়ক হিসেবে সবকিছু গুছিয়ে নেওয়ার সময় পান।

ওয়ানডেতে শুবমান গিল ভারতের সহ-অধিনায়ক হলেও অধিনায়ক হওয়ার মতো পরিপক্ক হতে তাঁর আরও সময় লাগবে। আর ফিটনেসের সমস্যার কারণে যশপ্রীত বুমরাকেও অধিনায়কত্ব দেওয়া হবে না।

তাই রোহিতের কাছ থেকে অধিনায়কত্ব নেওয়ার আগে অন্য কাউকে তৈরি করতে বিসিসিআইয়েরও সময় প্রয়োজন।

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

ভিড় নিয়ন্ত্রণে একাধিক পদক্ষেপ ভারতীয় রেলের

নয়াদিল্লি, ৭ মার্চ: স্টেশনে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় কিংবা ট্রেন ধরার জন্য হুড়োহুড়ি; এমন নানা কারণেই ঘটে যেতে পারে দুর্ঘটনা। বিশেষত, উৎসবের মরশুমে। সম্প্রতি নয়াদিল্লি স্টেশনে পদপিষ্টের ঘটনার পরই প্রশ্নের মুখে পড়েছে যাত্রীসুরক্ষা। সেই সব বিষয় মাথায় রেখেই স্টেশনগুলিতে যাত্রী নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আরও কড়া হচ্ছে ভারতীয় রেল।

যাত্রী নিয়ন্ত্রণ করতে কী কী পদক্ষেপ করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা করতেই শুক্রবার উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। সেই বৈঠকেই বেশ কিছু সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে সূত্রের খবর। জানা গিয়েছে, অতিরিক্ত ভিড় নিয়ন্ত্রণে দেশের বড় বড় স্টেশনগুলির বাইরে যাত্রীদের জন্য 'ওয়েটিং রুম' তৈরি করা হবে। গন্তব্যের ট্রেন স্টেশনে আসার আগেই কেবল সংশ্লিষ্ট যাত্রীরা স্টেশনে প্রবেশের অনুমতি পাবেন।

নয়াদিল্লি, আনন্দ বিহার, বারাণসী, অযোধ্যা এবং পাটনা স্টেশনে ইতিমধ্যেই ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য 'পাইলট প্রজেক্ট' শুরু হয়েছে। তার ফলাফলের উপর ভিত্তি করেই, পরবর্তী কালে ধাপে ধাপে দেশের মোট ৬০টি স্টেশনে নতুন নিয়ম চালু করা হবে। নতুন নিয়মে,

স্টেশনগুলিতে যাত্রীদের প্রবেশাধিকার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করবে রেল। শুধুমাত্র নিশ্চিত হওয়া সংরিক্ষিত টিকিট থাকা যাত্রীরাই স্টেশনে প্রবেশের অনুমতি পাবেন।

এ ছাড়াও, স্টেশনগুলির ফুটব্রিজ সম্প্রসারণ করা হবে। ফুটব্রিজগুলি চওড়ায় ১২ মিটার এবং ৬ মিটার করার পরিকল্পনা। শুধু তা-ই নয়, স্টেশনে এবং তার বাইরে বিভিন্ন জায়গায় সিসি ক্যামেরা বসানো হবে। প্রত্যেকটি প্রধান স্টেশনে এক জন করে স্টেশন ডিরেক্টর রাখার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। প্রয়োজনে ভিড় নিয়ন্ত্রণে যাবতীয় সিদ্ধান্ত তিনিই নেবেন।

ন্যাটো সদস্যরা যথেষ্ট অর্থ না দিলে সুরক্ষা দেবেন না, হুঁশিয়ারি ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ৭ মার্চ: পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোর মিত্রদের রক্ষা করতে চান না আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বৃহস্পতিবার ওয়াশিংটনের মিত্রদের সুরক্ষায় তার ইচ্ছা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন তিনি। ট্রাম্প বলেন, নিজের প্রতিরক্ষায় ন্যাটো সদস্যরা যদি যথেষ্ট অর্থ ব্যয় না করে তবে তিনি তাদের সুরক্ষা দেবেন না।

ওয়াশিংটনে ওভাল অফিসে সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন, 'এটা সাধারণ বোধের বিষয়, তাই না?' ট্রাম্প আরও বলেন, 'তারা যদি অর্থ না দেয়, আমি তাদের সুরক্ষা দিতে যাব না। না, আমি তাদের সুরক্ষা দিতে যাব না।' ট্রাম্প বলেন, তিনি বছরের পর বছর এই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে আসছেন এবং আগের মেয়াদে (২০১৭-২১) প্রেসিডেন্ট থাকাকালে ন্যাটো মিত্রদের তিনি এটা জানিয়েছিলেন। ওই প্রচেষ্টার কারণে ৭৫ বছরের পুরনো ট্রান্স, আটলান্টিক জোটের অন্য সদস্যরা আরও বেশি ব্যয় করতে উৎসাহিত হয়েছেন। তবে এখনও তা যথেষ্ট নয়। তাদের আরও অর্থ ব্যয় করতে হবে।

ন্যাটো জোটের কেন্দ্রবিন্দুতে একটি পারস্পরিক সহায়তার ধারা রয়েছে। মিত্র ভূখণ্ডে সোভিয়েত আক্রমণের ঝুঁকি মোকাবিলার প্রাথমিক লক্ষ্য নিয়ে ১৯৪৯ সালে গঠিত হয়েছিল এ জোট। ট্রাম্পের মন্তব্য ইউরোপ থেকে এশিয়ার রাজধানীগুলোতে সতর্ক ঘণ্টা বাজাতে পারে। ইতিমধ্যে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে ট্রাম্পের বাগ্‌বিতণ্ডার পর কিয়েভের নিরাপত্তা নিশ্চয়তা বাতিল করেছেন ট্রাম্প। এ ছাড়া রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে চুক্তি করতে ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন তিনি। এ নিয়ে শঙ্কিত অন্য নেতারা।

বৃহস্পতিবার উদ্বিগ্ন ইউরোপের নেতারা আরও বেশি নিরাপত্তা বাড়ানোর ও ইউক্রেনের পাশে থাকার পরিকল্পনার প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। ন্যাটোর মহাসচিব মার্ক রুটে বলেন, 'আমি জানি, ন্যাটোর ভবিষ্যৎ নিয়ে কারও উদ্বেগ থাকতে পারে। তাই আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই, ট্রান্স, আটলান্টিক সম্পর্ক এবং ট্রান্স, আটলান্টিক অংশীদারত্ব আমাদের জোটের ভিত্তি হিসেবে রয়ে গিয়েছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আমেরিকার প্রতিশ্রুতি এবং ন্যাটোর প্রতি ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর প্রতিশ্রুতি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। ট্রাম্প তাঁর প্রত্যাশাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন, ইউরোপে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যয়ের ক্ষেত্রে আরও বেশি কিছু করতে হবে।'

ওভাল অফিসে ট্রাম্প বলেন, ন্যাটো সদস্যরা তাঁর বন্ধু। কিন্তু প্রশ্ন তোলেন, ফ্রান্সসহ কয়েকটি দেশ সংকটের মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রকে রক্ষা করবে কি না। তিনি বলেন, 'আপনি কি মনে করেন, তারা এসে আমাদের রক্ষা করবে? তাদের তো করার কথা। কিন্তু আমি নিশ্চিত নই।'

ট্রাম্প বলেন, ব্যয়ের সমস্যাটি সমাধান করা গেলে তিনি ন্যাটোকে ভালো হিসেবে দেখেন। এ নিরাপত্তা জোট সম্পর্কে তিনি বলেন, 'তারা আমাদের বাণিজ্যে বাধা দিচ্ছে।' গত সপ্তাহে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের সঙ্গে এক সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প ন্যাটোর পারস্পরিক প্রতিরক্ষার প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি নিশ্চিত করেছিলেন।

ব্রাসেলসে ইউরোপীয় নেতাদের এক বৈঠকে ট্রাম্পের মন্তব্যের জবাবে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁ বলেন, ৯/১১-এর পর আফগানিস্তানে যুদ্ধে ফ্রান্স এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ মার্কিন সেনাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। তিনি আরও বলেন, 'আমরা অনুগত ও বিশ্বস্ত মিত্র।'

OFFICE OF THE CHANDIGARH ROHANDA GRAM PANCHAYAT

INVITING e-TENDER

NIT No.- **114/NIT/CRGP/2025** dt **06.3.2025 Published Date 06.3.2025 18.50.** Bid submission **06.3.2025 to 14.03.2025 by 18.50 hours**. Opening Techinal Bid on **21.03.2025 on 10.35 am.** Financial Bid on **21.03.2025 at 17.00 (onwords).** For details information vist with Website **https://wbtenders.gov.innic gep/app** & Tender Notice Board Chandigarh Rohanda Gram Panchait.

Sd/- **Pradhan**
Chandigarh Rohanda Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ কেপিএ-ইআরএস-ওটি-৪১-২৪-২৫, তারিখঃ ০৪.০৩.২০২৫। ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, কাঁচড়াপাড়া ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচড়াপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **টেন্ডার নংঃ কেপিএ-ইআরএস-ওটি-৪১-২৪-২৫। বিবরণঃ** ডব্লুএপি-৪/ডব্লুএজি-৭ লোকোমোটিভের জন্য কপার কয়েল ওউন্ড ৫৪০০ কেভিএ ট্রান্সফর্মার-এর পুনর্গঠন, পরিমাণ-১০টি। **টেন্ডার মূল্যামানঃ** ১,৮৬,২০,৭৪৪.৭০ টাকা, জিএসটি ও অন্যান্য চার্জ সহ। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ২৭.০৩.২০২৫ দুপুর ৩টা। **সম্পাদনের সময়সীমাঃ** ১২ মাস। টেন্ডার নথি ও অন্যান্য বিবরণ ওয়েবসাইটে **www.ireps.gov.in** থেকে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং-এর মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিড জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল প্রস্তাবের অনুমোদন নেই এবং কোন ম্যানুয়াল প্রস্তাব পাওয়া গেলে তা গ্রাহ্য হবে না ও তৎক্ষণাৎ বাতিল হবে। (MISC-365/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
easternrailwayheadquarter

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY

e-N.I.Q. No.: UKM/PHC/035(e)/2024-25
Date: 16.12.2024

Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-quotation for Engagement of adequate numbers of manpower to enhancement the beautification measure including regular sweeping, cutting of grass, cleaning and removing of unwanted wedges with the needed mechanized equipments and machineries in all Park at this ULB. Documents download start date & Bid submission start date- **17.12.2024.** Bid Submission Closing Date- **28.12.2024.** For Details: **https://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- **Chairman**
Uttarpara-Kotrung Municipality

OFFICE OF THE COUNCILLORS NAIHATI, NAIHATI MUNICIPALITY
1, R. B. C. ROAD, NAIHATI, NORTH 24 PARGANAS

NOTICE INVITING TENDER
NIT(e)/08/VEHICLES/ MARCH-01/2024-25
Memo No. : 5026/MC-11
Date: 06.03.2025
(Submission of Online Bid)

The Chairman, Naihati Municipality, West Bengal, invites e-tender for procurement of **Vehicles Driven Cesspool Cleaner, Trailer Mounted Cesspool Cleaner & Hydraulic Refuse Traile.** (Submission of Bid through online).**Fund:**15th FNC tide fund.Intending Tenderer may download the tender document from the e-tender portal of Govt. of West Bengal at "e-procurement/ municipality" The submission of bids should only be through online at **http://wbtenders.gov.in.** Bid Submission start date & time (online)-**08.03.2024 after 9:00 Hrs.** . Bid Submission closing date & time (online): **22.03.2025 after 17:00 Hrs.** Bid opening date & time for Technical Proposals (Online) : **24.03.2025 after 17:00 Hrs.** .

Sd/- Chairman,
Naihati Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/IV, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের সন্নিকটে, হাওড়া- ৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন এরূপ টেন্ডারদাতার থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **[ডিইএন/৪/হাওড়া]। ই-টেন্ডার নম্বরঃ ৩৬৫_২০২৪-২৫, তারিখ ঃ ০৬.০৩.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/রামপুরহাট-এর অধীনে রামপুরহাটে (৪টি) ও নলহাটীতে (১টি) পাইপলাইন সহ ৫০০০০ গ্যালন ক্ষমতাসম্পন্ন আরসিসি ও.এইচ. ট্যাঙ্কের মাধ্যমে স্টীল ও.এইচ. ট্যাঙ্ক বদল ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৭,৯০,০৬,৯০৫.৮৪ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৫,৪৫,০০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য । **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** স্বীকৃতি পত্র ইস্যু করার তারিখ থেকে বারো (১২) মাস। যদি টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখ কোনো কারণবশতঃ ঘোষিত ছুটির/বন্ধের/ধর্মঘটের দিন হয়, সেক্ষেত্রে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের পরিবর্তন হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনের ক্ষেত্রে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমতি নেই। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে পরবর্তী কাজের দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৮.০৩.২০২৫ তারিখে দুপুর ২.০০টা। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডারিং-এর জন্য বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) ও টেন্ডার নথির মূল্য বাবদ অর্থপ্রদান শুধুমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ে-র মাধ্যমে গৃহীত হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এ আহ্বান করা টেন্ডারের ক্ষেত্রে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিট (এফডিআর)-কে ইএমডি হিসাবে গ্রাহ্য করা হবে না। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।(HWH-653/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
easternrailwayheadquarter

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. (i) ১১৪-ইএলসি-জিকেজিপি-২৪-২৫-৪৩ এবং (ii) ১১৪-ইএলসি-জিকেজিপি-২৪-২৫-৩৬আর২। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/জি/খড়গপুর-৭২১৩০১ আইটেমগুলির জন্য উল্লেখিত তারিখে ১২:০০ টার আগে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করেছেন: **ক্রম. নং.; কাজের বর্ণনা; টেন্ডার মূল্য (টাকা); বিড সিকিউরিটি/ই.এম.ডি.(টাকা): (i);** খড়গপুর ডিভিশন-এবিএসএস স্কিমের অধীনে ০৪টি এসকেলেটরের (ঝাড়গ্রাম-জেজিএম-০২টি এবং ঘাটশিলা-জিটিএস-২টি) সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা এবং সম্পাদন; ₹১৪,০৭,৫৮৭.১১; ₹২৮,২০০.০০; **(ii);** নিমপুরায় ৭০ শয্যা বিশিষ্ট নতুন রানিং রুম নির্মাণের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ; ₹ **১,২৯,২১,১৭২.৭১;** ₹২,১৪,৬০০.০০; **খোলার তারিখ:** ২৬.০৩.২০২৫ (উভয়ের জন্য); **টেন্ডার ফর্মের মূল্য (টাকা):** শূন্য (উভয়ের জন্য); **সমাপ্তির সময়কাল: লেটার অফ একসেপ্টেন্স জারির তারিখ থেকে ক্রম. নং. (i) -এর জন্য ৬ (ছয়) মাস এবং ক্রম নং. (ii) -এর জন্য ১২ (বারো) মাস। জমা দেওয়ার তারিখ: ২৬.০৩.২০২৫ তারিখের ১২:০০ টা পর্যন্ত।** আগ্রহী দরদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ, বর্ণনা এবং নির্দিষ্টকরণের জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের টেন্ডার জমা দিতে পারেন। কোনও অবস্থাতেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না। **দ্রষ্টব্য:** সম্ভাব্য দরদাতারা সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন। (PR-1212)

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

1st Call 3rd Corrigendum Notice
N.I.E. EQ. No. 37/WS/ AMRUT/AMC/24-25
Dt. 13-01-2025

Bid Submission period: 12.03.25 instead of 06.03.25 Visit to website **www.wbtenders.gov.in** For details please contact to Tender Cell, AMC.

Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

NIQ No. 01/K of A.E., Kandi P.W.D. of 2024-25

A quotation notice is Invited by A.E.P.W.D. /Kandi Sub- Division. The last date & time of submission quotation **17.03.2025 up to 2.00 P.M** and opening of quotation on **18.03.2025 after 3.00 P.M.** All other details may be seen in the Noticed Board and in this office on all working days within office hours.

Sd/-
Assistant Engineer (P.W.D), Kandi Sub- Division.

DHASPARA SUMATINAGAR-I GRAM PANCHAYAT
MAHENDRAGANJ SAGAR SOUTH 24 PARGANAS

ABRIDGED NIT

eTenders are being invited from the bidders w.r.t. eTenders ID **No 2025_ZPHD_824820_1, 2025_ZPHD_824820_2, 2025_ZPHD_824933_1 & 2025_ZPHD_824933_2 are dated 07-03-2025.** Last date of tender dropping **17-03-2025, up to 10.00 A.M.** and opening date of tender **21-03-2025, at 10.00 A.M.** For details plz. See the website **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.

Sd/- PRADHAN
DHASPARA SUMATINAGAR-I GRAM PANCHAYAT

KHARDAH MUNICIPALITY
Khardah, North 24 Parganas

NIT

Tender No. KDHM/50/CON/24-25, E-Tender ID: 2025_MAD_824566_1

Categories of Work: Supply and delivery of Mini cesspool cleaner for purpose of SWM/SBM/ Sanitation project. Last date of Submission of Tender **24.03.2025.** Details of notice can be seen at: **www.khardahmunicipality.in & https://wbtenders.gov.in**

Sd/- **Chairman**
Khardah Municipality

JAGADISHPUR GRAM PANCHAYAT
Jagadishpurhat, Howrah

E-TENDER INVITING NOTICE

Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **Tender Reference no.:- i) WB/HOW/BJPS/JGP-372/NIT-37/2024-25, ii) WB/HOW/BJPS/JGP-373/NIT-38/2024-25, iii)WB/HOW/BJPS/JGP-374/NIT-39/2024-25, iv) WB/HOW/BJPS/JGP-375/NIT-40/2024-25, dated-06.03.25, Sl-1. Fund: 15TH FC (TIED) (UNTIED).** Bid submission start date : **07.03.2025 at 10.00 AM.** Last date of Bid submission : **12.12.2024 up to 09.00 AM.** Date of opening: **14.03.2025 at 10.00 AM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.

Sd/-
PRODHAN
JAGADISHPUR GRAM PANCHAYAT

Gope Gantar-I Gram Panchayat
Gantar, Purba Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited from Reputed, Bonafied Tenderer for execution of 5 nos. different development works vide **e-NIT No.: WB/BWN/NIT-15 /GG-I/SL.- 01/2024-25, WB/BWN/NIT-16 /GG-I/SL.- 01 to 02/ 2024-25, WB/BWN/NIT-17 /GG-I/SL.- 01/2024-25, WB/BWN/NIT-18 /GG-I/SL.- 01/2024-25 & Memo No.: GG-I/119/1-16, GG-I/120/1-16, GG-I/121/1-16, GG-I/122/1-16, Date: 05.03.2025.** Bid Submission Start Date (Online): **06.03.2025 at 05:00 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **13.03.2025 up to 05:30 PM.** Bid Opening Date for Technical Proposals: **17.03.2025 at 11.00 AM.** For detailed information visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Gope Gantar-I Gram Panchayat

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন চিত্রাঙ্গদা

আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...

শনিবার ● ৮ মার্চ ২০২৫ ● পেজ ৮

নীড় ছোট রেবেকার আকাশতো বড়

সুবীর পাল

আসলে এই জীবন চক্রে নিজের মতো করে বেঁচে থাকারও একটা আপন অভিযোজন থেকেই যায় সময়কে হাতিয়ার করে। প্রত্যেকের নিজস্ব জীবন পরিসরে। যা আগামী কর্মপন্থার উপর নির্ভর করে এই অভিযোজনের স্রোত আমাদের জীবন বজরাকে কোন ঘাটে নিয়ে নোঙর করবে। রেবেকাও যে এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাই তিনিও ভাবলেন। অনেক অনেক অনেক। পরিবর্তিত পরিকল্পনাও গ্রহণ করলেন। এগিয়ে এলেন খানিকটা নতুন দৃষ্টান্ত তৈরির অসীম বুকভরা সাহস সম্পদে। তিনি যে দাম্পত্যময় সংসারের আকস্মাৎ বৃত্তচ্যুৎ। হয়তো নিরুপায় হয়েই সমমনস্ক নারীদের আহ্বান করে বসলেন, 'বেলা বয়ে যায়, ছোট্ট মোদের পানসি নদী, সঙ্গে কে কে যাবি আয়।'

রেবেকা লোলোসোলি!
নামের যা গঠনতন্ত্র তাতে তো তিনি অবশ্য একজন নারী।
কিন্তু কে এই নারী?
তিনি যে কেনিয়ার নাগরিক।
কি তাঁর পরিচয়?
স্বামীর অত্যাচারে বিদ্রোহিনী।
এখানে ওনার প্রসঙ্গ কেন?

উনি মাথা নোয়াননি। উল্টে গড়ে ফেললেন একটি পুরুষ বর্জিত একটা গোটা গ্রাম।

সেকি? এতো কেমন কেমন অদ্ভুত ব্যাপার শুনতে লাগছে। বলেন কি? একটা আস্ত গ্রাম গড়ে তৈরি করেছেন রেবেকা লোলোসোলি। তাও আবার সেই গ্রামে নাকি পুরুষের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ। এতো অবিশ্বাস্য।

হ্যাঁ এমনই অবিশ্বাস্য উপকথার স্বরবর্ণে এক অবাক করা নারী জীবনের ব্যঞ্জনবর্ণময় সুষমাগুলো না হয় বিবরণের আসতকাচের পরখে আনাই যাক, ক্ষতি কি?

তবে শুরু হোক সেই রূপকথার কৃষ্ণাঙ্গী নারীর কতকথা।

কেনিয়ায় ওয়াম্বা হলো এক গ্রামীণ জনবসতি। ১৯৬২ সালে রেবেকা লোলোসোলি এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পরিবারে তাঁরা ছয় ভাইবোন ছিলেন। গ্রামের প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ করে এলাকার একটি মিশনারী নার্সিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ভর্তি হোন। কিন্তু আর্থিক অভাবের কারণে সেই প্রশিক্ষণ তাঁকে মাঝপথে ছেড়ে দিতে হয়। ওই এলাকার পরম্পরা রীতি তথা ধর্মীয় অনুশাসনের কারণে যৌবনের প্রথম সিঁড়ি বলতে পনেরো বছরেই তিনি খৎনার শিকারও হোন।

একেতে চরম আর্থিক অনটন। তার সঙ্গে গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার মতো বড় পরিবার। কি আর করার থাকতে পারে সিংহভাগ গরীব মানুষদের। এক্ষেত্রেও তাই ঘটলো। রেবেকা লোলোসোলি বিবাহ জনিত যৌতুক হিসেবে পেলেন সতেরোটি গরু। আর তার বিনিময়ে আঠারো বছর বয়েসে রেবেকাকে বিয়ের পিঁড়িতে যে বসতে হলো। স্বামীর নাম ফ্যাবিয়ানো ডেভিড লোলোসোলি। স্বামীর নিবাস সাম্বুরু কাউন্টিতে। অগত্যা স্বামীর হাত ধরে সাম্বুরুতে তাঁর নতুন করে বসবাসের স্বপ্ন দেখা। বিয়ে হলেও তিনি কিন্তু তাঁর নিজস্ব গ্রামীণ ব্যবসা চালাতে থাকেন সংসার সামলানোর পাশাপাশি। একইসঙ্গে নারীর অধিকার নিয়ে তিনি বরাবরই জনমত তৈরিতে নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন।

বিধির কি অদ্ভুত বৈপরীত্যের বিধান। যে নারী অপর স্থানীয় মহিলাদের মর্যাদা রক্ষায় সর্বদা সোচ্চার ছিলেন সেই ললনাই কিনা অবশেষে স্বামীর লাঞ্ছনার লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠলেন কালক্রমে। যত দিন অতিক্রান্ত হতে শুরু হলো স্বামীর অযাচিত অত্যাচারের মাত্রা তত বৃদ্ধি পেতে লাগলো। আসলে বিবাহিত জীবনে তাঁর কপালে যে সুখ সইলো না বেশি দিন। ২০১০ সালে তাঁর বিবাহ বিচ্ছেদ হয় আইনতঃ।

এদিকে বিয়ের কিছুদিন পড়ে আর্চার্স পোস্ট সামরিক ঘাঁটিতে ব্রিটিশ সৈন্যরা চোদ্দশো স্থানীয় মহিলাকে জবরদস্তি ধর্ষণ করে। রেবেকাকেও ধর্ষণ করতে গেলে তিনি কোনক্রমে নিজেকে বাঁচিয়ে নেন। অথচ তাঁর স্বামী এসব জানতে পেরেও রেবেকাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসেনি। ঘরে ডাকাতের আক্রমণের মতো ঘটনা ঘটলেও ফ্যাবিয়ানো সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেননি। এমনকি একদিন তাঁর স্বামী বন্দুক নিয়ে তাড়া করেছিলেন এই অভিযোগে যে তখন রেবেকা নাকি নিজের ঘরে ছিলেন না। স্বামীর এহেন লাগাতার অসহনীয় নির্যাতন আর সঙ্গে নির্লজ্জ আক্রমণের কারণে তিনি শেষমেশ স্বামীর ঘর পরিত্যাগ করতে বাধ্য হোন।

সেই সময় রেবেকার মাথার উপর আকাশ ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম। কথায় বলে না 'যার কেউ নেই তার ভগবান আছে।' শুরু হলো রেবেকার ঘুরে দাঁড়ানোর অদম্য যুদ্ধ। একদম শুন্য কেন্দ্র বিন্দু থেকে। কিন্তু রেবেকা যে রেবেকাই। তিনি যে হার মানতে শেখেননি। তাছাড়া ওই যে অনেকে বলে থাকেন, 'রাখে হরি মারে কে?' এই বিশ্বাস নিয়েই হয়তো সর্বহারা নিঃস্ব নিঃসঙ্গ রেবেকা মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার নিজস্ব স্বভিমানকেই আরও বেশি করে সেদিন শান দিয়েছিলেন একেবারে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে।

আসলে এই জীবন চক্রে নিজের মতো করে বেঁচে থাকারও একটা আপন অভিযোজন থেকেই যায় সময়কে হাতিয়ার করে। প্রত্যেকের নিজস্ব জীবন পরিসরে। যা আগামী কর্মপন্থার উপর নির্ভর করে এই অভিযোজনের স্রোত আমাদের জীবন বজরাকে কোন ঘাটে নিয়ে নোঙর করবে। রেবেকাও যে এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাই তিনিও ভাবলেন। অনেক অনেক অনেক। পরিবর্তিত পরিকল্পনাও গ্রহণ করলেন। এগিয়ে এলেন খানিকটা নতুন দৃষ্টান্ত তৈরির অসীম বুকভরা সাহস সম্পদে।

তিনি যে দাম্পত্যময় সংসারের আকস্মাৎ বৃত্তচ্যুৎ। হয়তো নিরুপায় হয়েই সমমনস্ক নারীদের আহ্বান করে বসলেন, 'বেলা বয়ে যায়, ছোট্ট মোদের পানসি নদী, সঙ্গে কে কে যাবি আয়।' রেবেকার আবেদনে প্রাথমিক ভাবে সাড়া দিলেন মাত্র চোদ্দজন স্থানীয় অসহায় নারী। যাঁরা রেবেকার মতোই পুরুষের অত্যাচারে বিধ্বস্ত ও বিদীর্ণ। তাঁরাও যেন সমস্বরে বলে উঠলেন, 'আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চলো সখা, আমি যে পথ চিনি না।' শুরু হলো নতুন স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার কঠিন থেকে কঠিনতম সংগ্রাম। জেদ চেপে বসলো তাঁদের চোখে মুখে। দাঁতে দাঁত চেপে শপথ নিলেন সম্মিলিত ভাবে, যে পুরুষ সমাজ তাঁদেরকে নিজস্ব বাসস্থান থেকে ব্রাত্য করে দিয়েছে অমানবিকতার সীমাহীন আচরণ লঙ্ঘনে, সেই পুরুষ বর্জিত এক টুকরো আলাদা পৃথিবী গড়ে তাঁরাও তাক লাগিয়ে দিতে চান গোটা বিশ্বকে।

একদম সঠিক শুনছেন তাঁদের সেই দৃষ্টান্তহীন অবাক করা সমাজ গঠনের নব্য পরিকল্পনার ইতিকথা। যে সমাজে চিরতরে পুরুষের অবস্থান পাকাপাকি ভাবে নিষিদ্ধ। কোনও অবস্থাতেই এর নড়চড় 'কভি নেহি।'

যেমন পরিকল্পনা তেমন কাজ। তাঁদের মনে বিশ্বাস ছিল, 'সত্যের হবে জয় একদিন।' লেগে পড়লেন তাঁরা একত্রে এক অভিনব দৃষ্টান্ত স্থাপনের অভিসারে। কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবি থেকে ৩৮০ কিলোমিটার দূরে। সম্বুরু কাউন্টির আর্চার্স পোস্ট শহরের অনতিদূরের একটা ধূধূ প্রান্তিক প্রান্তর। সেখানেই রেবেকা লোলোসোলি বাকি জনা চোদ্দ সখীকে সঙ্গে নিয়ে গড়ে তুললেন একটা অতি ছোট্ট জনবসতি। সময়টা ১৯৯০ সাল। তাঁদের বেঁচে থাকার অদম্য জেদ ও অসম সাহসিকতাকে ভর করে সেখানে তৈরি হলো এক নব্য নারী বসতি।

অবশেষে অচিরেই এই জনবসতি একটি গ্রাম রূপে আত্মপ্রকাশ করলো। এমন রূপকথার গ্রামটির নাম হলো 'উমোজা।'

বিশ্বের বুকে একটা স্বতন্ত্রের দাগ কেটে দিল উমোজা। কি কারণে? কারণটা বড়ই অদ্ভুতুড়ে। এই উমোজা নামক গ্রামে চরম ভাবে নিষিদ্ধ প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষদের প্রবেশাধিকার। সেই ১৯৯০ সাল থেকে ২০২৫ সালের দীর্ঘতর পঁয়ত্রিশ বছরে গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে ঠিকই। কিন্তু এই সময়কালের মধ্যে এমন একদিনও ঘটেনি যেখানে পুরুষের প্রবেশাধিকারে সামান্যতম একবারও অন্যথা দেখা গিয়েছে উমোজাতে। এক সমীক্ষায় জানা গেছে, ২০০৫ সালে উমোজা গ্রামে বসবাস করতেন ত্রিশজন নারী ও পঞ্চাশজন শিশু। বর্তমানে সেই সংখ্যা বেড়ে যথাক্রমে দাঁড়িয়েছে ষাট ও দুশোতে।

প্রশ্ন একটা স্বাভাবিক পর্যায়ে উঠতেই পারে। এখানে শিশুর সংখ্যা তরতরিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে কি করে? যেখানে পুরুষের আনাগোনা পুরোপুরি নিষিদ্ধ। এখানকার নারী বাসিন্দারা তবে গর্ভবতী হচ্ছেন কোন উপায়ে? আসলে এখানকার নারীরা কোনও পুরুষকে ভালবাসলে বা মনপছন্দের ব্যক্তির সঙ্গে মিলিত হতে চাইলে তাঁকে গ্রামের বাইরে যেতে হবে নিজের দায়িত্বে। আবার ওই নারীকে একাই নিজের গ্রামে ঢুকতে হবে। এভাবেই চলে আসছে তাঁদের এখানকার নিজস্ব নীতির জীবনধারা।

গ্রামের বাড়িগুলো মাটি ও গোবর দিয়ে তৈরি। আর কাঁটাতারের ঘেরা। সম্বুরু জনজাতির ঐতিহ্যবাহী পোশাক ও পুঁতির গয়না পরা এখানকার সব মেয়েদের একেবারে বাধ্যতামূলক।

শুধু এই অনুশাসনেই রেবেকা থেমে থাকেননি। এখানকার বসবাসকারী মহিলাদের স্বনির্ভরতার স্বপ্নিল স্বপ্নও দেখিয়েছেন হাতে কলমে। আধুনিকতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তিনি উমোজার বিষয়ে একটি ওয়েবসাইট তৈরি করেছেন। যাতে সারা বিশ্ব অনায়াসেই এই নারী জনপদকে খুঁজে পায় ও যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে এক লহমায়। উমোজায় তিনি নির্মাণ করেছেন প্রাথমিক স্কুল, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও ক্যাম্পিং সাইট। তিনি স্থানীয় কারুশিল্প ও গহনা তৈরির বিপণন কেন্দ্রও স্থাপন করেছেন নারী সক্ষমতার দৃষ্টিকোণে। এমনকি প্রতিটি শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষাদান এই গ্রামে আবশ্যক করে তুলেছেন এই রেবেকা।

তবে ঘুরে ফিরে উমোজার সেই এক নিয়মের কঠোরতম ধারাবাহিক বর্তিকা। যে শিশুরা মায়ে লালিত্যে এখানে প্রতিপালিত হচ্ছে সে যদি পুরুষ হয় তবে তার আঠারো বছর পূর্ণ হলেই তাকে এখান থেকে বিদায় নিতেই হবে যেনতেন প্রকারেণ। এমনই পুরুষ বর্জিত কঠিনতম অনুশাসন এই উমোজাতে।

উমোজার নাম যত প্রসারিত হয়েছে রেবেকা লোলোসোলির এই স্বপ্নময় এক আলাদা বিশ্ব সম্পর্কে বিশ্ববাসী কৌতুহল ততই উচ্চ মার্গে পৌঁছেছে। তাঁর কর্মকান্ডের কথা উনার নিজের মুখে থেকে শুনতে তাঁকে ২০০৫ সালে আমন্ত্রণ জানানো হয় রাষ্ট্রপুঞ্জে। সেখানেই তিনি ব্যক্ত করেন, উমোজাতে তাঁরাই আশ্রয় পান যাঁরা পুরুষ দ্বারা অত্যাচারিতা, ধর্ষিতা, স্বামী পরিত্যক্তা কিম্বা কোনও সহিংসতার শিকার হয়েছেন এমন অসহায় নারী। এই গ্রাম তৈরি করতে গিয়ে পার্শ্ববর্তী এলাকার কিছু পুরুষদের কাছ থেকে প্রাণনাশের হুমকিও আমি হরদম পেয়েছি। আমি ওসবে পরোয়া না করে নিজের লক্ষ্যেই অবিচল ছিলাম।' রাষ্ট্রপুঞ্জের এই প্ল্যাটফর্ম থেকে তিনি সদর্পে আরও ঘোষণা করলেন, 'উমোজা মানেই পুরুষহীন নারী সমাজ। যা একটা নতুন পৃথিবী। এই পৃথিবীটা শুধুমাত্র নারীদের নিজস্ব অধিকারের। এখানকার গ্রামীণ মাটি পুরুষের অনর্থক চোখ রাঙানি বরদাস্ত করতে অভ্যস্থ নয়।'

নারী উন্নয়নে শুধু নিজেকেই সামিল করা নয়, অন্য অসহায় নারীকেও অন্ধকার থেকে তুলে এনে নতুন আপন জগতের আলোর দিশা দেখানোর এই নারী মন্ত্রের একক সাধিকা অবশেষে চমকে দেওয়ার মতো স্বীকৃতিও পেলেন ২০১০ সালে। 'গ্লোবাল লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড'এর মতো অনন্য সম্মানে তিনি ভূষিত হলেন। মার্কিন প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন রেবেকার সকাশে এসে মুগ্ধতায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠেন। তিনি ওই সাক্ষাতে বলেছিলেন, 'জীবন হেরে যাওয়ার নয়। বেঁচে থাকার। রেবেকা লোলোসোলির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে। আমাদের সমগ্র নারী জাতির তিনি তাই অনন্য প্রেরণার একক প্রতিনিধি। বাস্তবিকই তিনি যে এক নতুন গ্রহের নতুন সূর্য।'

মানবাধিকার আন্দোলনের নেত্রী মহাশ্বেতা দেবী ও বিরষা মুণ্ডার কথা

ডা শামসুল হক

ইতিহাস মনে রেখেছে ১৯০০ সালের জুন মাসের ৯ তারিখের কথা। সেদিন আদিবাসী বিদ্রোহের নেতা বিরষা মুণ্ডাকে কারাগারের অন্ধকারে ধুঁকতে ধুঁকতে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছিল অত্যাচারী ব্রিটিশ শাসকদের নির্যাতনেরই শিকার হয়ে। আর সেই কাহিনী ধামা চাপা দিতে ব্রিটিশ সরকার মনগড়া পোষ্টমর্টেম রিপোর্ট পেশ করেছিল, কলেরায় মৃত্যু হয়েছে বিরষার।

সেইসময় সবকিছুই চুপচাপ হজম করতে হয়েছিল বিরষার পরিবার এবং দেশের মানুষজনকেও। সাহস করে সেদিন অবশ্য কেউ কিছু বলতে বা লিখতেও পারেননি। ইতিহাস কিন্তু চুপচাপ বসে থাকে না। তাই তারপর কলম ধরেছেন অনেকেই। সময় বুঝে কলম ধরেছিলেন মানবাধিকার আন্দোলনের মহান নেত্রী তথা সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবীও। ১৯৭৫ সালে আকাশবাণী থেকে প্রকাশিত সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা বেতার জগতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল বিরষা মুণ্ডার কথা, অরণ্যের অধিকার। ১৯৭৭ তা প্রকাশিত হয় গ্রন্থ আকারেও। ১৯৭৯ সালে লেখিকা সেই বই এর দৌলতে অর্জন করেন সাহিত্য একাডেমী পুরস্কারও। অতএব সেই কথা ও কাহিনীর ঐতিহাসিক গুরুত্ব যে ঠিক কতখানি সেটাও আমরা উপলব্ধি করি অতি সহজেই।

লেখিকা জানতেন ঝাড়খণ্ডের অতি পরিচিত দক্ষিণ অঞ্চলের অনুন্নত সেই অঞ্চল একটা সময় মুণ্ডা সম্প্রদায়ের মানুষজনদের দখলেই ছিল। তখন সেই জায়গাটা অবশ্য ছিল ঘন জঙ্গলের অন্ধকারেই আবৃত। এই মুণ্ডারাই নিজেদের প্রয়োজনের তাগিদে তা পরিষ্কার করেই নিজ নিজ আবাসভূমির উপযুক্ত হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন।

সেইসময় অত্যাচারী ইংরেজ শাসকদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন সমগ্র ভারতবর্ষের মানুষ। আর আদিবাসী মুণ্ডারা তা থেকে মুক্তি পেতেই এবং একটু শান্তির সন্ধানেই আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন অতি নির্জন সেই স্থানে। কিন্তু তাতেও স্বস্তি পাননি তাঁরা। কারণ মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই ইংরেজ শাসকদের একটা অংশ অতি সুকৌশলে সেইসব এলাকায় ঢুকিয়ে দিতে শুরু করেছিল জোতদার, জমিদার বা মিশনারীদের। তাদের মিলিত প্রচেষ্টাতেই তারপর শুরু হয়েছিল মুণ্ডাদের উপর শাসন, শোষণ এবং নীপিড়নের অধ্যায়।

তারপর দিন যত এগিয়ে যাচ্ছিল ক্রমাগতভাবেই বাড়তে শুরু করেছিল মুণ্ডাদের উপর অত্যাচারের মাত্রাও। আর তারই মাঝে শাসকদলের হর্তাকর্তা বিধাতারা ঠিক সুযোগ বুঝেই তাঁদের মধ্যেই শুরু করে দিয়েছিল বিভাজনের পন্থাও। তখন অতি সুকৌশলে মুণ্ডা সম্প্রদায়ের কিছু অবুঝ মানুষকে তারা খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করেও নিয়েছিল। অত্যন্ত জোর কদমেই তারা তখন চালাচ্ছিল সেই ধর্মান্তকরণের কাজ। আর তারই ফলশ্রুতিতে মুণ্ডাদের মধ্যে আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছিল নানান সামাজিক বিবেধ এবং সমস্যাও।

যে সমস্ত মুণ্ডারা সেইসময় খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন ব্রিটিশ সরকারের তরফ থেকে তাঁদের জন্য মিলছিল নানান ধরণের সুযোগ সুবিধাও। খাজনা, চাকরি বাকরি, সুসজ্জিত বাসস্থানের সুযোগ, বহুবিধ করের ছাড় ইত্যাদি বিষয়ে তাঁরা পাচ্ছিলেন নিত্যনতুন সুযোগ এবং সুবিধাসমূহ। পক্ষান্তরে অন্যান্যরা তো তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন বটেই, তাঁদের উপর আবার বাড়ছিল অত্যাচারের মাত্রাও।

প্রকৃত মুণ্ডাদের মনের মধ্যে তখন ধিক ধিক করে জ্বলছিল প্রতিহিংসার আগুন। কিন্তু তা নিয়ে প্রতিবাদ করার সাহসও চট করে কেউ দেখাতে পারছিলেন না। বস্তুতঃ তেমন কোন প্রতিবাদী মুখের সন্ধান সেই মুহূর্তে তাঁরা পাননি বলেই দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা সকলেই মুখবুজে সহ্য করেছিলেন সবকিছুই।

এঁদেরই মধ্যে একজন, তখন খুবই অল্প বয়স তাঁর। সবকিছুই তখন তিনি দেখছিলেন স্বচক্ষে এবং মনে মনে প্রস্তুতিও নিতে শুরু করেছিলেন কখন কিভাবেই বা ঝাঁপিয়ে পড়া যায় সেই যুদ্ধে।

তাঁর নাম বিরষা মুণ্ডা। তখন ছাত্রাবস্থা তাঁর। একটা মিশনারী স্কুলে চলছিল পড়াশোনার কাজ। কিন্তু সেই কাজে আর খুব বেশি এগিয়ে যেতে পারলেন না তিনি। দেশের এবং নিজ সম্প্রদায়ের মানুষজনদের চরম দূর্ভোগে দেখে আর চুপচাপ বসে থাকা সম্ভব হল না তাঁর পক্ষে। স্কুলের চৌহদ্দি ছেড়ে তখন তিনি সরাসরিই নেমে পড়লেন রণক্ষেত্রে।

সেটা ১৮৮৩-৮৪ সালের কথা। ইংরেজ শাসকদের নির্দেশে বনবিভাগের কর্মকর্তারা তখন শুরু করেছিলেন ভূমি অধিগ্রহণের কাজ। সেখানে মুণ্ডারা যে কিভাবে বঞ্চিত হচ্ছিলেন তার নিজের চোখেই পরখ করছিলেন বিরষা। তাই আর কালবিলম্ব না করেই তিনি নেমে পড়লেন একেবারে সন্মুখ সমরেই।

বৈষ্ণব ধর্মের কিছুটা প্রভাব ছিল বিরষার মনের গভীরে। আর তার উপর ভর করেই তিনি সমগ্র মুণ্ডা সম্প্রদায়ের মানুষজনদের এক ছাতার তলায় আনার জন্য সচেষ্ট হয়েও উঠলেন। বস্তুতঃ তখন তিনি চাইছিলেন সম্পূর্ণ কুসংস্কার মুক্ত একটা মুণ্ডা সমাজ মাথা উঁচু করে দাঁড়াক সমাজের বুকে।

বিরষা মুণ্ডার আগমনে টনক নড়েছিল ব্রিটিশ সরকারের। তাঁর সাহসিকতা এবং সংগ্রামের পদ্ধতি দেখে উবে গিয়েছিল তাদের রাতের ঘুমটুকুও। তাই তাঁকে শায়েস্তা করার জন্য সচেষ্ট হতে শুরু করল ইংরেজ শাসকরা।

সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল তারা। অবশেষে একরকম প্রায় বিনা কারণেই গ্রেপ্তার করা হল তাঁকে। কিন্তু খুব বেশি দিন আটকেও রাখা গেল না। একসময় ঠিক ছাড়া পেলেন। সগর্বে বেরিয়ে এলেন জেলখানার অন্ধকার থেকে এবং আবারও ঝাঁপিয়ে পড়লেন ইংরেজ শাসকদের অন্যায় এবং অবিচারের বিরুদ্ধে। তখন তাঁর আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পথকে সুগম করার পাশাপাশি মুণ্ডা-সহ সমস্ত দলিত সম্প্রদায়ের মানুষজনদের স্বার্থের দিকটাও ঠিকঠাকভাবে রক্ষা করা।

প্রবল বিক্রমে ইংরেজদের বিরুদ্ধে তখন চলছিল বিরষা মুণ্ডার মহাসংগ্রাম। শত্রুপক্ষের তখন ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। ফলে আবার অন্যায়ভাবেই তাঁকে দমানোর চেষ্টা চলতে লাগল এবং একসময় আবার গ্রেপ্তার করাও হল। তিনি আর তাঁর অজস্র অনুগামীদের আনা হল বিচারের মঞ্চে। চলল বিচারের নামে প্রহসন এবং তার ফলস্বরূপ হল তিনি জনের ফাঁসির হুকুম। প্রায় পঁয়তাল্লিশ জনকে পাঠানো হল দীপান্তর এবং বিরষা মুণ্ডাকেও দেওয়া হল যাবজ্জীবন কারাদন্ডের আদেশ। আর সেখানেই মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে শহীদ হন তিনি।

তাঁর মৃত্যুর অনেকগুলো বছর পর লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী সুন্দরভাবে বিধৃত করেছেন বিরষার জীবন কাহিনী। আসলে লেখিকা নিজেও ছিলেন তেমনই একটা পরিবারের কন্যা যেখানে সাহিত্য সংস্কৃতি বা স্বচ্ছ জীবনযাত্রাই ছিল বেঁচে থাকার মূল অবলম্বন। তাঁর বাবা ছিলেন কল্লোল সাহিত্য আন্দোলনের খ্যাতনামা কবি ও ঔপন্যাসিক মনীষ ঘটক। আবার চলচ্চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটক ছিলেন তাঁর কাকা। তাঁর মা ধরিত্রী দেবীও ছিলেন সুলেখিকা। কম যান না তাঁর স্বামী পুত্রও।

অরণ্যের অধিকার ছাড়াও হাজার চুরাশির মা, রুদালি, ঝাঁসির রাণী সহ আরও অনেক গ্রন্থের মাধ্যমে সমগ্র সাহিত্য জগতটাকেই সমৃদ্ধশালী করে তুলেছিলেন তিনি। পেয়েছেন অনেক পুরস্কারও। ১৯২৬ সালের ১৪ ই জানুয়ারি জন্ম তাঁর ঢাকায়। আর মৃত্যু জুলাই মাসের ২৮ তারিখে কলকাতায়।